নিষ্কৃতি

(নাটিকা)

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত
(প্রথম অভিনয় রজনী—৭ই চৈত্র, শনিবার, ১৩২০ ।)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ প্রণীত

প্রকাশক
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

১৩২০

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র

কলিকাতা
কলেজ স্কোয়ার, উইলকিন্স মেসিন প্রেসে
জে, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

উদয়ন	কৌশম্বীরাজ।
ভাঁড়ুদত্ত	রাজ-শ্রেষ্ঠী।
নাড়ুদত্ত	ঐ পুত্র।
ঘোষক	ঐ পালিত পুত্র।
বেঙ্কট	ঐ ভগ্নিপতি।
মুচুকুন্দ	ঐ ঐ পুত্র।
বলভদ্র	রাজার মামা-শ্বশুর।
ধর্ম্মঘোষ	জনপদ নগরের শ্রেষ্ঠী (ভাঁড়ুদত্তের মাতুল)
যষ্টীধর	ঐ অনুচর।
বেণুসন	শতগ্রামের কাঁসারী।

কিরাতগণ, প্রহরীগণ, দূত, কুম্ভকার, দেওয়ান, প্রতিবাসিগণ, সহচরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

শ্যামাবতী	উদয়নের রাণী।
অনুরাধা	ঐ ভগিনী।
মাগন্দী	ভাঁড়ুদত্তের স্ত্রী।
ভানুমতী	ঐ ভগিনী।
কালী	ঐ রক্ষিতা।

সখীগণ, ঝি, পরিচারিকা, কিরাত-রমণীগণ ইত্যাদি

নিয়তি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান পথ।

(কালী ও ঘোষকের প্রবেশ।)

কালী। এই পথ দিয়ে যাও—ওই যে সুন্দর জলাশয় দেখছ, ঠিক ওর পূর্ব্বপারে একটী আশ্চর্য্য কুঞ্জ দেখতে পাবে।

ঘো। গাছ ত কখন দেখিনি—চিনব কেমন ক'রে?

কালী। সে গাছ আর চেনাতে হবেনা—সে গেলেই চিনতে পারবে। সে গাছ দুনিয়ায় নেই, শুধু এই বাগানে আছে।

ঘো। নাম কি বললে?

কালী। সোমলতা। তার রস খেলে মানুষে অমর হয়। আগে দেবতারা তাই পান করত। যদি আনতে পার, তবে তোমার বাবা বাঁচবে। নইলে বাঁচবে না। আমি ওই পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবো। যাও, আর দেরি ক'রনা (ঘোষকের প্রস্থান)। বস্—এই যমের মুখে এবারে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলুম। বার বার তুমি হাত ফসকে বেঁচে গেছ। এবারেও যদি বাঁচ, তা হলে বুঝব তুমি অমর; কিম্বা মানুষে তোমাকে মারতে পারবে না। ওই ওই রাজা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—নজরে পড়ল—পড়ল—ঠিক হয়েছে। (প্রস্থান)।

(নেপথ্যে) রাণী—রাণী শীঘ্র দেহ আবৃত কর। একজন অজ্ঞাত কুলশীল যুবাপুরুষ, উদ্যান মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে।

(নেপথ্যে) সখী! সখী! শীঘ্র সকলে আমাকে বেষ্টন ক'রে কুঞ্জান্তরালে নিয়ে চল।

(অনুরাধার প্রবেশ)

অনু। এ কি দেখলুম! কই! আরত দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেল? একি বিদ্যুৎ বিকাশ! একি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কি স্বপ্ন দেখলুম! না দেখেছি, দেখেছি—নিশ্চয় দেখেছি—কে ও? দাদা।

(প্রস্থান)।

(উদয়নের প্রবেশ)

উদ। তাইত! এমন সাহসী! যে সময় রাণী সহচরীদের সঙ্গে সরোবরে জলকেলি করছেন, সেই সময়ে এ ব্যক্তি এ উদ্যানে প্রবেশ করলে! সাহসী না উন্মত্ত? হয় উন্মত্ত, না হয় জানে না। জানুক আর নাই জানুক, পাগল হ'ক আর নাই হ'ক, যুবক তোমার মৃত্যু অনিবার্য। আর দ্বারীরও মৃত্যু অনিবার্য। কে তুমি? এই দিকে এস।

(যোবকের প্রবেশ)

যো। তুমি কে? (প্রণামকরণ)

উদ। আমি এই উদ্যানের অধিকারী!

যো। তা হ'লে তুমি রাজা। (পুনঃ প্রণাম)

উদ। তা হ'তে পারি, কিন্তু তুমি কে?

যো। পরিচয় দিতে পারবো না।

উদ। তুমি কি এ বাগানের আইন জান না?

যো। আগে জানতুম না, বাগানে ঢুকতে গিয়ে জানতে পেরেছি।

উদ। কি জেনেছ?

ঘো। যে পুরুষ এ বাগানে প্রবেশ করবে, তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। বিশেষতঃ এ সময়ে যে ঢুকবে, তার মৃত্যু। এ সময় রাণী তাঁর সহচরীদের সঙ্গে এখানে জলকেলি করেন।

উদ। কে তোমাকে বললে?

ঘো। দ্বারী।

উদ। এ জেনেও তুমি প্রবেশ করলে?

ঘো। এই ত দেখতে পাচ্ছো।

উদ। দ্বারী তোমায় ঢুকতে দিলে?

ঘো। না—আমি পাঁচিল টপ্‌কে এসেছি। যথার্থই কি তুমি রাজা?

উদ। আমিই রাজা উদয়ন! (ঘোষকের তৃতীয় বার প্রণাম করণ) কি? প্রাণের ভয়ে আমাকে বারংবার প্রণামে তুষ্ট করছ না কি?

ঘো। না রাজা প্রাণের ভয়ে কেন, ধন্য বলে প্রণাম করছি। এক জন গুরুলোক মনে ক'রে, আমি তোমাকে প্রথমে প্রণাম করেছি। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি রাজা কি না, তুমি বললে, তা হ'তে পারি—কি জানি যদিঃ রাজা হও, তাই আমি আর একবার প্রণাম করেছি। এখন ঠিক জানতে পেরে, তোমার কথা সত্য বিশ্বাস করে, আরও একবার প্রণাম করলুম। কিন্তু রাজা এখনকার মত এই আমার শেষ প্রণাম।

উদ। কেন?

ঘো। এর চেয়ে বেশী প্রণাম করলেই ভিক্ষুক হ'তে হয়, আমি কারও কাছে নিজের জন্য কিছুই যাচ্ঞা করি না।

উদ। নিজের জন্য করনা; তাহ'লে পরের জন্য করতে এসেছ!

ঘো। পরই বা বলি কেন? বাবা কি আবার পর হয়? না রাজা ঠকে গেছি! না রাজা নিজের জন্যেই করতে এসেছি।

উদ। জিনিষটে কি?

ঘো। সোমলতা। সে নাকি তোমার বাগানে ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যায় না! সে খেলে নাকি মানুষে অমর হয়?

উদ। এইত শুনেছি।

ঘো। শুনেছ! তাহ'লে সোমলতা কি তোমার বাগানে নেই?

উদ। আমার বাগানে সোমলতা আছে, একথা তোমাকে কে বলেছে?

ঘো। বাবা শুনেছে—

উদ। কে তোমার বাবা বল।

ঘো। বুঝতে পারছি গোলমাল—আর বলবনা রাজা।

উদ। শুধুই কি তুমি এখানে আমাকে দেখেছ?

ঘো। না রাজা কতকগুলি স্ত্রীলোককেও দেখেছি।

উদ। সোমলতার একান্ত প্রয়োজন জেনে যেন সোমলতাই নিতে এসেছিলে। তবে রমণীদের দেখলে কেন?

ঘো। চোখে পড়ে গেল, তাই দেখলুম।

উদ। তাদের কি অবস্থায় দেখেছ?

ঘো। একজন ছাড়া আর সকলেই ন্যাংটা।

উদ। বেশ, ওই দূরে অশোক বৃক্ষের তলায় আমার একটা জিনিষ আছে নিয়ে এস। (ঘোষকের দ্রুত প্রস্থান) আমি ওকে ক্ষমা করলুম মনে ক'রে মূর্খ লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে। কিন্তু গাছের তলায় গিয়ে বস্তুটা যে কি, যখন দেখবে, তখনই আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যাবে। ওই দেখেছে—দেখেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাত আর হতভাগ্যের অস্ত্রটাকে স্পর্শ করতে সাহস করছেনা। হতভাগ্যকে

শেষে নিতে হ'ল। বুঝতে পেরেছে, তার আয়ু শেষ। অতি ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। পা আর এদিকে যেন আসতে চায় না। বোধ হয়—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই—গা কাঁপছে—পা কাঁপছে—তাই টীপে টীপে পা ফেলে আসছে। (ঘোষকের পুনঃ প্রবেশ ও অতি ধীর পদ-বিক্ষেপে উদয়নের নিকট আগমন) কি যুবক, পা আর চলছেনা যে! মৃত্যুভয় হয়েছে।

ঘো। (ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে) রাজা! শিগগির ধর শিগগির ধর আমি এনেছি—আমি এনেছি।

উদ। তা ধরছি, কিন্তু যুবক, মৃত্যুভয় হয়েছে?

ঘো। মৃত্যুভয় কেন হবে!

উদ। এ খড়্গ কি জন্য তোমাকে দিয়ে আনলুম জান?

ঘো। জানি—আমার মাথা কাটতে।

উদ। তবে? ভয় হয়নি বলছ কেন?

ঘো। আমি যা করবার করেছি, তুমি যা করবার করবে। এ ত আহ্লাদের কথা—ভয় হবে কেন?

উদ। তবে যাবার সময় লাফিয়ে গেলে কেন?

ঘো। প্রাতঃকালে বৃষ্টি হয়ে গেছে—পথের মাঝে মাঝে যে খানটা নীচু, সেখানে এখনও জল আছে. তাই লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিলুম।

উদ। তবে আসবার সময় আস্তে আস্তে আসছিলে কেন?

ঘো। যাবার সময় আমি কুমার ছিলুম আমার কোনরকম দায় ছিল না, কিম্বা আমার ওপর কোনও গুরুকর্ম্মের ভার দেওয়া ছিল না। আমার বালকের প্রাণ এই জন্য যাবার সময় আমি জল ভরা স্থান গুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেছি। কিন্তু আসবার সময় দেখি, আমার উপর বিষম ভার। তুমি দোষীকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেছ

না দিলে মহাপাপ। সেই শাস্তি দেবার একমাত্র যন্ত্র আমার হাতে। যদি আমি অন্যমনস্কে চলতে পা হড়কে পড়ে যাই, যদি সেই পড়ার সঙ্গে এই অস্ত্র কোনও প্রকারে ভেঙ্গে যায়। কি আমার শরীরে কোনও রকমে প্রবেশ ক'রে পথের মধ্যেই আমার মৃত্যু হয়, তাহ'লে যে তোমার আদেশ নিস্ফল হয়—হয়ত তোমার সংশয় হ'তে পারে আমি ভয়ে আগে থাকতেই আত্মহত্যা করেছি। এই জন্য আসবার সময় অতি সন্তর্পণে আমি তোমার এই খড়্গ নিয়ে এসেছি।

উদ। হুঁ বুঝেছি।

ঘো। এইবারে কি করবে কর: বল আমি মাথা তোমার কাছে উপস্থিত করি।

উদ। যুবক! এই খড়্গ আমি তোমাকে উপহার দিলুম। তোমার ন্যায় সাহসী বীরের হস্তেই এই অমূল্য অস্ত্র শোভা পায় আমার সমস্ত ক্রোধ বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে

ঘো। অস্ত্রত পেলুম—সোমলতা যদি না পাই, তাহ'লে বাবার কি হবে?

উদ। এই অস্ত্র তুমি তোমার বাপকে দিও। তাহ'লেই তার রোগ আরোগ্য হয়ে যাবে।

(প্রহরীর প্রবেশ ও ঘোষককে দেখিয়া কম্পান্বিত কলেবরে, রাজাকে বারম্বার প্রণামকরণ।)

উদ। বেঁচে গেছিস্, ভয় নেই—কাছে আয়।—(ঘোষকের প্রতি' তোমার পরিচয়?

ঘো। আবার জিজ্ঞাসা করছ রাজা! পরিচয় দিতে পারব না।

উদ। বেশ জানবার প্রয়োজন নেই।

প্রহরী। মহারাজ প্রাতঃকালে এই ব্যক্তি এই বাগানে প্রবেশ করবার জন্য ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। আমি মৃত্যুভয়

দেখিয়ে ওকে নিরস্ত করেছি। ও কোথা দিয়ে কেমন করে প্রবেশ করলে, কিছুই জানি না মহারাজ; হুকুম করুন আমি হতভাগাকে দ্বিখণ্ড করে ফেলি।

উদ। দ্বিখণ্ড করতে হবেনা—এঁকে অভিবাদন কর্।

(প্রহরীর অভিবাদন ও প্রস্থান।)

শোন যুবক, আমার এই উদ্যানে আজও পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পুরুষ প্রবেশ করেনি। এটা রাজ্ঞীর নিজস্ব উদ্যান। এইজন্য তিনি এখানে নিঃসঙ্কোচে সখীগণ সঙ্গে ভ্রমণ করেন। তুমি দৈববশে এখানে প্রবেশ করেছো। যখন প্রবেশ করেছ, তখন সমস্ত দিবাভাগের মতন তোমাকে এই বাগানের এক ঘরে বন্দী রাখবো, রাত্রির প্রথম প্রহরের পূর্ব্বে তুমি এস্থান ত্যাগ করতে পাবে না। প্রহরী!

(প্রহরী লইয়া দ্বারবানের প্রবেশ)

যা, একে নিয়ে আমার এই বাগানের ঘরে সমস্ত দিন আটকে রাখ, রাত্রির প্রথম প্রহরে একে মুক্তি করবি।

(ঘোষককে লইয়া দ্বারবানের ও প্রহরীর প্রস্থান।)

বড়ই কঠিন সমস্যা! পিতাপুত্রের সম্বন্ধ আমি বুঝতে পারলুম না। তবে বুঝতে হবে, জোর ক'রে বুঝবো না—তাহলে এখনি চর নিযুক্ত করে বুঝতে পারি। তা করব না—তবে বুঝতে হবে! এ হেঁয়ালি কৌশলে বুঝতে পারলেই আনন্দ।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

অনুরাধা।

গীত।

মনে কি নয়নে তারে হেরি—সে রূপ মাধুরী।
আমি বুঝিতে না পারি গো, বুঝিতে নারি ;
আঁখি যদি বলে দেখেছি তায়,
উদাসে মন কোথা চলে যে যায়—
যদি মনে করি দেখেছি মনে
অমনি নয়নে ঝরে বারি।

(সখীর প্রবেশ)

সখী। তাইত রাজকুমারী, কিছুইত বুঝতে পারছিনা। উটকো-লোক কেমন ক'রে বাগানে প্রবেশ করলে ?

অনু। মানুষ কি এ বাগানে ঢুকতে পারে—দেবতা।

সখী। তাইত কি হবে রাজকুমারী, আমাদের রাণীকে সে উলঙ্গ দেখে গেল !

অনু। দেবতার কাছে আবরণ কে দিয়ে রাখতে পারে ?

সখী। দেবতা দেবতা ক'রনা। রাজার কাছে আমাদের যে কি শাস্তি হবে তাই ভেবে আমরা ব্যাকুল হয়েছি।

অনু। তোদের শাস্তি কেন হবে ?

সখী। কেন হবে ? একটা পরপুরুষ আমাদের উলঙ্গ দেখলে ! তুমি ত বেঁচে গেছ রাজকুমারী, তুমি বস্ত্রও ত্যাগ করনি, স্নানও করনি —তোমার কি ! আমাদের কি হবে, রাণীর কি হবে ! রাণী—রাণী

রাজ্যেশ্বরী—তুচ্ছ প্রজা আজ তাঁকে উলঙ্গ দেখেছে—কি হবে—কি হবে ?

অনু। কি হবে, অমন করছিস্ কেন ? তোদের কিছু শাস্তি হবে না। শাস্তি হয় ত আমার হবে।

সখী। তামাসা করনা রাজকুমারী—এ তামাসার সময় নয়—ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে।

অনু। বেশ দেখতে পাবি।

সখী ওই রাজা আসছেন—মুখ তার আরক্ত—রাজকুমারী! দেখে ভয় হচ্ছে।

অনু। যথার্থই দাদার মুখ গম্ভীর হয়েছে—দেখে বোধ হচ্ছে রাজা শাস্তি দেবার জন্যই যেন আসছেন।

সখী। চলে এস চলে এস—দোহাই রাজকুমারী, রাজা যদি আমাদের শাস্তি দেন, তুমি অন্ততঃ রাণীর জন্য তাঁর পায়ে ধ'র। তুমি রাজার পরম প্রিয়। রাণী কিছু জানেন না—আমরাও জানি না।

অনু। আয় এখন আমরা এখান থেকে যাই। রাজাকে দেখে রাণীও এদিকে আসছেন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(উদয়ন ও শ্যামাবতীর প্রবেশ)

শ্যামা। কোন হতভাগ্য উদ্যানে প্রবেশ করেছিল মহারাজ ?

উদ। হতভাগ্য নয় রাণী, সে ব্যক্তি ভাগ্যবান্—কৌশাম্বীর রাজসভার ভবিষ্যতের একটী শ্রেষ্ঠ রত্ন।

শ্যাম। বলেন কি !

উদ। তার কথা এর পরে বলব। এখন বল দেখি, তোমাদের মধ্যে কার দেহ অনাবৃত ছিল না।

শ্যামা। কি বলছেন—আমাদের সরম হচ্ছে। সে ব্যক্তি আমাদের জলকেলি দেখেছে নাকি ?

উদ। সে কথাও পরে বলব। এখন শীঘ্র বল তোমাদের মধ্যে নগ্নদেহ ছিল না কার ?

শ্যাম। আমরা সকলেইত ত্যক্তবসনা হয়েছিলুম।

উদ। না, এক জনের অঙ্গে বসন ছিল। কে সে ?

শ্যাম। হাঁ! মনে পড়ছে বটে, আপনার ভগিনী অনুরাধা কেবল বসন পরিত্যাগ করেনি, এবং সরোবরেও অবগাহন করে নি।

উদ। বুঝতে পেরেছি। অনুরাধা!

অনুরাধার প্রবেশ

অনু। কি আদেশ মহারাজ ?

উদ। ভগিনী, আমি তোমাকে নির্ব্বাসিত করব।

শ্যামা। নির্ব্বাসন! সে কি ভগিনীর সঙ্গে রহস্য! এ আপনার কি আচরণ মহারাজ! বালিকার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে

উদ। রাজা বিনাকারণে এরূপ গুরু কথা নিয়ে রহস্য করেন না। মুখ শুকুলে চলবেনা ভগিনী, তুমি রাজার কর্ত্তব্য বিলক্ষণ জান।

শ্যামা। নির্ব্বাসন! সে কি, বালিকা এমন কি অপরাধ করেছে ?

উদ। এস, আর মুহূর্ত্ত সময়ের জন্যও তুমি কৌশাম্বীর রাজগৃহে থাকবার অধিকারিণী নও।

শ্যামা। (উদয়নের পদ ধরিয়া) দোহাই মহারাজ, এ নিষ্ঠুর আদেশ করবেন না। অনুরাধা বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, আমরা তাকে কোনও অপরাধ করতে দেখিনি, যাতে বালিকার উপর আপনি এই ভয়ানক শাস্তির বিধান করছেন।

উদ। অস্থির হয়োনা রাণী, রাজা অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে কখন কাউকেও শাস্তি দেননা।

শ্যামা। এ অপরাধ বালিকা কোথায় করেছে!

উদ। এই খানে।

শ্যাম। কবে?

উদ। আজ, এই ক্ষণপূর্ব্বে।

শ্যামা। মহারাজ! আপনি কোন প্রতারক কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েছেন।

উদ। কেউ আমাকে প্রতারণা করেনি।

শ্যামা। যদি শাস্তিই দিতে আপনার ইচ্ছা হয়েছে তাহলে অপরাধ শুনিয়ে তাকে শাস্তি দিন।

উদ। আমি আবার শোনাব কেন—তুমিইত শুনিয়েছ।

শ্যামা। বিবস্ত্রা হয়ে সে জলে অবগাহন করেনি, এই কি তার অপরাধ?

উদ। ঐ অপরাধ।

শ্যামা। আপনি কি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?

উদ। সাবধান—দ্বিতীয়বার বললে তোমাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করব। অনুরাধা! ঠিক বল তুমি অপরাধিনী কি না।

অনু। আর্য্য! আমি অপরাধিনী

উদ। শোন শ্যামাবতী, বালিকা নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করছে।

অনু। আমি বিষম অপরাধ করেছি—আমা হ'তে কৌশাম্বী রাজের অন্তঃপুরের মর্য্যাদা নষ্ট হয়েছে।

উদ। রাণী, এ হ'তে অপরাধ কি আর আছে?

শ্যামা। না। কিন্তু এ অপরাধ বালিকা কখন করলে, কেমন ক'রে করলে—করতে পারেনা। আপনার ভয়ে সে হতভম্ব হয়ে কি বলতে কি বলেছে।

অনু। না দেবী, অপরাধই করেছি—এখন বুঝছি বিষম অপরাধ।

শ্যামা। চুপকর্ বুদ্ধিহীনা, আমি রাজার সঙ্গে কথা কইছি, তুই উত্তর করছিস্ কেন।

উদ। বুদ্ধিহীনা তুমি—আমার সঙ্গে সিংহাসনে বসবার অযোগ্য। এই শোন। অনুরাধা! অপরাধ রাণীর কাছে ব্যক্ত কর! তুমি সে যুবাকে দেখেছ?

অনু। দেখেছি।

উদ। শুধু দেখেছ নয়—

অনু। দেখে মুগ্ধা হয়েছি।

উদ। শুধু মুগ্ধ হওয়ায় অপরাধ নেই। সে পরমসুন্দর যুবক তুমি অনূঢ়া যুবতী—শুধু মুগ্ধ হ'লে দোষ ছিলনা। তুমি আত্মহারা হয়েছিলে—তোমার মনে রাখা উচিত ছিল তুমি রাজকুমারী। তোমার সঙ্গে রাজরাণী। তিনি স্নানার্থী হয়েছেন। পরপুরুষ উদ্যানে প্রবেশ করেছে জানলে, তিনি কখন দেহ অনাবৃত করতেন না। তুমি এতই আত্মহারা হয়েছিলে যে তাঁকে সাবধান করলেনা। তোমার ভ্রাতৃজায়াকে একটা তুচ্ছ প্রজার কাছে উলঙ্গ করালে।

শ্যামা। উদয়নের পদধারণ) যদিই ভুলক্রমে কোনও অপরাধ ক'রে থাকে, তাহ'লে তাকে ক্ষমা করুন।

উদ। ক্ষমা অন্য প্রজা হ'লে করতে পারতুম—এ রাজকন্যার অপরাধ—আমার মমতা নিয়ে সংগ্রাম। কৌশাম্বী রাজকুলের বধূ তুমি—এ অন্যায় অনুরোধ করনা। আমি রাজদণ্ড হাতে নিয়েছি আমার বুকের ভিতরে এক এক অশ্রুবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পতিত হচ্ছে—তবু আমাকে শাস্তি দিতেই হবে। তুমি আমাকে আশ্বস্ত কর, কেঁদনা। অনুরাধা! তুমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও, এই স্থান থেকেই তোমাকে আমি মহাবনে ত্যাগ করে আসবো।

তৃতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

ভাঁড়ু দত্ত।

ভাঁড়ু। বুকটা এখনও চিপ্ চিপ্ করছে—যত বেলা যাচ্ছিল ততই প্রাণটা আমার আইচাই করছিল। বুঝি ছোঁড়াটা এই এলো—এই বাবা ব'লে ডাকলো। যাক্ সন্ধে হয়েছে—সংশয় ঘুচেছে। আর সে আসছে না।

(কালীর প্রবেশ।)

কালা, কালী! এখনও বুকটা চিপ চিপ করছে।

কালী। আর বুক চিপ্ চিপ্ করছে বললে শুনবোনা। ছোঁড়াটা যে দিন মরবে, সেই দিনেই আমাকে লাখটাকা দেবে বলেছিলে। এখন আমাকে টাকা দাও।

ভাঁড়ু। ছোঁড়াটা তাহ'লে মরেছে—কেমন কালী?

কালী। মরেছে, তাতেকি আর সন্দেহ আছে? সন্ধের পরে কখনও কি তাকে বাড়ীর বাইরে থাকতে দেখেছ?

ভাঁড়ু। না কালী, এই প্রথম।

কালী। তবে! তাকে একেবারে যমের মুখে ফেলে এসেছি। বরাবরই তাকে ফেলবার চেষ্টা ক'রেছিলুম, কিন্তু সে সব বারে আশেপাশে পড়ে ছিল, ঠিক মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে পারিনি।

ভাঁড়ু। তা হলে তার মরা নিশ্চয়?

কালী। একেবারে নিশ্চয়। দাও এইবারে আমার টাকা দাও।

ভাঁড়ু। তুই তাকে বাগানে ঢুকতে দেখেছিস্?

কালী। আমি নিজে মই দিয়ে তাকে পাঁচিলে তুলিয়ে বাগানে

ফেলে দিয়ে এলুম। আবার দেখব কি ? এমন মানুষ বাবু আমি কখন দেখিনি। নাও, এইবারে আমার টাকা দাও।

ভাঁড়ু। মুখে যখন একবার হাঁ বলেছি, তখন কি আবার না বলব। টাকা পাবি, নিশ্চয় পাবি—

কালী। কবে পাব ?

ভাঁড়ু। তুই বলছিস বটে সে মরেছে, তবু এখনও বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে।

কালী। তোমার বুক ঢিপ ঢিপুনিত চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে। এমন দিন নেই যে দিন শুনিনি তোমার বুক ঢিপ ঢিপ না করছে। ভালমানুষের ছেলেকে ঘরে এনে, ছেলের মত খাইয়ে দাইয়ে মানুষ ক'রে তাকে শেষ কালে মেরে ফেল্লে বুকঢিপঢিপুনির আর আর অপরাধ কি ?

ভাঁড়ু। তবু—

কালী। আবার তবু কি শেঠজী ?

ভাঁড়ু। মরে যে গেছে, এখন আর তাতে সন্দেহই নেই—কি বলিস্ ?

কালী। মরা ভিন্ন, তার আর অন্য উপায় নেই। সে বাগানে রাণী আর তার সঙ্গিনী ছাড়া অন্য কারও প্রবেশের অধিকার নেই। এমন কি স্বয়ং রাজাও রাণীর বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ করতে পাননা। সেখানে ঢুকেছে তোমার ছেলে—

ভাঁড়ু। আরে মর্ বাইরের লোক বলে ব'লে তুইও ছেলে বলবি। একমাত্র তুইত আগাগোড়া সমস্ত জানিস। ঘোষক সম্বন্ধে তুই যত জানিস আমার স্ত্রীও তত জানে না।

ভাঁড়ু। আমি কি এখন নিজের কথায় বলছি—বাইরের লোকে যা বলে তাই বলছি, তাতে আর সন্দেহই করনা।

ভাঁড়ু। তাকে মরতে ত দেখলিনি ?

কালী। রাজা বাগানে ঢুকলো—দরোয়ানকে ডাকলে—ছাড়াং করে একটা শব্দ হ'ল, আবার কেমন করে দেখতে হয়, তাতো জানি না। তোমার মতলবটা কি বল দেখি, টাকা দেবে না ?

ভাঁড়ু। অ্যাঃ! রাগছিস্ কেন ?

কালী। রাগারাগির কথা এখানে কি আছে—টাকা দিতে চেয়েছ দিলেই আমি চলে যাই।

ভাঁড়ু। বেশ, তুই আর একবার খবর নিয়ে আয়।

কালী। আবার আমি কার কাছে খবর নেব ? খবর তুমি নিজেই নাওনা।

ভাঁড়ু। ও বাবা, আমি খবর নেব কি কালী ? রাজা যদি ঘুণ-ক্ষরে জানতে পারে আমি তাকে ছল করে পাঠিয়েছি, তাহ'লে কি আমারও রক্ষা আছে ; আমারও অমনি ছ্যাড়াং।

কালী। আর ছোঁড়াটা যদি তোমার নাম করে তবে ?

ভাঁড়ু। ওরে বাবা, তাহ'লে রাজা আমাকে গাছে টাঙিয়ে মারতো ; ওপর বাগে পা বেঁধে—

কালী। তবে ? আমি যদি তোমার নামে করতে ছোঁড়াটাকে নিষেধ না করতুম ? তোমার আমাকে দুলাখ টাকা দেওয়া উচিত ; তুমি একলাখ টাকা দেবে, তাও তুমি পারছনা।

ভাঁড়ু। দেবো—দেবোরে দেবো,—অত উতলা হচ্ছিস কেন ? সে বেটা আমাকে বাবা বলেইত জানতো—দেবতার মতন ভক্তি ও করত। আমিও যখন নাম করতে নিষেধ করেছি, তখন সে কদাচ আমার নাম করবে না। ভাল, ততক্ষণ আমি টাকাটা বার ক'রে রাখি, তুই আর একবার খবর নে।

কালী। ভ্যালা আপদ।

ভাঁড়ু। দোহাই কালী—দোহাই কালী। এইবারে ফিরে এসে যেমনি বলবি ছোঁড়া মরেছে, অমনি তোর পাওনা আমি কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব। শোন কালী, শোন—আমি এ নগরের মহাশ্রেষ্ঠী—আমার তুল্য ধনবান এ রাজ্যে নেই। রাজ্যে কেন—ভারতে নেই আর যখন ভারতে নেই, তখন পৃথিবীতে নেই। তবু আমি ছেলেটার ভয়ে একদিন এক দণ্ডের জন্যও সুখ পাইনি—একদিনও স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পাইনি। তুই আমাকে আজ রাত্তিরে এক দণ্ডের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দে—আর লাখ টাকা মূল্যস্বরূপ নে। আমার একদণ্ডে লাখ টাকা আয়—কালী, আমার একদণ্ডের ঘুমের দামও লাখ টাকা। নিয়ে আয় ছোঁড়ার মৃত্যু সংবাদ—সংবাদ এনে টাকা নে।

কালী। তোমার এত টাকা?

ভাঁড়ু। আমার এত টাকা—আমি ধন কুবের।

কালী। এত টাকাতেও তুমি ভাল ক'রে খাওনা—ভাল কাপড় পরনা—

ভাঁড়ু। ওই ছোঁড়াটার ভয়ে খাইনা, পারি না।

কালী। এত টাকার মালিক হয়ে, তুমি আমার মত দরিদ্র-পল্লিকার প্রতি আসক্ত!

ভাঁড়ু। ওই ছোঁড়াটার ভয়ে, কালী আমি তোমাতে আসক্ত হয়েছি। তোমার রূপে আমি আসক্ত হইনি—আমরা বেনে, ভালবাসার ভেতর থেকেও স্বার্থের দিকে নজর রাখি। সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বে কালী, একবার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ কর। আমি সন্ধ্যার সময় পালকী ক'রে রাজার বাড়ীথেকে যখন ফিরে আসছিলুম, সেই সময় দেখলুম তুমি বেশ ভূষা ক'রে নিজের কুটীর দ্বারে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার দৃষ্টি পালকী ভেদ ক'রে আমাকে গ্রাস করতে এসেছিল। তোমার সে তীব্রকটাক্ষ আমি আজও পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইনি। তারপরেই

আমি তোমাকে আনিয়েছি,—আমার রক্ষিতা করেছি। ছোট কুঁড়ে থেকে বড় অট্টালিকায় তোমাকে স্থান দিয়েছি। তুমি মনে ক'রেছিলে যে, তোমার নয়নবানে বিদ্ধ ক'রে তুমি আমাকে জয় করেছ। তা নয় কালী, আমি তোমার সেই কটাক্ষের পার্শ্ব দিয়ে তোমার ভিতরে প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা দেখেছি। দেখে বুঝেছিলুম, ক্ষুধানল প্রেমানলের সঙ্গে মিশে তোমাকে এমন একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র ক'রে তুলেছে যে, তোমার দ্বারা আমি যে কোন অসম্ভব কার্য্য ইচ্ছা করলে করতে পারি।

কালী। (স্বগতঃ পাপিষ্ঠের কথায় বুঝছি, এইবারে আমাকেও পরিত্যাগ করবে। ছোঁড়াটাকে যে কোনও প্রকারে মেরে ফেলবার জন্যেই ও আমাকে এতকাল রক্ষিতা করে রেখেছিল। এখন কাজ হাসিল হয়েছে বুঝে, আমাকে মর্ম্মে ঘা দিয়ে কথা শোনাচ্ছে।

ভাঁড়ু। কি কালী, কথাগুলো বুঝছ ?

কালী। বুঝছি! ওই ছোঁড়াকে মারবার জন্যই তুমি আমাকে রেখেছিলে ?

ভাঁড়ু। হ্যাঃ—হ্যাঃ—কালী! শুধু ওই ছোঁড়াটাকে মারবার জন্যে!

কালী। ছোঁড়াটা মরেছে, কাজেই আর তুমি আমাকে রাখছনা—কেমন ?

ভাঁড়ু। হ্যাঃ—হ্যাঃ তোমার ঘর তোমার দোর তোমার আমি ইচ্ছে হয় বল না হয় না বল—এলে, খেলে, রইলে গেলে—কি জান কালী, এখনও একটু আধটু মালা ঠিক ঠিক করবার সময় এসেছে।

কালী। বেশ, তা'কর তবে একটা কথা আমাকে বল—টাকা দেবেনা সেটা বুঝেছি—

ভাঁড়ু। অনেক টাকা তোমাকে দিয়েছি—একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে

ঘরের দোরে—মনে কর কালী, মনে কর। একপণ কড়িও তোমার দেহের মূল্য নয়—তারজন্য তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি—

কালী। তা বেশ করেছ—টাকা না দাও, বেশ তাতে ক্ষতি নেই।

ভাঁড়ু। লাভ আছে—ক্ষতি কি কালী—লাভ। তুমি অবীরা তোমার অত টাকা—সেটা বড় ভাল নয়—বুঝেছ ডাকাত বেটারা টাকার গন্ধ পায়, তাদের নাক বড় প্রখর।

কালী। তোমার চেয়ে?

ভাঁড়ু। আরে আমিত নাকেশ্বরী বাঘ। আমি টাটকা টাকার গন্ধ পাই—আবার পচা টাকার গন্ধ পাই।—ঘরে যেই এই টাকা-গুলি নিয়ে যাবে, অমনি রাত্রিকালে ঘরের ভেতর ডাকাত না ঢুকে গলাটী ক্যাক করে টীপে ধরবে, আর প্রাণ পাখীও অমনি ফুড়ুক ক'রে দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে যাবে।

কালী। ভাল, টাকা দিয়ে কাজ নাই—এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—উত্তর দাও—

ভাঁড়ু। বল—বল—জিজ্ঞাসা কর—জিজ্ঞাসা কর।

কালী। ওই ছেলেটাকে মারতে তুমি যে এই পাপিষ্ঠাকে—

ভাঁড়ু। পাপিষ্ঠা! সে কি! তুমি যে এই অসামান্য কাজ করেছ, তাতে তুমি শ্রেষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা, ব—রিষ্ঠা।

কালী। বিষ্ঠাই বটে—তবে আমি বিষ্ঠা, আর তুমি সেই বিষ্ঠার কীট।

ভাঁড়ু। কি বললি পাপিষ্ঠা।

কালী। এই—পাপিষ্ঠা বল—পাপিষ্ঠা বল।

ভাড়ু। যা—যা—খবর নিয়ে আয়।

কালী। আর খবর আনবার দরকার কি! তোমার কথাতেই

আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি সেই বালকের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছ। নিশ্চিত না হ'লে তুমি আমাকে টাকা দেব বলে, আবার না বলতে সাহস করতে না যাক্—টাকা আর চাই না তবে একটা কথা তোমাকে বলতেই হবে ঘোষককে হত্যা করতে তুমি বার বার কেবল আমাকেই নিযুক্ত করেছ আমিও দ্বিরুক্তি না ক'রে, তোমার হুকুম তামিল করতে চেষ্টা করেছি, শেষে সফল হয়েছি কিন্তু বালকের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ, কেন তার প্রতি তোমার এই মর্ম্মান্তিক ক্রোধ, তা আমি তোমাকে কখনও জিজ্ঞাসা করিনি, তুমিও বলনি

ভাঁড়ু। জানতে চাস্?

কালা চাই— ও বালক তোমার কে?

ভাঁড়ু কেউ নয়

কালা। কেউ নয় যদি, তবে তাকে যত্ন ক'রে ঘরেইবা আনলে কেন আর এনেই বা তাকে মেরে ফেলবার এত চেষ্টা করলে কেন?

ভাঁড়ু শুনবি কালা -শুনবি, তাহ'লে বোস্ তোকে শোনাব প্রথম প্রহরের গজল বেজে গেল আর সে আসছে না আমার সুকেবী কাপুরুন এতক্ষণ পরে নির্ভর হয়েছে এই বারে নিশ্চিন্ত হয়ে তোকে শোনাবো শোনাবার সময় এসেছে তেবে দিয়ে যেদিন আমি ছোঁড়াটাকে বনিয়ে আনি, সে আজ কত বৎসর হ'ল কালা?

কালা। আজ হ'লে বিশ বৎসর পূর্ণ হবে

ভাঁড়ু ঠিক- ঠিক—তাহ'লে বিশ বৎসর আগে ঠিক সন্ধ্যা বেলায় এনেছিলি না

কালা ভরা সন্ধ্যাবেলায়

ভাঁড়ু সেইদিন প্রাতঃকালে,আমি প্রাতঃস্নানটা সেরে, আহ্নিক করতে আসনটাতে বসতে যাচ্ছি, এমন সময় রাজার পুরোহিত আমাকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছিলেন আমি তাকে জিজ্ঞাসা

করলুম, "ঠাকুর! আজকে তিথি নক্ষত্রের যোগটা কেমন?" বুঝতেই ত পারছ কালী, টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করাই আমার ব্যবসা; কাজেই কোন কাজ করবার আগে দিনক্ষণটা জেনে নিতে হয়—বুঝেছিস্?

কালী খুব বুঝেছি! কোন দিনে কার সর্ব্বনাশের ভালরকম সুবিধা হয়, সেটা জানতে গেলে দিনক্ষণটা জানা দরকার বই কি; তারপর কি বল।

ভাঁড়। পুরোহিত বললে—"আজকে প্রভাতে এই নগরে যে বালক ভূমিষ্ঠ হয়েছে, ধরণীতে সে সবার বড় শ্রেষ্ঠী হবে।" শুনেই মনটা ছাঁত করে উঠলো। আমার স্ত্রী তখন পূর্ণগর্ভা। আমি তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে সংবাদ নিতে পাঠালুম—জানতে সে পুত্র প্রসব করেছে কি না। কেন না আমার বিশ্বাস ছিল, আমি যখন নগরের বড় শ্রেষ্ঠী, তখন আমার পুত্র ছাড়া আর কে সবার শ্রেষ্ঠী হ'তে পারে। কিন্তু জানলুম, আমার স্ত্রী তখনও প্রসব করেনি। তখন মনটায় ভয় হ'ল—তবেত নগরের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী আমার বংশধর নয়। এত বড় সহর, মনে করলুম কেউ না কেউ প্রভাতে জন্মেছে। তার অনুসন্ধান করতে আমি তোমাকে নিযুক্ত করেছিলুম। তুমি একটা হাজার মোহর খরচ ক'রে সন্ধ্যে বেলায় শিশুটাকে কিনে আনলে। কেমন স্মরণ হচ্চে কালী?

কালী বেশ! স্মরণ হবে না! সে কি ভোলবার ঘটনা। আমি বলে ছেলেটাকে খুঁজে বার করেছিলুম।

ভাঁড়। তা ঠিক—সে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব। প্রথমে মারবো বলে ছোঁড়াটাকে আনাইনি, মনে করেছিলুম, যদি আমার কন্যা হয়, তাহ'লে ছোঁড়াটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে ঘর জামাই ক'রে রাখব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলোনা। সাতদিন পরে, আমার স্ত্রী এক পুত্র সন্তান প্রসব করলে।

কালী। ও! এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারলুম ; একগর্ত্তে দুই সিংহ কদাচ বাস করতে পারে না।

ভাঁড়ু। এই তুই ঠিক বুঝেছিস।

কালী। ঘোষক বেঁচে থাকলে, তোমার ছেলে বড় শ্রেষ্ঠী হ'তে পারে না।

ভাঁড়ু। ঠিক বুঝেছিস, ঠিক বুঝেছিস। একজনকে দুনিয়া থেকে সরতেই হবে। কে সরবে কালী? আমার ছেলে, না ঘোষক?

কালী। তোমার ছেলে সরবে।

ভাঁড়ু। কি বললি হারামজাদী ; আমার ছেলে সরবে!

কালী। তোমার ছেলে সরবে—কেন সরবে তবে শোন।—যার ঘর থেকে এ ছেলেকে আমি এনেছিলুম, এ তার পুত্র নয়।

ভাঁড়ু। স্বর্ণকারের পুত্র নয়?

কালী। না শেঠজী, এই বালক আমারি মতন কোন অভাগিনী বারাঙ্গনার পুত্র।

ভাঁড়ু। তোকে কে বললে?

কালী। আমি বলছি, আজকে জেনে বলছি। ঘোষক মরেছে মনে ক'রে, পুরস্কারের লোভে মনে মনে উল্লাস করতে করতে আসছি এমন সময় পথে সেই স্বর্ণকারের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। আমি তাকে চিনতে পারিনি, কিন্তু সে চিনতে পারলে। দেখেই সে আমাকে সেই ছেলের খবর জিজ্ঞাসা করলে। আমি বেশ্যা, অসংখ্য রকমের ছলনা জানাই আমার কাজ। সে জিজ্ঞাসা করতে না করতে আমি চোখে জল এনে ফেললুম। আমার চোখের জল দেখেই সে বললে—"আমি বুঝেছি, আমার ছেলে মরে গেছে।" আমি বললুম—"আমার অঞ্চলের নিধি আজই আমার ঘর আঁধার ক'রে চলে গেছে।" এই কথা শুনেই সে দুঃখ না জানিয়ে হেসে উঠলো। আমি তাই দেখে

কিছু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—বিক্রীই না হয় করেছ, কিন্তু সন্তান ত বটে, তার মৃত্যু শুনে কেমন করে হাসলে! সে আরও জোরে হেসে উঠলো, বল্লে, "কার সন্তান? পথে পড়েছিল —সকালবেলায় পথে বেরিয়ে দেখি, পথের ধারে এক জায়গায় কতকগুলো কাক শকুনি একটা কি ঘেরে বসে আছে। কি জিনিষটে দেখতে গিয়ে দেখি একটা ছেলে—একটু আগেই বোধ হয় জন্মেছিল, তখনও নাড়ী কাঁচা রয়েছে। শকুনিতে খায় দেখে তাকে বাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। ও মরতেই এসেছিল। তবে তোমার কাছে কিছু পাওনা ছিল নিয়ে গেল, আমার কাছে কিছু দেনা ছিল দিয়ে গেল।" '

ভাঁড়়। হ্যাঁ—কি বলছিস?

কালী। ভেবে দেখ নরাধম, আর কোথাও কোন কুলবালার সর্ব্বনাশ করেছ কিনা, এ তোমার ছেলে কিনা!

ভাঁড়়। তাইত—তাইত—তাইত!

কালী। তারপর এই ছেলেকে কত রকমে মারবার চেষ্টা করেছি। তা তুমি সব জান। কেননা সে সমস্ত কাজ আমি তোমারই পরামর্শ মতে করেছি। গোয়াল বাড়ীর দোর দিয়ে যে সময় হাজার হাজার গরু বেরোয়, তখন তাদের পায়ের তলায় ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছি। ষাঁড়ে পেটের তলায় রেখে ছেলেকে রক্ষা করেছে, গাইগুলো ষাঁড়ের দু'পাশ দিয়ে চলে গেছে, ছেলে মরেনি। রাত্রির অন্ধকারে যে পথ দিয়ে হাজার হাজার গরুর গাড়ী যায়, সেই পথে শিশুকে নিক্ষেপ করেছি। গরু ছেলেকে দেখে চলতে চলতে দাঁড়িয়েছে। গাড়োয়ান কত মারলে এক পাও এগুলো না। আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। গাড়োয়ান তখন ছেলেকে দেখতে পেলে, তুলে নিলে—আবার তুমি হাজার মোহর দিয়ে তার

ঘর থেকে কিনে আনলে। তার পর সারা দিনরাত ভাগাড়ে ফেলে রাখলে; ছাগলে বাঁট মুখে দিয়ে দুধ খাওয়ালে, ছেলে ম'লনা; পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিলে, এক বাঁশের ঝাড়ের ওপর পড়ে গেল, ছেলে ম'লনা। ছেলেকে মারতে তোমার কত অর্থই না ব্যয় হয়েছে—ভাগাড় থেকে রাখালে ছেলেকে নিয়ে গেল, তুমি আবার অর্থ দিয়ে কিনে আনলে, বাঁশঝাড়ের তলা থেকে নলকারে ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে গেল, তুমি আবার তাকে কিনে আনলে। এখন বুঝতে পারছি, সে ছেলে তোমারই সর্ব্বস্ব নিতে জন্মগ্রহণ করেছে।

ভাঁড়ু। চোপরাও হারামজাদী! ফের বললে তোকে আমি এখনি মেরে ফেলব।

কালী। সে ছেলে মরেনি।

ভাঁড়ু। এবারে সে যমের মুখে ঢুকেছে।

কালী। যমের পেট চিরে সে বেরিয়ে আসবে।

ভাঁড়ু। ফের বললে, তোমাকেও তার সঙ্গে সঙ্গে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

কালী। যমের বাড়ী যাবে তোমার ছেলে নাড়ু, আর তুমি তার বাপ ভাঁড়ু, ভয় নেই ভাঁড়ু দত্ত, সে ছেলে মরবে না।

ভাঁড়ু। তবে রে বেটী ডাইনি! (কালীকে ধরিয়া ভূতলে পাতন) বল্ মরেছে—মরেছে—মরেছে—

কালী। মরেনি—মরেনি—মরেনি।

ভাঁড়ু। (গলদেশ পীড়ন) এখনো বল্ মরেছে।

কালী। (অতি কষ্টে উচ্চারণ) ম-রে-নি।

ভাঁড়ু। তবে তুমিও মর। (নেপথ্যে—বাবা-বাবা) য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—

কালী। আছে-আছে-আছে—(মূর্চ্ছা)

(কোষমুক্ত তরবারি হস্তে ঘোষকের প্রবেশ ভাঁড়ুদত্তের পলায়ন)

ঘোষক। তাইত! এই যে বাবার কথা শুনলুম—বাবা বাবা! (কালীকে দেখিয়া) একি ! কেও—মা! মা! তুমি! কে তোমার এমন অবস্থা করলে! মা মা! তাইত! কে এখানে আছে? বাবা, বাবা! কে আছে?—কি আশ্চর্য্য! এখানে কেউ নেই? (তরবারি ভূমিতে রক্ষা করিয়া) মা-মা!

(নাড়ুদত্তের প্রবেশ)

নাড়ু। কই মা! কই মা! দাদা দাদা! মা বললি কই মা? কোথায় মা?

ঘোষক। ভাই! এসেছ? তা'হলে দয়া করে আমার একটী উপকার কর।

নাড়ু। উপকার করবার আমার সময় নেই—আমার মাথা ঝিঝি করছে—আজ পেরমারায় কেবল হেরেছি—হারের ওপর হার—এমনটা আমার কোন দিন হয়নি—বিশ হাজার টাকা ফুস্‌মন্তরে উড়ে গেছে আমি এখন কারও উপকার করতে পারব না—আমার টাকা চাই। টাকা-টাকা—মা! মা!

ঘোষক। একবার একটু ধর, আমি মাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাই।

নাড়ু। মা! মা পড়ে! ওমা, তুই পড়ে?, বুড়ো বেটা তোকে মেরেছে বুঝি। আরে রাম রাম! এটা কে? এটা যে কালী ঝী। দুর, তুই কি, দাদা! তোর কি মর্য্যাদা বোধ নেই? এক বেটা দাসী —বেশ্যা—তাকে তুই মা বলছিস্!

ঘোষক। আমাদের বাবাই ত রেখেছে, তাকে মাই ত বলবো ভাই।

নাড়ু। বলগে যা—বলগে যা—তোর বুজরুকি বড় বেশি হয়েছে

না? ছ্যা—ছ্যা! বেশ্যা বেটিকে মা বলছে—তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ঘোষক। একটু সাহায্য কর, কোন দোষ হবে না ভাই, বরং পুণ্য হবে।

নাড়ু। চোপ্—আবার বললে বাবাকে ব'লে তোকে ঠেঙ্গানি খাওয়াব। (কালীর অঙ্গে পদ ঠেকাইয়া) এই হারামজাদী বেটী—ওঠ—

ঘোষক। হাঁ হাঁ করকি ভাই, করকি—মা গর্ভধারিনীর চেয়ে কোনও অংশে কম মনে করনা।

নাড়ু। থাম্ মুখ্খু, থাম্। 'ক' অক্ষর গোমাংস, ও আবার শাস্ত্র শোনাতে এসেছে। বেশ্যা আবার মা! ওঠ বেটী ওঠ।

কালী। উঠছি—আমি উঠছি।

নাড়ু। এই—ঠিক মন্তর না হ'লে কি ওঠে! মা—বেটী বাজারে বেশ্যা—তাকে মা বলে সম্বোধন হচ্ছে! যা বেটী কস্বি উঠে যা। হারামজাদী, ভিটকিলিমি করবার আর জায়গা পাওনি—হুঁ!

(প্রস্থান)

ঘোষক। মা! এখনও তুমি দুর্ব্বল—আমার কাঁধে ভর দাও

কালী। কে তুমি ঘোষক? তুমি আমাকে মা বলে ডাকছ!

ঘোষক। তুমি তমাই মা, তোমাকে আর কি বলে ডাকব।

কালী। হারামজাদী বেটী, কস্বি কে বললে?

ঘোষক। মা, সে ছেলে মানুষ, তার ওপর রাগ কর না।

কালী। না বাপ, বালক তুমি—বিজ্ঞ সে। সেই আমার গর্ভের সন্তান, তুমি নও। তুমি কোন দেবতার গর্ভে জন্মেছ। তুমি এ ঘৃণিতা বেশ্যাকে মা বলে পবিত্র 'মা' নামকে কলুষিত ক'র না। (উত্থান)

ঘোষক। উঠোনা মা, দেখছি তুমি বড় কাহিল, ছেলের কাঁধে ভর দাও।

কালী। না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ—খুব সবল।

(প্রস্থান)

ঘোষক। হ'ল না—একটু সঙ্গে সঙ্গে যেতে হ'ল।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর-কক্ষ।

মাগন্দী।

(হাস্য) সেই আমার বুদ্ধি নিতে হ'ল, যাকে মেরে ফেলতেই হবে না মারলে নিস্তার নেই, তাকে অত পুত পুত করে মারতে গেলে চল্‌বে কেন? আজ ভাগাড়ে, কাল খোয়াড়ে, পরশু পাহাড়ে—এতকাল কেবল বাজে চেষ্টা করে মরেছে। সেই আমি উপায় বলে দিলুম, তবে সংসার নিষ্কণ্টক হ'ল। সে রাণীর বাগান—রাণী, রাজকুমারী সেখানে নিত্য জলকেলি করে—অজানা মেয়েমানুষই সেখানে ঢুকতে পারে না—কচিছেলে ঢুকলে তারই গর্দ্দান যায়, সেখানে ঢুকেছে বিশ বছুরে ছোঁড়া! সে যেমন গেছে অমনি তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। বাঁচলে কি রক্ষে ছিল,—এই প্রকাণ্ড বিষয়ের অর্দ্ধেক বকরা পেত। সোণারের ছেলে এতদিনে হাতুড়ি পিটে পিটে পাকতাড়ি মেরে যেত। তা না হয়ে, একেবারে হ'ল কিনা ক্রোড়পতির সন্তান। এই যে ভোগ করেছে, এই তার পক্ষে যথেষ্ট। আমার নাড়ুকে হতভাগাটা যখন নাম ধরে ডাকতো, তখন গায়ে যেন বিষ ঢেলে দিত। যাক্, এতদিন পরে ঘুমিয়ে বাঁচবো।

(ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। গিন্নী—গিন্নী আমাকে বাঁচাও!

মাগন্দী। কি হয়েছে! কি হয়েছেগো! অমন করছ কেন?

ভাঁড়ু। বাঁচাও, আমাকে কাটতে আসছে।

মাগন্দী। কেগো?

ভাঁড়ু। ওই শব্দ হ'ল, ওই এলো! বাঁচাও, মাগন্দী বাঁচাও, তুমি ভিন্ন আজ আমাকে কেউ রক্ষে কর্‌তে পারবে না।

মাগন্দী। ও ঝী-ঝী! শিগ্‌গির আমার মহলের দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়। [নেপথ্যে—যাচ্ছি মা!] তারপর একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি ব্যাপারখানা কি?

ভাঁড়ু। ওই এলো, একমাত্র তোমাকেই সে ভক্তি করে। তুমি না বল্লে আমি গেলুম। ওই ওই ল্যাঙ্গা তলোয়ার অন্ধকারেও চকচক করছে। কোথায় লুকুবো, শিগ্‌গির বল কোথায় লুকুবো নইলে গেলুম।

মাগন্দী। যাও, ওই ঘরের ভেতর যাও। (ভাঁড়ুর প্রস্থান) আমি এখনও কিছু ব্যাপার বুঝতে পারছি না। (ঝীর প্রবেশ) দরজা দিয়ে এলি?

ঝী। না মা, দেওয়া হল' না। দিতে গিয়ে দেখি ছোট কুমার বাড়ীর ভিতরে আসছেন। দরজা দিতে দেখে তিনি আমাকে মারতে এলেন।

মাগন্দী। তার হাতে কিছু আছে কি লক্ষ্য কর্‌লি?

ঝী। ক'ই তা বোধ হয় কিছু নেই। না মা আমি বলতে পারলুম না, আমি ভাল ক'রে দেখিনি। তিনি টলতে টলতে আস-ছিলেন। তার মুখে কি একটা গন্ধ বেরুচ্ছিল।

মা। আচ্ছা চলে যা। (ঝীর প্রস্থান) আমার নাড়ু অস্ত্র নিয়ে

কর্ত্তাকে কাটতে এসেছে ? ক'দিন ধ'রে সে একটু একটু সঞ্জীবনী খাচ্ছে বটে। বলে পেটে কিছু ক্ষিধে কম হয় ব'লে কবিরাজে ব্যবস্থা করেছে। তাতেকি সে এতই বেহেড হবে যে, কর্ত্তাকে তলোয়ার দিয়ে কাটতে আসবে ! (নাড়ু দত্তের প্রবেশ) কই, হাতেত কোন অস্ত্র নেই। যোবকের কি হ'ল না হ'ল ভাবতে ভাবতে কর্ত্তার মাথাটা গুলিয়ে গেছে। তাই কি দেখতে কি দেখেছে। কেও নাড়ু ?

নাড়ু। বস্, মায়ের আওয়াজ বেরিয়েছে। হাঁ-হাঁ—আপাততঃ নাড়ু তার পর হাতে একটা তোড়া মোহর দিলেই হব নাড়ুগোপাল।

মা। একি নাড়ু, একিবাবা, তুই কি সঞ্জীবনী আজ একটু বেশি খেয়েছিস্ ?

নাড়ু। বেশি না খেলে কি আজ জীবন থাকতো ! শালার মুচুকুন্দ একটা ফিবরু দানের তাড়া দিয়ে আমাকে ফেকো করেছে। আমার হাতে কাতুর এসেও আমি হেরে গেছি। একেবারে বিশ হাজার টাকা ! একটু বেশি না খেলে কি রক্ষে ছিল শিগ্‌গির দে, বেশি চাই না হাজার খানেকের একটা তোড়া।

মা। তুই জুয়াখেলে এমনি ক'রে টাকাগুলো বর্‌বাদ্ করবি ?

নাড়ু। বর্‌বাদ্ ! বর্‌বাদ্ করব আমি !

মা। এই ত কদিনে লাখটাকা নষ্ট ক'রে ফেললি।

নাড়ু। এখনি সুদ শুদ্ধু ফিরিয়ে আনছি, শিগ্‌গির দে। বেশি নয়, একটা হাজার মোহরের তোড়া। আমি একটি ক্রুস মেরে সেই সব টাকা মায় সুদ ফিরিয়ে আনছি।

মা। যা বাবা ! শু'গে যা। রাত্তির হয়েছে আর বাইরে বেরোয় না।

নাড়ু। কি বললি, শালা আমার বিশ হাজার টাকা থাপ্পা মেরে নিলে, আমি শুয়ে থাকব !

মা। যাক্, ও দু' পাঁচ হাজার যাওয়ায় কিছু এসে যায় না। চল্ তোকে তোর ঘরে দিয়ে আসি।

নাড়ু। না নাঃ! ঘরে দিতে হবে না, তুই টাকা দে।

মা। দোহাই বাবা, আর পাগলামি করিসনি।

নাড়ু। টাকা দিবিনি?

মা। তোর দাদা কোথায় গেছে, বল্‌তে পারিস্?

নাড়ু। সে চুলোয় গেছে টাকা দে।

মা। ছি! ওকথা কি আর বল্‌তে আছে!

নাড়ু। আচ্ছা আর বলব না, টাকা দে

মা। টাকা আর এক আধটা তোড়া কেন। আজ রাত্তিরটে কোন রকমে কাটিয়ে দে, কাল তোর হাতে একেবারে কর্ত্তার সমস্ত ধনাগারের চাবি দিয়ে দেব।

নাড়ু। আর লোভ দেখাতে হবে না। বাবা তেমনি কাঁচা ছেলে কি না

মা। আমি বল্‌ছি, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

নাড়ু। ও সব বাজে কথা রাখ্ টাকা দে। দিবিনি? দিবিনি? তবে এই গলায় দড়ী দিয়ে মরি। (রুমাল গলদেশে টান)।

মা। করিস্ কি নাড়ু? কর্ত্তা জানতে পারলে কি মনে করবে বল্ দেখি।

নাড়ু। এই মলুম, এই জিব বেরুচ্ছে, এই কথা এড়িয়ে আসছে।

মা। দোহাই বাবা, দোহাই বাবা, ও রকম করিসনি।

নাড়ু। এই উঁউঁ, এই গোঁ গোঁ, এই চোক কপালে উঠল

মা। না, দেখছি আমি শত্তুর পেটে ধরেছি আমাকে হাড়েনাড়ে জ্বালিয়ে খেলে। নে দাঁড়া এই যা দেব. আর দেবনা, আর তুই খুন হ'লেও দেবনা। (প্রস্থান)।

নাড়। আর দিতে হবে না, এবারে একেবারে ফুরুস দান মেরে দেব। লাখ টাকা ঘরে ফিরিয়ে আনব তবে ছাড়ব।

(মাগন্দীর পুনঃ প্রবেশ)

মা। এই নে কিন্তু আর চাইলে পাবে না (টাকার তোড়া দান)।

নাড়ু। দেখা যাবে, দেখা যাবে (প্রস্থান)।

মা। যাবি আর চলে আসবি

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

কিগো! আমার ছেলে কি তোমাকে কাটতে এসেছিল?

ভাঁড়ু। তাইত গিন্নী, আমি কি ভুল দেখলুম?

মা। শুধু হাতে, ছেলেমানুষ আমার কত তপস্যার নাড়ু, তাকে দেখে কিনা তুমি ভয় পেয়ে পালিয়ে এলে! ছি! তোমাকে আর কি বলব!

ভাঁড়ু। তাইত! এত আশ্চর্য্য! মগজ খারাপ হয়েছিল দেখছি।

মা। হয়েছিল কি আজ! ও বরাবর হয়ে আছে। তা না হলে, কোথা থেকে একটা নীচের ঘর থেকে ছেলে এনে, আমার সংসার-টাতে আগুন লাগাতে বসেছিলে!

ভাঁড়ু। নাড়ু গেল কোথায়?

মা। তোমার জন্যে তাকে চলে যেতে বললুম। বাছা আমার সমস্ত দিনের পর কোথায় একটু মায়ের আদর পেতে এল—তোমার জন্য কিনা, তাকে আমি মিষ্টি কথা কইতে পেলুম না! কড়া কথায় 'চলে যা' বলতে হ'ল!

ভাঁড়ু। তাইত, সত্যি সত্যিই কি আমি ভুল দেখলুম!

মা। তা দেখ আর আশ্চর্য্য কি! মাথাটা গোলমাল হয়ে রয়েছে কিনা!

ভাড়ু। সত্য বলছি মাগন্দি আমার মনে হ'ল, যেন ঘোষক, হাতে একটা ল্যাঙ্গা তলোয়ার! অন্ধকারেও সেটা চকচক করছে!

মা। তাও হ'তে পারে-অপঘাতক মৃত্যুত! হয়ত ছোঁড়াটা মরে ভূত হ'য়েছে।

ভাঁড়ু। ভূতত হল, কিন্তু তলোয়ার পেলে কোথা?

মা। কোথায় পেলে, কেমন ক'রে পেলে, অত ভাববার কি! নাও কাল থেকে নাড়ুকে গদিতে নিয়ে বস—একটু আধটু কাজ শেখাও—বিয়ে দাও আর তার টো টো করে বেড়ালে ত চলবে না।

ভাঁড়ু। কাজও শেখাব—বিয়েও দেব। কিন্তু কেমন করে বিয়ে দেব। বিয়ে দিতে হলে আগে সেই ছোঁড়াটার দিতে হত। দিলে দুই এক বৎসরের মধ্যে তার সন্তান হত। এত চেষ্টা করেও এতকাল ধরে যখন একটাকে সরাতে পারিনি, তখন বংশ কেমন করে সরাতুম মাগন্দী। শাস্ত্রমতে সেই বংশধরও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। ছোঁড়াটার মৃত্যু হলে, তার পুত্র তোমার ছেলের কাছথেকে বিষয়ের অর্দ্ধেক বার করে নিত। সেই সর্ব্বনেশে শত্রুটোর জন্যে যে কিছু করতে পারিনি। লোকের কাছে বলে গ্রহণ করে ছিলুম, না বলবার যো ছিল না। এমন বিপদে পড়েছিলুম মাগন্দী যে, কাছে রেখে জ্বলে মরেছি, তবু চোখের আড়াল করতে সাহস করিনি। যাক্, যখন সে মরেছে, তখন সকল আপদ চুকে গেছে।

মা। দুই এক মাসের মধ্যে মেরে না ফেললে—

ভাঁড়ু। দুই এক মাস কি বলছ! দুই একদিন; চারিদিক থেকে আত্মীয় বন্ধুতে পীড়াপীড়ি করছে, আর বিয়ে না দিয়ে থাকতে পারতুম না।

মা। যাক্, এইবারে নাড়ুর বিয়ের সম্বন্ধ কর।

ভাঁড়ু। তারও কি ব্যবস্থা করিনি। আমার মামাকে রাজা

জনপদের শ্রেষ্ঠী করে পাঠিয়েছেন। সে দেশে এমন এক একটা মেয়ে আছে যে, তার রূপের তুলনা নেই। আমি মামাকে সেই রকম একটা মেয়ের জোগাড় করে রাখতে বলেছি। বলেছি যত টাকা লাগে, লাখ, দুলাখ, দশ লাখ ক্রোর যত টাকা লাগে একটা সুন্দরীর সুন্দরী কিনে রাখতে, বল কি, আমার নাড়ুধনের বউ। আমার একদণ্ডে দুলাখ টাকা আয়। বলেছি. "যেমন পাবে. অমনি আমাকে চুপি চুপি খবর দেবে।" এখন তোমার হাত যশ। ছোঁড়ার মরণটা পাকা হয়ে গেলেই—

মা। ছোঁড়া ছোঁড়া আর কর না—সে এতক্ষণ চিত্রগুপ্তের কাছে হিসেব দিচ্ছে। তুমি কালই জোর তাগাদা করে মামার কাছে লোক পাঠিয়ে দাও। ছোঁড়া না মরে তার দায়ী আমি।

ভাঁড়ু। না—না—আমি নই—আমি নই। (পলায়ন)

মা। কি হ'ল! আবার কি হ'ল? সত্যিইত! এলোইত বটে! ও বাবা, হাতে সত্য সত্যই যে তলোয়ার কাটবে নাকি—কাটবে নাকি? (পলায়ন)

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। যেয়োনা মা যেয়োনা—আমাকে বোধ হয় চিনিতে পার নি, আমি ঘোষক তোমার ছেলে। এ কি রকম হ'ল! আমাকে দেখিয়ে মা পালিয়ে গেল? আমাকে কি চিনিতে পারলে না! আমার হাতে তলোয়ার দেখেই কি মা পালালো! (ঝীর প্রবেশ) হাঁ দাসী, মা আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন কেন?

ঝী। তোমার হাতে তলোয়ার কেন—বড় কুমার?

ঘো। ধিক্ আমাকে ধিক্ আমাকে—আমার মা হাতে অস্ত্র দেখে আমাকে খুনে মনে ক'রে পালিয়ে গেল দাসী. এই অস্ত্র আমি রাজার

কাছে উপহার পেয়েছি। এ অমূল্য অসি ; আমি এ অসি নেবার যোগ্য নই ব'লে, বাবাকে দিতে আসছিলুম। এই নাও, তুমি হাতে করে মাকে দেও, অথবা বাবা থাকেন তাকে দেও। (স্ত্রীকে অস্ত্রদান স্ত্রীর প্রস্থান) তাইত এমনটা কেন হ'ল! মা আমাকে খুনে মনে করলেন্! (আয়নাতে মুখ দেখিয়া) তাইত, ভয় করবার যে যথেষ্ট কারণ দেখতে পাচ্ছি—একদিনের কয়েদে, এক দিনের নিরম্বু উপবাসে চেহারাখানা আমার কি কর্কশই না হয়েছে! এ মূর্ত্তি দেখে আমিই ভয় পাচ্ছি, স্ত্রীলোকে ভয় পাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

(তরবারি হস্তে মাগন্দীর প্রবেশ)

মা! আমি বড়ই অপরাধ করেছি তুমি যে ভয় পাবে তাতো বুঝতে পারিনি।

মাগন্দী। কিছু অপরাধ করনি বাপ্। আধা অন্ধকার তার ওপোর সারাদিন তোমার অদর্শনে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে এতই কাতর হয়ে পড়েছিলুম যে, আমাদের বাহ্যজ্ঞান ছিল না, চোখের জল কোনও মতে রোধ করতে পারছিলুম না, তাইতে একরূপ অন্ধ হয়েছিলুম। শত্রু আসছে মনে করে, ভয়ে পালিয়ে গেছি, কিছু মনে কর না। তোমার অপরাধ কিছু হয় নি, অপরাধ আমারই হয়েছে।

ঘো। ও কথা মুখেও এনো না মা।

মা। বার'বার আনব, ছি! আমি করলুম কি! যে পুত্রকে দেখবার জন্য স্বামীস্ত্রীতে এতক্ষণ পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, সেই পুত্রকে দেখে শত্রু মনে করে কিনা পালিয়ে গেলুম। আমার অঞ্চলের নিধি সারাদিন আমার চোখের অন্তরালে রয়েছে, আমার

এতই মৃত্যু ভয়! ছি ছি! পালাবার সময় আমি মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে মলুম না কেন?

ঘো। দোহাই মা ও কথা ছেড়ে দাও—বাবা কেমন আছে?

(ভাঁড়্‌দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়্‌। এসেছে—এসেছে! আমার নয়নমণি আমি দেখতে পাচ্ছি না—তোরা শিগ্‌গির বল্‌—এসেছে?

মা। বাছা এসেছে।

ভাঁড়্‌। কই কই?

ঘো। বাবা আমি বড়ই বিপদে পড়েছিলুম। আজ যে ফিরে এসে আপনাদের চরণ দর্শন করব, এ আশা আমার ছিলনা।

ভাঁড়্‌। য়্যাঁ! তাইত! কি করেছিলুম।

ঘো। শুধু আপনাদের আশীর্ব্বাদেই আমি প্রাণে বেঁচেছি। যে অস্ত্র আমাকে কাটবার জন্য আনা হয়েছিল, সেই অস্ত্র উপহার পেয়েছি।

ভাঁড়্‌। কি করেছিলুম—কি করেছিলুম—আমার বাপধনকে আমিই মেরে ফেলেছিলুম। কই অস্ত্র? এই অস্ত্র! (মাগন্দীর হাত হইতে গ্রহণ) দে আমার হাতে দে, আমি এই অস্ত্র গলায় দিয়ে মরি!

মা। কি কর? (অস্ত্র পুনর্গ্রহণ)

ভাঁড়্‌। তুচ্ছ সোমলতার জন্যে আমি ছেলে মেরে ফেলেছিলুম। দে—দে—তুই আমার গলায় দে—পাপ হবে না—পাপ হবেনা, দে মাগন্দী গলায় এক কোপ বসিয়ে দে

মা। পাগলামী করো না। বাবা! কিছু খাওনি! ওই দেখ ছেলে এখনও জল গণ্ডুষ মুখে দেয়নি। এদিকে পাগলামী কর, আর ওদিকে

ছেলে না খেয়ে মারা যাক্। নাও তলোয়ার খানা ধর, ছেলে তোমার জন্য নিয়ে এসেছে! চল বাপ্—মুখে জল দেবে চল।

ঘো। ও তলোয়ার ছুলেই তোমার সব রোগ সেরে যাবে। তবে সাবধানে হাতে করবে, অত্যন্ত ধার; খোলা তলোয়ার পেয়েছি, ওর খাপ পাই নি।

মা। ওর উপযুক্ত একটা খাপ তইরি করে ব্যবহার কর, ঘোষক এনেছে উপহার, বুঝলে? এখন পাগলামী না করে ব্যবহার কর—ব্যবহার কর।

ভাঁড়ু। আচ্ছা মাগন্দী, দাও—ব্যবহার করব—এর ঠিক যোগ্য ব্যবহার করব।

(মাগন্দী ও ঘোষকের প্রস্থান)

প্রাইভ, বেটা করলে কি! কালীবেটি যা যা বলেছে সব ঠিক। তার একটা বর্ণও মিথ্যে নয়। ঠিক সে ছোঁড়াটাকে বাগানের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেখানে সে স্বয়ং রাজারই নজরে পড়েছিল বুঝতে পারছি। এত রাজারই হাতের তলোয়ার, আমি অনেকবার এ অস্ত্র দেখেছি। বেটা রাজার সুমুখে পড়েও বেঁচে এলো! রাজা ছোঁড়াটাকে কাটতে গিয়ে কিনা অস্ত্রটা শেষে উপহার দিয়ে দিলে! কি ক'রে বাঁচলো—কি ক'রে বাঁচলো? মরণকালে ভয় পেয়ে ঘোষক কি নিজের পরিচয় দিয়ে দিলে! আমার কি নাম করলে! আমার নাম করলেই ত মহাবিপদ! ছোঁড়াটার শাস্তি কি আমার জন্যে রাজা তুলে রাখলে নাকি! ও বাবা! তা হ'লেই ত আমার ভুমতাড়াকি হয়ে গেল! না, তা নয়, বলেনি। বললে এতক্ষণ আর আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত না, পথ না রেখে আমি যদিও কোন কাজ করিনি, তবু সামলাতে অনেক বেগ পেতে হ'ত। তা যাহ'ক, এ অস্ত্র নিয়ে আমি করব কি? এ অস্ত্র ত আমি ব্যবহার

করতে পারব না! এ অস্ত্র কোনও দিন রাজার চোখে পড়লেই সকল বিষে বেরিয়ে পড়বে। তার ওপর ও তরোয়ালের উপযুক্ত খাপ চাই। তা করতে গেলেও অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা খরচ। কিন্তু আজ রাজার অস্ত্র আমার হাতে এসেছে। ঘোষকের গলা কেটে ফেলতে রাজা এই অস্ত্র তুলেছিল। গলার কাছথেকে রক্তখাবার মুখে এই অস্ত্র ফিরে এসেছে। সেই রক্তমুখী অস্ত্র আমার হাতে। লক্ লক্ জিব বার করে যেন এ আমাকে বলছে, "আমার বড় পিপাসা, একটু রক্ত আমাকে খেতে দে। রাজা দিলে না, তুই দে।" অন্য রকমে মারবার যত উপায় করা গেল, সব বৃথা হ'ল—আর ত রকমফের চলে না। ছোঁড়ার বিবাহের সময় উত্‌রে যাচ্ছে; আত্মীয়স্বজনে সকলে একবাক্যে তার বিবাহ দেবার জন্য পেড়াপীড়ি করছে; একের বোঝা বইতেই মরমর হয়েছি, শেষে এই ছোঁড়ার বংশের বোঝা বইব? আমার নিজের পুত্র থাকতে এক বেটা কোথাকার কে, তার পাল এসে আমার সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে? আর ত রকমফের চলে না! রক্তমুখী তলোয়ার রক্ত খেতে গিয়ে ফিরে এসেছে, পিপাসা মেটেনি, তাই আমার আশ্রয় নিয়েছে। (মাগন্দীকে দেখিয়া) কি-কি চলে এলে যে?

(মাগন্দীর প্রবেশ)

মা। তুমি একটু অসুস্থ হয়েছ, এই কথা বুঝিয়ে, দাসীদের ওপর পরিচর্য্যার ভার দিয়ে চলে এসেছি।

ভাঁড়ু। তারপর?

মা। কতবার বলব? অস্ত্র পেয়েছ, বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার কর। আর দেরি করলে পারবে না। আর ওরকম বাইরে বাইরে উপায় করলেও চলবে না।

ভাঁড়ু। তারপর, রাজা?

মা। রাজা রাজা করেই তুমি ভয়ে ম'লে। সে ভয় তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি কাজ শেষ করে দাও, পরের কাজ আমি করব। তুই একজন ঘরের লোক ছাড়া, বাইরের চাকরবাকরদের সকলেই জেনেছে, ঘোষক বেরিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি। এই সময় গেলে আর পাবে না। আজ—আজ—আজ।

ভাঁড়ু। বুঝতে পারছ না, যদি ছোঁড়া রাজার কাছে পরিচয় দিয়ে থাকে ?

মা। দেয়নি।

ভাঁড়ু। দেয়নি ?

মা। না, সে আমি জেনে নিয়েছি। দেয়নি,—কিন্তু দিতে বিলম্ব নেই। দিলে আর পারবে না।

ভাঁড়ু। সাহস দাও মাগন্দী—সাহস দাও।

মা। খুব সাহস দিচ্ছি। সমস্ত দিনের উপবাস, পরিশ্রম আর ভয়, আহার ক'রে যেমন সে শোবে, অমনি অগাধে ঘুমুবে। তার পর যা করবার আমি করব, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

ভাঁড়ু। তাই বল, নিশ্চিন্ত কর মাগন্দী, আমাকে নিশ্চিন্ত কর

(ভাঁড়ুদত্তের প্রস্থান)।

মা। না, ও বুড়োর ওপর নির্ভর ক'রে, কোন কাজ হয়নি, কোন কাজ হবেও না। নিজেরই কাজে হাত দিতে হ'ল। ধরব মাছ না ছোঁব পানি, এ রকম ক'রে কার্য্যোদ্ধার করা যায় না। কে—কোথাকার কে বাঁদীর বাচ্ছা, কোথাথেকে নিয়ে এলো, নাড়ুর জুতো মাথায় করবার যোগ্য নয়, সে হ'ল কিনা তার সম্পত্তির অর্দ্ধেকের ওপরের বখরাদার! না, এসপার কি ওসপার—এ আর আমার সহ্য হবে না। আজ—আজ—আজ। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

ভিতরে দ্বার-অভ্যন্তরে পালঙ্ক দৃষ্ট হইতেছে।

নাড়ু দত্ত।

নাড়ু। (টলিতে টলিতে) যা শালা যা! আজ কেবল হার, বাবা, কেবল হার! মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল! বিশ হাজার টাকা একবারে দেখতে দেখতে উড়ে গেল! আবার এক তোড়া মোহর নিয়ে গেলুম, তাও কিনা ফুস্! ফুস ক'রে উড়ে গেল! একটা দানও জিত্তে পারলুম না! একটা জিতলেও আপ্‌শোষ যেত। যাক্, নে শালারা, নে, কত নিবি নে। ভাঁড়ুদত্তের টাকা, নাড়ুদত্তকে ফাঁকি দিয়ে নিয়েছ। হজম হবেনারে শালারা—হজম হবে না। আর পা চলছে না, মাথাটা বেজায় ঘুরছে। মনের দুঃখে মাত্রাটা কিছু বেশি হয়ে গেছে। আর যাওয়া হ'ল না। বাবা ঘর! একবার এগিয়ে এসত! রোজ রোজ তোমার কাছে যাব, একদিন তুমি আমার কাছে আসবে না? এ কি অন্যায় বাবা! কি রকম ভদ্দরলোক তুমি? আমি তোমাকে রোজ খাতির করব, তুমি একটা দিন খাতির করবে না! এগিয়ে এস চাঁদ, এগিয়ে এস। হাঁ! এই যে এসেছ বাবা ঘর! তুমি ভদ্দর লোক বটে। কিন্তু বাপধন, যদিই এলে ত এমন কাটখোট্রার মতন এলে কেন? একটু নরম হয়ে আসতে হয়! শয্যায় হস্ত দিয়া) ইয়া! এই যে নরম হয়েও এসেছ! বস্, র'স্ শালা মুচকুন্দ, কাল আমি তোকে একবার দেখে নেব। ছত্রিশটী হাজার টাকা ফুস্ মন্তরে উড়িয়ে নিয়েছ। দেখব শালা, তোমার কত টাকা। ইয়া! (শয্যায় শয়ন)

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘোষক। শরীর বড়ই ক্লান্ত হয়েছে, যতক্ষণ কিছু খাইনি, ততক্ষণ বেশ ছিলুম; খেয়ে আর দাঁড়াতে পারছি না। আজ আর ঘরে আলোটালো কিছু নেই। আমিই কোথায় ছিলুম, তা আর ঘরে আলো দেবে কার জন্যে। যাক্, ঘরের কোথায় কি আছে, তাতো আমার অজানা নেই—একটু হাত্ড়ে নিলেই বিছানা খুঁজে পাব। অন্বেষণ) বাপমায়ের প্রাণে সন্তানের জন্য যে কত মমতা তা আজ খুব বুঝতে পারলুম। একদিন চোকের আড়াল হয়েছি. তাইতে কিনা বাবা একেবারে পাগলের মতন হয়েছেন। নিজের গলাতেই অস্ত্র বসাতে যান। যাক্, সবদিক রক্ষে হয়েচে, এই আমার ভাগ্য। (শয্যায় হস্ত দিয়া) একি! আমার ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে আছে কে? কে তুমি?

নাড়ু। চোপ্—পালাতে দিচ্ছিনি বাবা!

ঘোষক। তাইত কে এ?

নাড়ু। আমি ভাঁড়ুদত্তের বেটা নাড়ুদত্ত। তুমি যে আমার টাকা খেয়ে হজম করবে, সেটি হতে দিচ্ছি না।

ঘোষক। একি, নাড়ু? নাড়ু আমার ঘরে!

নাড়ু। ধর লাখ টাকা। মুচুকুন্দ মাকুন্দ! পাছে—বাবা পাছে, আমি মাউ, তুই গাড্ডিল।

ঘোষক। একি ভাই, তুমি এখানে কেন?

নাড়ু। কেন! ভয় পেয়েছ নাকি বাবা! লাখ টাকা—লাখ টাকা গলায় ধরলুম, এস ধন, এস কাগজ দাও, দূর শালার তেরেস্তা—

ঘোষক। নাড়ুইত বটে! মুখে মদের গন্ধ ভরভর করে বেরুচ্ছে। তাইত! ভাইটে উচ্ছন্ন গেল দেখছি যে! নাড়ু!

নাড়ু। এবারে আর নাড়ু নয়, ভাঁড়ু। এবারে ভাঁড়ু সন্দেশের

পাক জমিয়ে দিতে এসেছে। আমি মাউ, তুমি গাড্ডিল। আর যাবে কোথা চাঁদ। এবারে হাতে ফুরুস আর মাছ কাতুরে চলছে না, এস বাবা ফুরুস—ফুরুস।

ঘোষক। ভাই নিজের ঘরে গিয়ে শোও।

নাড়ু। ঘরে যাবে কি—ঘর এগিয়ে এসেছে। চোপ শালা গাড্‌ডিল—আমার হাতে ফুরুস হয়েছে। সব টাকা লুটিয়ে নেব। শালা পঁয়ত্রিশ হাজার ফাঁকি দিয়েছিস, মনে নেই—ফুরুস।

ঘোষ। যাক্, কাজ নেই বাপু ঘেঁটিয়ে, আকথা কুকথা শুন্‌তে হবে। শরীরে আর বইছে না—আমি ওরই ঘরে গিয়ে শুইগে।

নাড়ু। কি বাইজী চুপ করলে কেন—গান ধর।

ঘোষ। তাইত! বাবা মা দেখলে না, ভাইটে যে একেবারে উচ্ছন্ন গেল!

নাড়ু। কোরস্তা, অতি কোরস্তা, ধিন কোরস্তা, কাতুর মাছ, পেরমারা ফুরুস—যাও—যাও—যাও। (নাসিকাধ্বনি)

ঘোষ। একেবারে নেশায় চুরচুরে। (নাড়ুকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান।)

(তরবারিহস্তে ভাঁড়ু দত্ত ও মাগন্দীর প্রবেশ)

মাগন্দী। ভয় কি, এগিয়ে যাও—অঘোর নিদ্রা, আর দেরী ক'র না, এই ঠিক সময় (দ্বার খুলিয়া) ওই, ঠিক ওইখানে—নাক ডাকছে, আস্তে—আস্তে।

ভাঁড়ু। আমার হাত কাঁপছে—আমার গা কাঁপছে—যদি কোপটা ফস্‌কে যায়!

মাগন্দী। দুর্ মিন্‌সে, কেবল বাক্যি—দে অস্ত্র আমার হাতে। দে—দে—

ভাঁড়ু। নাও—নাও আমি পারছি না—আমি কেমন হতভম্ব হ'য়ে যাচ্ছি।

মাগন্দী। দাও—দাও, দেরী করনা—জেগে উঠলে আর হবেনা। (অস্ত্র গ্রহণ)

ভাঁড়ু। ধন্য তুমি—ধন্য তুমি, তুমি আমারই যোগ্য স্ত্রী—

মাগন্দী। চুপ্—গোল ক'রনা

ভাঁড়ু। মাগন্দী—মাগন্দী, মাগু! নিশ্চিন্ত কর--নিশ্চিন্ত কর

মাগন্দী। গোল ক'রনা—গোল ক'রনা।

(উভয়ের দ্বার উন্মোচন করিয়া প্রবেশ ও দ্বারবদ্ধ।)

নেপথ্যে। ও! ও! ও!—

(কালীর প্রবেশ

কালী। কি রকমটা হ'ল! খুস্-খুস্-খুস্-খুস্—কারা যেন চলা-ফেরা করছে; এইমাত্র একটা কি যেন গোঁয়ানির মত শুন্‌তে পেলুম। পিশাচটা ছেলেটাকে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা করেছে নাকি? ওরা পিশাচ পিশাচী যতক্ষণ ঘোষককে না মারতে পারবে, ততক্ষণ ঘুমুবে না! তাই ফিস্ ফিস্। কারা যেন কোন একটা দুরূহ কাজ করবার পরামর্শ করছে। এ আমার ছেলের ঘর নয়! ওই ঘর থেকে কারা বেরিয়ে যাচ্ছে না! দু'জন ত দেখছি—একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রী। অঃ সর্ব্বনাশ! ওযে ভাঁড়ু বুড়ো—সঙ্গে কে?—শেঠানী মাগন্দী? ছেলে-টাকে খুন করলে নাকি? য়্যাঁ! যে রাত্রে ছেলে পেলুম সেই রাত্রেই হারালুম! না—কখন না—কখন না! হতেই পারে না—হতেই পারে না—কে তুমি অভাগা, আমি একবার দেখব। গরুর পায়ে মরো নি, পাহাড় থেকে পড়ে মরো নি—রাজার বাগান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছ—তুমি এত শিগ্‌গির যাবে! না—না! হতেই পারে না—তাহ'লে কে তুমি অভাগা আমি একবার দেখব। (গৃহমধ্যে প্রবেশ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অন্তঃপুর কক্ষ।

ভাঁড়ু দত্ত।

ভাঁড়ু। বা! মাগন্দী বা! আমি যা আজ বিশবৎসর ধরে করতে পারলুম না, তুই একদিনে তাই করলি! কি করলি মাগন্দী কি করলি! কোথাকার কে, কার বেটা, আমার এই সম্পত্তির মালিক হ'তে দুনিয়ায় এসেছিল! আমাকে বিধাতার সঙ্গে এতকাল লড়াই করতে হয়েছে। বাবা! কি লড়াই—কি লড়াই? অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়েও এতদিন কেবল বিষের জ্বালা বুকে ক'রে আমি দিন কাটিয়েছি। আজ আমার নাড়ু, আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'ল। বস্—বস্! দূর শালার বুক! তবু ধড়ফড় করছ? (প্রহার) এই যা। চুপ চুপ—আবার কি! এতক্ষণে থোড়কুচি হয়ে গেল—আর বিধাতার বাবাও তাঁকে বাচাতে পরবে না। আবার ধড়ফড় কেন? চুপ চুপ, তবুরে শালা—চুপ।

(মাগন্দীর প্রবেশ)

চুকে গেল—চুকে গেল—চুকে গেল?

মা। চুকেছে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ইস্! এখনও রক্ত—এখনও রক্ত!

ভাঁড়ু। তাইত, হাতের তেলোয় এখনও রক্ত!

মা। হাজারবার ধুলুম, তবু এ রক্তের দাগ গেল না! তাইত শেঠ. একি বিষম রক্ত! এ দাগ কি যাবে না? হাঁ শেঠ! এ দাগ কি যাবে না?

ভাঁড়ু। যাবে! ঠিক যাবে—মাগন্দী! ওর বাবা যাবে!

মা। কই গেল? শেঠ! এই যে রগড়াচ্ছি—তবু, তবু—এইদেখ, তবু গেল না!

ভাঁড়ু। যাবে, মাগন্দী যাবে—রগড়ালে যাবেনা। আমার অন্নে রক্ত বিশ বৎসর খাইয়েছি, জোঁকের রক্তে ও রক্ত তইরি হয়েছে। বিশ বৎসর! ও গাঢ় রক্ত রগড়ালে যাবেনা। তুলে নেব—জিব দিয়ে চেটে তুলে নেব—ভয় কি! এ জিব দিয়ে চেটে হাতীর চামরা তুলে নিয়েছি—যার গায়ে জিব ঠেকিয়েছি—শেষে তার হাড় কখানি কেবল খট্ খট্ করেছে—ভয় কি মাগু ভয় কি! চেটে তোর হাতের দাগ তুলে নেব। ভয় কি! এখন একবার বল! সব চুকে গেছে।

মা। চুকেছে—চুকেছে, সব চুকে যাচ্ছে, কেবল রক্ত চুকছে না!

(কুম্ভকারের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। ও বাবা, ও কে?

মা। আঃ! কর কি? গোলমাল ক'রে সব নষ্ট ক'রে ফেলবে? কি খবর? সব কাজ সেরেছ?

কুম্ভ। পোয়ানে ঢুকিয়ে দিয়েছি, ধু ধু জলছে!

ভাঁড়ু। বস্! দুর্ শালার বুক, তবু ধড়ফড়! এই গোঁৎ—(উপবেশন)।

মা। বসলে চলবেনা—ওকে আগে একটা তোড়া দাও, তার পর ব'স। ফূর্ত্তি ক'রে হেলান দিয়ে ব'স। ধু ধু জলছে আর ভয় কি!

ভাঁড়ু। দিচ্ছি, দিচ্চি, ঠিক এক তোড়া?

মা। এক তোড়া মোহর বক্‌সিস্ দেব বলেছি।

(ভাঁড়ুর প্রস্থান)

মা। ধুধু জলছে?

কুম্ভ। এতক্ষণ ছাই হয়ে গেল। সে কুমারের পোয়ানে পাথর পড়লে ছাই হয়, ছাই হয়ে গেল।

মা। রস্ কিন্তু একি! দাগ গেলনা—দাগ গেলনা। হ্যাঁরে হাতের এই দাগটা তুলে দিতে পারিস্।

কুম্ভ। পারি বইকি? তবে বকসিস্

মা। আর এক তোড়া মোহর দেব।

(ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ।

ভাঁড়ু। এইনে, এইনে, উঃ! এখনো শুধছি, এখনো শুধুছি—এক তোড়া, বাপ? এত ঋণ? এত! শালার বেটার কাছে এত ঋণ করেছিলুম—এইনে—এইনে—উঃ! আবার বুক ধড়ফড়—নে নে—সব গেল! নে,—ঠিক পুড়েছে? সত্যি বল্ কুম্ভকার, সত্যি বল্ ঠিক পুড়েছে?

কুম্ভ। বিশ্বাস না হয় চল দেখিয়ে দি।

ভাঁড়ু। নে তবে নে। নে—নিয়ে চলে যা। এদিকে আর মুখ ফেরাসনি? সোজা পথে চলে যা (কুম্ভকার প্রস্থানোদ্যত)

মা। কুম্ভকার।

ভাঁড়ু। আবার কি? আবার কি? চলে যা। একতোড়া মোহর—বাপ্—বুক ধড়ফড়। চলে যা—চলে যা।

মা। কুম্ভকার! (হস্ত উত্তোলন করিয়া দেখাইল)।

কুম্ভ। শেঠনী! ও এক তোড়ায় হবেনা।

ভাঁড়ু। আবার কি—আবার কি (মাগন্দীর হাত ধরিয়া) হাত নাবিয়ে ফেল। ভয় কি!

মা। কুম্ভকার! দুইতোড়া দেব।

কুম্ভ। হবেনা।

ভাঁড়ু। করছ কি মাগন্দী! আমি তুলে দেব—ভয় কি—হাত সরাও ভয়কি!

মা। পাঁচ তোড়া দেব।

কুম্ভ। হবেনা।

মা। দশ তোড়া দেব—সর্ব্বস্ব দেব।

কুম্ভ। সর্ব্বস্ব দিতে হবে—তার সঙ্গে সঙ্গে হাত খানি দিতে হবে—হাতখানাকে পোয়ানের আগুনে যদি ভস্ম করতে পার তবে ও রক্তের দাগ যাবে।

ভাঁড়ু। চোপ্ চোপ্—

কুম্ভ। শেঠনী—সন্তান মেরেছ—তার রক্ত বড় মমতায়, মায়ের হাতে জড়িয়ে, সহজে ছাড়বে না, হাত ছাই না হলে ছাড়বে না।

ভাঁড়ু। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ভুল বুঝেছিস্—সন্তান নয়—সন্তান নয়।

কুম্ভ। সন্তান নয়?

ভাঁড়ু। (হাস্য) না না কেউ নয়—পথে কুড়ুনো—কেউ নয়।

মা। সন্তান নয়—কুম্ভকার, আমি তাকে গর্ভে ধরিনি।

(কালীর প্রবেশ)

কালী। গর্ভেই ধরেছ শেঠনী—গর্ভেই ধরেছ;—কুম্ভকার! সত্যি বল্—সব দগ্ধ করেছিস্!

কুম্ভ। না না, মুখ পাইনি—মুখ পাইনি—(পলায়ন)

কালী। এইনে শেঠনী! মুখ নে—চুম্বন কর্—চুম্বন কর্।

(মুণ্ড নিক্ষেপ)

মা। একি—একি—একি! (মূর্চ্ছা)

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘোষক। বাবা! বাবা! নাড়ু ঘরে ছিল—কোথা গেল?

ভাঁড়ু। ওঃ! ওঃ! ওঃ! (গভীর আর্ত্তনাদ ও পতন)

কালী। বাপ আমার! এখন যেয়োনা—চলে এস। পিতৃভক্ত! পিতা মাতা তোমার মূর্চ্ছার আনন্দে বিভোর হয়েছে—সে আনন্দ ভেঙ্গে দিওনা—চলে এস।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর।

উদয়ন।

উদয়। শৈশবকাল থেকে যে পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে আমি বুকে ক'রে মানুষ করলুম, কন্যা পুত্রহীন উদয়নের একমাত্র সেই স্নেহের সম্পত্তি ভগিনী—রাজার ধর্ম্ম রাখতে আমি তাকে বনবাস দিয়ে এলুম। দিয়ে ফল পেলুম কি! প্রজা আমার বিচারের নিন্দা করছে। রাণীর উপর দোষারোপ করছে—আমাকে স্ত্রৈণ বলছে: (হাস্য) দেখছি রাজা প্রজার সম্বন্ধ এবং অনুরাধাই বিলুপ্ত করে চলে গেল। রাণি!—

(শ্যামাবতীর প্রবেশ)

কোথায় ছিলে? এত ডাকছি, উত্তর দিচ্ছিলে না কেন?

শ্যামা। উত্তর দিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আসতে পা কাঁপছে

উদ। এসো, আমাকে তুমি কি রকম দেখছ?

শ্যামা। অনুরাধাকে—

উদ। বিসর্জন দিয়ে এসেছি। তার নাম আর ক'রনা। এখন, দেখ দেখি শ্যামাবতী, আমার মুখ দেখ—দেখে ঠিক বল—সঙ্কোচ ক'রনা। রহস্য ক'রে প্রশ্ন করছিনা—উত্তর দিতে হবে—আমার আদেশ। আমার মুখ দেখে বল দেখি—এ হৃদয়ে এখনও কি কোন কোমলতা আছে?

শ্যামা। ক্ষুদ্র রমণী আমি, ও বিশাল হৃদয় দেখবার চক্ষু নেই যে প্রভু!

উদ। হৃদয় দেখতে বলছিনা—মুখ দেখ,—বল! বল এখনও আমাতে কোনও কোমলতা আছে কি না।

শ্যামা। না।

উদ। ঠিক দেখেছ। গুণবতী, তুমি দেখে সাহস করে যে বললে, এতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলুম। আমি এখন নীরস—পাথর। তুমি তার স্ত্রী ব'লে নিজেকে গর্ব্ব ক'রে থাকো। বিষম কথা শুনতে তোমার পা কাঁপাতো উচিত নয়।

শ্যামা। বেশ, আমি স্থির হয়ে দাঁড়ালুম।

উদ। এই পাথরের সঙ্গিনী—তুমিও পাথর হও। আমি পুত্র কন্যাহীন—ভগিনীকে কন্যাস্নেহে পালন করেছি। তুমি আমার মনোরমা সহধর্ম্মিণী,তুমিও তাকে আমারই চক্ষু দিয়ে নিরীক্ষণ করেছ। আমি তোমার সেই ননদীনীকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি। দিয়ে এসেছি, কুলধর্ম্ম রক্ষার জন্য। যে রাজকন্যার ব্যবহারে কুলের মর্য্যাদা নষ্ট হয়, অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষকে দেখে আত্মহারা হয়ে যে, তার ভ্রাতার অন্তঃপুরের সমস্ত আবরণ পরপুরুষের চক্ষে উন্মুক্ত করে দিতে পারে, তাকে গৃহে রাখা আর শয়নকক্ষে কালসাপিনী রাখা—এ দুইই সমান। তাই তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি। কিন্তু শ্যামাবতী, প্রজা আমার এ বিচার বুঝতে পারে নি। তারা কার্য্যে অসন্তুষ্ট হয়েছে

শ্যামা। শুনেছি।

উদ। আমাকে স্ত্রৈণ মনে করেছে—আমাতে দুরভিসন্ধি দেখেছে।

শ্যামা। তাও শুনেছি।

উদ। তুমিও শুনেছ? বেশ, তা'হলে বল দেখি শ্যামাবতী,

প্রজা যদি রাজার বিচারে দোষারোপ করে, তা'হলে রাজার কর্ত্তব্য কি ?

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। মহারাজ !

উদ। কেও—মাতুল ? যদি কিছু বলবার প্রয়োজন থাকে, একটু পরে বলবেন। আমি আপনার ভাগিনেয়ীর সঙ্গে একটা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলাপ করছি।

বল। আমিও মুহূর্ত্তের জন্য বলতে এসেছি।

উদ। বলুন।

বল। একটী স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

উদ। এখন ত কারও আবেদন শোনবার সময় নয়। প্রভাতে তাকে আসতে বলবেন।

বল। সে আবেদন করতে আসেনি

উদ। তবে কি জন্য এসেছে ?

বল। সে বলে, আমি রাজাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছি।

উদ। (হাস্য) পাগলিনী।

বল। বলে, আমি ভিন্ন রাজাকে কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবেনা।

উদ। উন্মত্তা --তাকে এখনি বাড়ী থেকে বের করে দিন।

বল। কেউ [illegible] বার করতে পারছেনা।

উদ। মাতুল ! ক্ষমা করবেন। আপনিও দেখছি ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

বল। না মহারাজ, আমি ঠিক আছি।

উদ। দেউড়ীতে এত দারোয়ান ! তারা একটা স্ত্রীলোককে বার করে দিতে পারছেনা ?

বল। দিতে গেলে, আপনার বাড়ীর দ্বারে স্ত্রীহত্যা হয়। তার

হাতে উন্মুক্ত তরবারি—বহুমূল্য—দেখে বোধ হ'ল সে আপনার। প্রহরীরা বিপন্ন হয়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছে।

শ্যামা। মহারাজ! তাকে আসতে অনুমতি করুন।

উদ। তাকে নিয়ে আসুন।

(বলভদ্রের প্রস্থান।

শ্যামা। রাজকুমারী শাস্তি পেলে,—কিন্তু যে দুর্বৃত্ত উদ্যানে প্রবেশ করলে, সে শাস্তি পেলে না। এ কি রকম বিচার হ'ল, বুঝতে পারলুম না যে মহারাজ!

উদ। তুমি যে তাকে দেখনি রাণী, তাই বারংবার তাকে দুর্বৃত্ত বলছ। তার মুখ যদি দেখতে, তা'হলে বুঝতে পারতে, সে যুবককে আজও কোন অপরাধ স্পর্শ করতে পারে নি।

শ্যামা। বলেন কি! সে বাগানে প্রবেশ করেছিল কেন?

উদ। সে নিজের প্রয়োজনে প্রবেশ করেনি। তাকে প্রবেশ করিয়েছে—প্রতারণা ক'রে প্রবেশ করিয়েছে। আসল অপরাধীকে আমি শাস্তি দিতে পারিনি।

শ্যামা। কে সে?

উদ। তা জানলেও শাস্তি দিতুম। সে যুবকের পিতা,—অথবা পিতৃনামধারী মহাশত্রু।

শ্যামা। জানতে কি চেষ্টা করেন নি?

উদ। না—জানতে ইচ্ছা করলেই পারতুম। যুবক পিতার নাম বলতে চাইলে না, কাজেই জানতে গেলে তার কাছে প্রতারণা হয় ব'লে জানিনি। এখন সে কথা থাক্। তারপর, তোমাকে যা প্রশ্ন করেছিলুম, তার উত্তর দাও। প্রজা যদি রাজার বিচারে দোষারোপ করে, রাজাকে অবিশ্বাস করে, তার চরিত্রে সন্দেহ করে, তা'হলে রাজার কর্ত্তব্য কি?

শ্যামা। আগে বলুন, প্রজা যদি রাণীর প্রতি দোষারোপ করে, তাকেই প্রকৃত অপরাধিনী বিশ্বাসে দণ্ডনীয়া মনে করে, তাহলে রাণীর কর্ত্তব্য কি ?

উদ। তার বনে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

শ্যামা। রাজারও শাসনদণ্ড ত্যাগ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

উদ। সদুত্তর দিয়েছ। তাহ'লে আমার সঙ্গে বনে যেতে তুমি প্রস্তুত ?

শ্যামা। এখনি পা বাড়িয়ে আছি।

উদ। প্রজার ভক্তি হারিয়েছি। তাদের বিশ্বাস আমার ঘরে সঞ্চিত ছিল, দুরদৃষ্ট সে বিশ্বাস চুরি করে নিয়ে গেছে। এ ঘর এখন আমার কাছে শ্মশান বলে বোধ হচ্ছে।

শ্যামা। আমারও তাই। আসুন এখনি আমরা এ গৃহ পরিত্যাগ করি, বনে ভগিনী অনুরাধার সঙ্গিনী হই।

উদ। তার সঙ্গিনী ! কোথায় তাকে পাবে শ্যামাবতী ?

শ্যামা। কেন, যে বনে তাকে বিসর্জ্জন ক'রে এসেছেন, সেই বনে চলুন।

উদ। শ্যামাবতী ! অনুরাধা নেই।

শ্যামা। নেই কি ?

উদ। না রাণী, সে বেচে নেই। যাকে শাস্তি দিতে মনন করেছি, সে কি বেঁচে থাক্‌তে পারে ?

শ্যামা। বলেন কি মহারাজ, বেচে নেই !

(কালীর প্রবেশ)

কালী। আছে—আছে—বেঁচে আছে।

শ্যামা। য়ঁ্যা! কে তুমি? কে তুমি—আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরয়ে আনলে?

উদ। বেঁচে আছে!

কালী। আছে রাজা, বেঁচে আছে।

শ্যামা। সত্য বলছ?

কালী। ঠিক বলছি, আছে—বেঁচে আছে। (অস্ত্র রাজার পদতলে রক্ষা করিয়া) বুঝতে পেরেছেন মহারাজ? আপনি ধর্ম্মরাজ, আপনার বিচারে দোষ হ'তে পারে না। যে পাপী সেই শাস্তি পেয়েছে, যার রক্ত খাবার, এ তলোয়ার তারই রক্ত খেয়েছে। নিরপরাধ যে, সে বেঁচে আছে।

শ্যামা। যথার্থই কি তুমি আমাদের সান্ত্বনা দিতে এসেছ?

উদ। অপেক্ষা কর রাণী, অপেক্ষা কর। ব্যাকুল হয়োনা। (কালীর প্রতি) তুমি বুঝি সেই যুবকের কথা বলছ?

কালী। হঁা মহারাজ! আমি তারই কথা বলছি।

শ্যামা। যুবকের কথা! হা আশা! তুই হৃদয়ের কবাটে ঘা মেরে আবার দূরে চলে গেলি!

উদ। তুমি কি অস্ত্র ফিরিয়ে দিতে এনেছ?

কালী। ফিরিয়ে দিতে এনেছি, এর কার্য্য হয়ে গেছে। অস্ত্র পাপীকে শাস্তি দিয়েছে, তখন নিরীহ ব্যক্তির হাতে আর অস্ত্র কেন?

উদ। বেশ, অস্ত্র রেখে যাও। এর যা ন্যায্য মূল্য, কাল প্রাতঃকালে এসে নিয়ে যেও ভদ্রে! আমি দান করে পুনগ্র্রহণ করি না।

কালী। টাকা নেব?

উদ। নিতেই হবে।

কালী। তার টাকার কোনও ত প্রয়োজন দেখিনা মহারাজ!

উদ। তবে অস্ত্র ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

কালী। কত টাকা?

উদ। আমার বোধ হয় লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা।

কালী। এত টাকা?

শ্যামা। হাঁ হাঁ—অস্ত্র দেখে বুঝতে পারছ না! যাও এখন রাজা বড় শোকার্ত্ত, তাকে বিরক্ত করনা। কাল এসে অর্থ নিয়ে যেও

কালী। শোকার্ত্ত! কার বিয়োগে তুমি শোকার্ত্ত মহারাজ? আমি যে তোমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলুম! তোমাকে শোকার্ত্ত দেখে চলে যাব! তাও কি হয়?

শ্যামা। তুই আর কি সান্ত্বনা দিবি বাছা? দেবতা নিজে এসে এ বেদনায় সান্ত্বনা দিতে পারে না!

কালী। দেবতায় পারেনা বলে দেবতার মা পারবে না? আমি যে দেবতার মা। বেশ তোমরা বলেই একবার দেখ না। ওগো আমি যে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি, তবে পরকে কেন পারব না।

উদ। আমার ভগিনী-বিয়োগ হয়েছে

কালী। তাকে ত তুমি বনবাসে দিয়েছিলে রাজা?

উদ। বনবাসে দিয়েছিলুম!

কালী। তাকে ফিরিয়ে আনতে চাও?

উদ। আনতে চাইলে এনে দেবে কে?

কালী। আমি এনে দেব।

শ্যামা। তুমি কোথায় পাবে, তা এনে দেবে?

কালী। যেখান থেকে পাব, সেইখান থেকে এনে দেব।

শ্যাম। সে যে নেই মা!

কালী। (হাস্য) নেই কি, আছে

শ্যামা। আছে?

কালী। নিশ্চয় আছে।

উদ। বলিস্ কি ?

কালী। আমি রাজা রাণীর সুমুখে দাঁড়িয়ে আছি, এ যেমন নিশ্চয়—সেও তেমনি নিশ্চয়।

উদ। তুমি তাকে দেখেছ ?

কালী। না মহারাজ, এখনও তাকে দেখিনি। তবে এইবারে দেখব। আমার ছেলের মুখে শুনেছি, তার রূপের তুলনা নেই।

উদ। রাণী ! এ পাগলিনীকে ঘর থেকে বার করে দাও।

কালী। কেন মহারাজ ?

উদ। রমণী না হলে, এখনি আমি তোর শিরচ্ছেদ করতুম। তুই বৃথা স্তোকবাক্যে রাজাকে ভোলাতে এসেছিস্। আমি নিজের চক্ষে তার মৃত্যু দেখে এসেছি।

কালী। না, আপনি কি দেখতে কি দেখেছেন—সে মরেনি।

উদ। শোন্ পাগলিনী, আমার সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহ তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

শ্যামা। অনুরাধা ! এই ভীষণ মৃত্যু তোর পরিণাম ছিল ?

কালী। আবার বলে মৃত্যু ! সিংহ সিংহবাহিনীকে কাঁধে করেছে। সিংহবাহিনী মরে না। মুখ ফেরাচ্ছ কেন রাজা ?

উদ। কে তুই ?

কালী। আমি আপনারই নগরের এক বারাঙ্গনা। মহারাজ ! যে নারী ছলনায় হাজার হাজার পুরুষকে পাগল করে, সে কখন পাগল নয়।

শ্যামা। নরাধম বারাঙ্গনারপুত্র আমার উদ্যানে প্রবেশ করেছিল ! মহারাজ ! তাকে আপনি শাস্তি দিলেন না !

উদ। রাণী ! অনুরাধার জন্য আমার যা শোক হচ্ছিল, তা এই মুহূর্ত্তেই দূর হয়ে গেল।

কালী। হাঃ হাঃ হাঃ! এরা আমার কথা বুঝতে পারলে না। সে এ বারাঙ্গনার পুত্র নয়, আমি সে দেবতার মা! শোন রাজা, আশ্চর্য্য কাহিনী শোন—সান্ত্বনা পাবে—সান্ত্বনা পাবে—বুঝবে তোমার ভগিনী বেঁচে আছে কিনা। আজ আমি যার মা, কাল পর্য্যন্ত তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছি। কত চেষ্টা! শুনলে—হে বীর! তোমারও বুক কেঁপে উঠবে। রাণী! তুমি মূর্চ্ছা যাবে। এক শিশুকে আমি হাজার গরুর পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছিলুম, শিশু মরেনি—ষাঁড়ে বুকের তলায় রেখে তাকে রক্ষা করেছে। যে পথে হাজার হাজার বোঝাই শুদ্ধ গরুর গাড়ী যায়—অন্ধকারে রাজা, ঘুটঘুটে আঁধারে আমি তাকে সেই পথে ফেলে দিয়েছি—শিশু মরেনি, গরু শিশুকে দেখে অচল হয়েছে। ভাগাড়ে নিক্ষেপ করেছি, ছাগলে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়েছে, শিশু মরেনি। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছি—বাঁশ ঝাড়ে তাকে কোলে করে নিয়েছে। অক্ষত দেহে শিশু মাটিতে পড়েছে—মরেনি। তার পর মারবার অসংখ্য কৌশল—বিষ—আগুন—

শ্যামা। থাক্, আর বলিসনি—আমার গা কাঁপছে।

কালী। বেশ, শৈশবের কথা ক্ষান্ত দিলুম। তারপর যৌবনে তাকে তোমার বাগানে ছেড়ে দিয়েছিলুম। জানি, বিধাতা এসেও তাকে বাঁচাতে পারবে না। ছেলে মলনা—বাগান থেকে এই অমূল্য উপহার নিয়ে চলে এলো। কি রাজা, সান্ত্বনা পাচ্ছ?

উদ। আরও কিছু বলবার আছে?

কালী। আছে বই কি রাজা! ছিল, আছে—থাকবে। যে নরাধমের উত্তেজনায় আমি এই কাজ করেছি—তারপর সে—রাজা! হতভাগা যখন দেখলে, ছেলেটা কিছুতেই মলনা, তখন নিজেই তাকে মারবার সঙ্কল্প করলে। এই তলোয়ার—এই তোমার হাতের তলো-

য়ার—তুমিই এই তলোয়ার সেই হতভাগাকে উপহার দিতে সেই ছেলের হাতে দিয়েছিলে। কেমন—না?

উদ। দিয়েছিলুম।

কালী। দেখ—দেখ ধর্ম্মরাজ! তোমার দণ্ড দেবতার ঘাড়ে পড়ে না—দানবেরই ঘাড়ে পড়ে।

শ্যামা। সেই হতভাগা কি এই অস্ত্রে মরেছে?

কালী। মরবে কি—ম'লে কি তার শাস্তি হ'ত! তার ছেলে—তার আসল ছেলে—

শ্যামা। সে মরে গেল?

কালী। নিয়তির খেলা, হতভাগা আমার ছেলেকে মেরে ফেলবার জন্য এই অস্ত্র নিয়ে, যে ঘরের যে শয্যায় রোজ রোজ আমার ছেলে শয়ন করে, সেই ঘরে প্রবেশ করলে। কিন্তু কাপুরুষের হাত কেঁপে উঠল সে ছেলেকে কাটতে পারলে না। তখন তার স্ত্রী স্বামীর হাত থেকে এই অস্ত্র নিয়ে সেই ঘুমন্ত ছেলের গলায় কোপ মারলে গলা দ্বিখণ্ড হয়ে গেল। নিত্য আমার সন্তান সেই ঘরে শুতো, কিন্তু নিয়তি কেমন করে সেদিন আমার ছেলেকে সে বিছানা থেকে সরিয়ে তার ছেলেকে শুইয়ে রেখেছিল। অভাগীর হাতে রক্তবিন্দু—দাগ তার আর ওঠেনি। অভাগী সেই দাগের ভেতর দিয়ে কেবল ছেলের কাটামুণ্ড দেখছে—আমার ছেলে দেবতা—যে দেবতা সে অমর, তাকে যে মনে মনেও আশ্রয় করেছে, সেও অমর। কি রাজা, এখন বিশ্বাস হচ্ছে—রাজকুমারী বেঁচে আছে?

উদ। আশা হচ্ছে।

কালী। আশা কেন—বল বিশ্বাস। সে মরেনি—মরেনি মরেনি।

শ্যামা। মহারাজ! একবার তার সন্ধান করুন।

উদ। রাণী! রাজ্যত্যাগের পূর্ব্বে তোমার দোষক্ষালনের জন্য আমি একবার ভগিনীর সন্ধান করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

মাগন্দী।

মাগন্দী। এখনও গেলনা—এক পুকুর জল ঢাললুম—ঘসলুম—এখনও এ রক্তের দাগ গেল না। নাড়ু—নাড়ু—বাপ্ আমার! কি করলুম? কালনাগিনীর মতন আমি গর্ভের সন্তানকে খেয়ে ফেললুম! নাড়ু—নাড়ু!—ওই! রক্তবিন্দুর ভেতর দিয়ে নাড়ু আমার মুখ বার করে হাসছে। তাইত! হাসে কেন? আমি তাকে যে খাবার খেতে দিয়েছি, তাতে কোথা তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়াবে, তা না ক'রে যখনি বাছা আমার মুখের পানে চায়, তখনই সে হেসে ওঠে। এ হাসি ত আমি আর দেখতে পারি না। যদি চোখের জলে গণ্ড ভাসিয়ে আমাকে দেখা দিতে পারিস্, তবেই বাপ্ আমাকে দেখা দে—নইলে দোহাই, আমাকে আর দেখা দিস্‌নি।

(ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। মাগন্দী!

মাগন্দী। হাঁগা, তুমি আমাকে চুপ করতে বল, কিন্তু যে চুপ হবার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছিনি। এ হাতের রক্তবিন্দু যে কিছুতেই মুছলো না!

ভাঁড়ু। কিছুতেই মুছলোনা?

মাগন্দী। পুকুরের জল হাতে ঢেলেছি, ঘস্‌তে ঘস্‌তে আমার

পাহাড় ধুলো হয়ে গেছে—হাতের তিনপুরু ছাল উঠে গেল—তবু এ রক্তের দাগ গেল না।

ভাঁড়ু। আচ্ছা, দেখ দেখি, এবারে শালার দাগ যায় কি না যায়। (মাগন্দীর হস্ত লেহন) কি মাগন্দী, গেল?

মাগন্দী। তাইত গো, গেলইত! এ দাগের যন্ত্রণায় আমি পুত্র শোক ভুলে গেছি। ওগো এ রক্তের দাগ থেকে আমাকে রক্ষা কর।

ভাঁড়ু। দেখ, ভাল করে দেখ। (লেহন) গেল?

মাগন্দী। না, আর ত নেই। আর ত নেই!—সত্যি সত্যিই কি বাপ আমার তোমার মুখচুম্বনের অপেক্ষা করছিল? কি বাপ—গেলি? রক্তবিন্দু আশ্রয় করে এক একবার মাকে দেখা দিতে আসতিস্— আর কি তোকে দেখতে পাবনা?

ভাঁড়ু। মাগন্দী, মাগন্দী—ভেতরে দাবানল জ্বলে উঠল। দুরাত্মা তোমাকে দিয়ে পুত্র হত্যা করালে, আমাকে আবার সেই স্নেহময় পুত্রের রক্তপান করালে। শোন মাগন্দী—শোন। যদি আমার কথানুযায়ী কার্য্য কর, তবে বুঝবো তুমি আমার স্ত্রী। যদি না কর, তা হলে এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাকেও আমি পরিত্যাগ করব। এক পুত্রশোকেই তুমি পাগল হয়ে ছটফট করে বেড়াচ্ছ, তখন পুত্রশোক স্বামীশোক দুইই তোমাকে সহ্য করতে হবে।

মাগন্দী। য়ঁ্যা য়ঁ্যা—তুমিও আমাকে ত্যাগ করবে?

ভাঁড়ু। যদি আমার কথানুসারে কাজ না কর, তাহ'লে নিশ্চয় ত্যাগ করব।

মাগন্দী। উঃ! বড়জ্বালা! –বড় জ্বালা! য়ঁ্যা! কি বলছিলে, আমি কি করব?

ভাঁড়ু। জ্বালা? উঃ? আঃ? তবে শোন্, আমার জ্বালা শোন্—উঃ—আঃ' আমার ভেতরে কত আছে শোন্। আমার বুকে দাবানল

জ্বলে উঠেছে। পিশাচ তোকে দিয়ে ছেলেহত্যা করালে, আর আমাকে সেই ছেলের রক্ত পান করালে। কলসী কলসী জল ঢেলে, পাহাড় প্রমাণ ঝামা ঘসে যে রক্তের দাগ গেল না, সেই রক্ত চিহ্ন আমার জিবে ঠেকতে ঠেকতে মুছে গেল! বুঝলি—ভেতরে কেন দাবানল জ্বলে উঠল, বুঝলি!

মাগন্দী। বুঝেছি—ওগো বুঝেছি—আমার হাতের জ্বালা তোমার বুকে ঢুকেছে।

ভাঁড়ু। (গম্ভীর বদ্ধস্বরে) হুঁ! হাতের জ্বালা বুকে ঢুকলো—তোর হাতে জ্বালা অঞ্জলি প্রমাণ ছিল, আমার বুকে ঢুকে সে সাগর হল

মাগন্দী। তাইতগো! একি হ'ল! হাতের জ্বালায় অস্থির হয়ে যে আমি আগুনে হাত ছাই করতে গিয়ে ছলুম!

ভাঁড়ু। বোঝ, এই জ্বালা বুকে ক'রেও আমি খাড়া হয়ে আছি। তোর সঙ্গে সুস্থ লোকের মত কথা কচ্ছি। চোখে আমার এক ফোঁটা জল নেই। (দন্তে দন্তে ঘর্ষণ) গর্ভধারিণীকে দিয়ে ছেলেহত্যা করালে, বাপকেও তার রক্ত পান না করিয়ে ছাড়লে না। বুঝতে পারছিস্ মাগন্দী—আমার অবস্থা?

মাগন্দী। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি।

ভাঁড়ু। তাহ'লে আমি যা বলি, তা মন দিয়ে শোন। (মুখ বিকৃত করিয়া) বাবারে—নাড়ুরে ক'রে, পাগলের মতন ছুটোছুটী ক'র না। ক'রলে আমার কাছে অসুখ পাবে না। ক'রলে কাপড়ে মুখ বেঁধে ঘরে চাবি দিয়ে ফেলে রেখে দেব।

মাগন্দী। নাগো,—তা ক'র না।

ভাঁড়ু। তাতেও যদি কোঁক্ কোঁক্ কর, গলা না ধরে খিড়কি দোর দিয়ে দূর করে তাড়িয়ে দেব।

মাগন্দী। ওগো, দিয়োনা গো দিয়োনা। বল আমি কি করব।

ভাঁড়ু। আমি ছেলে জানিনা, স্ত্রী জানিনা, জানি কেবল টাকা। টাকাই আমার মাগ, টাকাই আমার ছেলে, এক ডাকাত সেই টাকা লুটতে এসেছে। লুটলে—লুটলে—নিলে আর রাখতে পারি না পারি না হয়েছে। এক লক্ষ হাতীতে বইতে পারে না, আমার এত টাকা! সেই টাকা গেল—গেল—আর রাখতে পারি না। কাল আমার ছেলে মেরেছে। আবার কাল আমাকে মারবে। পরশু তোমাকে—গলাটিপে, বাড়ী থেকে বের করে দেবে।

মাগন্দী। সত্যিই গো, তাহলে কি করব?

ভাঁড়ু। পরশু ওই ডাকাত আমাদের এই কুবেরের ভাণ্ডারের একেশ্বর হবে।

মাগন্দী। বল তাহ'লে কি করব?

ভাঁড়ু। এতক্ষণে ব্যাপার কি তা বুঝেছ; এখন যা বলব, তাই করতে হবে

মাগন্দী। বল—করব।

ভাঁড়ু। ছেলের শোক বুকে মেরে মুখে হাসি মাখতে হবে ওই মহাশত্রুকে ছেলের চেয়েও বেশি ক'রে আদর করতে হবে। যেন কোনও মতে সে না বুঝতে পারে, আমরা তার মৃত্যু দেখবার জন্য ছটফট করছি।

মাগন্দী। তাই—তাই—আচ্ছা তাই করব।

ভাঁড়ু। খবরদার, কোনক্রমে যেন ধরা দিয়ো না। যদি পুত্র হত্যার শোধ নিতে চাও—তাহ'লে যা বললুম, তাই কর।

মাগন্দী। তাই করব। তাকে দেখলে, আমার সমস্ত শোক প্রবল হয়ে জ্বলে ওঠে। সে জ্বালায় আমি স্থির থাকতে পারি না।

ভাঁড়ু। থাকতে হবে।

মাগন্দী। থাকবো-থাকবো—থাকবো। তোমার কথার মর্ম্ম বুঝেছি। ও চক্ষু শূলকে চোখ থেকে সরাতেই হবে।

ভাঁড়ু। চোক থেকে কি, দুনিয়া থেকে সরাতে হবে। তবে বাড়ীতে পারব না—বুঝেছ? পাপিষ্ঠা কালী এখান থেকে পালিয়েছে। তলোয়ার নিয়ে চলে গেছে। খবর পেয়েছি, সে রাজার বাড়ী আশ্রয় নিয়েছে। তার মতলব কিছুই বুঝতে পারিনি। রাজা ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। রাজকুমারীকে বনবাসে দিয়ে রাজা যে রাত্রে ঘরে ফিরেছে—সেই রাত্রেই চলে গেছে। হয়ত সে রাজার কাছে ঘটনা প্রকাশ করেছে। কিন্তু প্রকাশ করলেই বা কি হবে? আমাকে দোষী ঠিক করা বড় কঠিন। তা যদি রাজা পারত, তাহ'লে আমাকে সে ছাড়তো না। তবে যদিই রাজা জেনে থাকে ছোঁড়াটার বাগান প্রবেশের মূলে আমি, তাহ'লে আমার কাজের ওপর সে তীক্ষ্ন নজর রাখবে। কাজেই এখন থেকে অতি কৌশলে কাজ সারতে হবে। এখানে নয়, দূরে—বাইরে বাইরে—ঘোষককে যমের মুখে সমর্পণ করতে হবে। যতদিন না সেকাজ শেষ হয়, ততদিন আদর—আদর—কচি খোকাকে মায়ে যেমন আদর করে, সেই রকম আদর—পারবে?

মাগন্দী। পারব।

ভাঁড়ু। ঠিক পারবে?

মাগন্দী। ঠিক পারব।

ভাঁড়ু। বস্ এখন চলে যাও। কেও?

(মাগন্দীর প্রস্থান ও বেঙ্কটের প্রবেশ)

এস, এস ভাই বেঙ্কট এসো। তোমার জন্যে এতক্ষণ আমি ছট্‌ফট্ করছিলুম। কি করলে?

বে। সব ঠিক—পাঠিয়ে দাও।

ভাঁড়ু। এখনি ?

বে। এখনি—আবার দেরি কি ?? যেমন যাবে অমনি।

ভাঁড়ু। কি রকমটা, তবু বুঝি।

বে। শতগ্রামে আমার একবন্ধু আছে আমি তার কাছে নিজে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে বলে এসেছি। তার বাসনের ব্যবসা—দিন রাত্রি প্রকাণ্ড উনুন জ্বলছে। একশো মণ তামা একবারে গলে এমন কড়া—তাতে চব্বিশ ঘণ্টাই তামা, টগবগ ক'রে ফুটছে—যেমন যাবে. অমনি ধরে সেই কড়ার ওপরে ফেলে দেবে—আর যেমন ফেলা—অমনি একটী ছাঁাক—চোঁ—ফোঁ—বস্, একেবারে ছাই।

ভাঁড়ু। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে—

বে। বিধাতা নিজে এলেও তার চিহ্ন খুঁজে পাবে না।

ভাঁড়ু। বেঙ্কট—বেঙ্কট—ভাই আমার. তা হ'লে নিশ্চিন্ত হব ?

বে। নিশ্চিন্ত হয়েছ—আবার হ'ব কি ? তোমারও যেমন বিদ্যে ; এই সকল কাজ একটা বাজারে বেশ্যাকে দিয়ে করিয়েছ। এসব কি বেশ্যার বুদ্ধিতে হয়! সে বেটী যেন-তেন-প্রকারেণ তোমার কাছে পয়সা আদায় করেছে। কাজের সে কি জানে ? দু'দিন আগেও যদি আমাকে একথা শোনাতে—সে শালার বেটা তোমার ছেলে নয়, তা হ'লে কি অমন সোণার চাঁদ ছেলেটা যায়। নাড়ুর শোকে আমার মুচুকুন্দ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তিন দিন বিছানা থেকে ওঠেনি। সেই রাত্রে দু'জনে আমাদের বাড়ীতে বসে মৃদঙ্গ নিয়ে ভজন করেছে নাড়ুর মতন ছেলে কখন হয়েছে, না হবে ? দেখ্ কি ? মামাতো ভাইকে সে যা ভালবাসতো—সহোদর ভাইয়েও কখন সে রকম ভালবাসা বাসে না!

ভাঁড়ু। ভাই, আর সে মর্ম্মভেদী কথা তুলো না।

বে। তোমার স্ত্রীও যে ঘুণাক্ষরে এক দিনও আমাকে আঁচ দিলে না। শালার বেটা তোমার কেউ নয় তাকি আমি জানি? আমি জানি, যৌবনে তুমি কোথায় কি করেছ, ও সে তারই একটা ফল। তুমিও ছেলে বল, তোমার স্ত্রীও ছেলে বলে—কেমন ক'রে বুঝবো যে ও বেটা কেউ নয়।

ভাঁড়ু। কেউ নয় ভাই, কেউ নয়। কে মা, কে বাপ, কিছু জানি না। আগে যা একটু আধটু জানা ছিল মনে ক'রেছিলুম, এখন জানছি তাও ভুল।

বে। তবে এমনটা ক'রে ছলে কেন? জানি তোমার অগাধ বুদ্ধি! তোমার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হ'ল কেন?

ভাঁড়ু। সে অনেক কথা। সে এখন বোঝাবার যো নেই। বোঝাব কি, বলব কি—বৈকুণ্ঠ। এমন বিপদ! ছোঁড়াটাকে দেখলে আপাদ-মস্তক জ্বলে যায় তবু তাকে যে দুদণ্ড চোখের আড়াল ক'রে রাখব, সে ক্ষমতা নেই। এমনি অদৃষ্ট করেছি, তাকে চোখের সামনে রেখে রেখে আমাকে জ্বলতে হবে।

বে। এর মানে কি?

ভাঁড়ু। বলবার যো নেই—বলবার যো নেই! বেশি বলব কি! লাড়ু আমার সর্ব্বস্ব ছিল, তাকেও আমি একমাস দূরে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম, কিন্তু ওই বেটাকে দুদ'ণ্ড বাড়ীর চৌকাটের বাইরে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনা। একটু কোথাও দেরি করলে তখনি লোক দিয়ে আনতে হবে, আর কাছে বসিয়ে স্নেহ দেখিয়ে জ্বলতে হবে

বে। ও বাবা, এ রকম ব্যাপারত আমি কখন শুনিনি!

ভাঁড়ু। যদি ভগবান দিন দেন তবে শোনাব—এখন তুমি এই প্রচণ্ড জ্বালা আমার নির্ব্বাণ কর! নইলে (গলা জড়াইয়া) মলুম

—ভাই আমি মলুম। নাড়ুর শোকে আমি এক কোঁটা চোখের জল ফেলতে পারছিনা—বুক আমার ফেটে গেল।

বে। নিশ্চিন্ত হও শেঠজী, শালার ভবলীলা এইবারে সাঙ্গ হয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

(মাগন্দী ও ঘোষকের প্রবেশ)

মা। এমন সোনার চাঁদ ছেলে তুমি—হতভাগা শত্রুর জন্য তোমাকে একটা দিনের জন্যও আদর করতে পাইনি। তোমাকে আজ আমি সাজিয়ে নিজ হাতে খাইয়ে, সেই সব দুঃখু নিবারণ করব তুমিই আমার ছেলে—সে শত্রু—আমাকে কেবল জ্বালাতে এসেছিল —জ্বালিয়ে গেছে। এখন তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমিই আমার হারানিধি। চুপ করে আছ কেন বাপ্?

ঘো। (চক্ষে রুমাল দান)

মা। কাঁদছ—কাঁদছ ঘোষক? মায়ের কথায় কি তোমার অবিশ্বাস হচ্ছে?

ঘো। মা বাপের কথায় অবিশ্বাস করলে, এ পৃথিবীতে কোথায় দাঁড়াব? তবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেবল সেইটীর উত্তর আমাকে দাও।

মা। (চমকিয়া) কি জিজ্ঞাসা করবে, কর।

ঘো। এই কি মায়ের আদর?

মা। কেন বাপ্, আমার আদর কি তোমার ভাল লাগছে না?

ঘো। ভাল লাগছে না! মায়ের আদর পাবার কাঙালী আমি—প্রাণপূরে সেই আদর পেলুম—ভাল লাগবে না!

মা। তবে অমন প্রশ্ন করলে কেন?

ঘো। কেন করছি, এখনি তুমি বুঝতে পারবে। আগে আমায় বল—একটী কথাও মা গোপন করনা। এই কি মায়ের আদর?

মা। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছিনা।

ঘো। তুমি যে রকম করে আমাকে আজ আদর করলে, সকল মায়েই কি সন্তানকে এই রকম আদর করে?

মা। আমি এখনও তোমাকে মায়ের যোগ্য আদর করতে পারছিনা?

ঘো। পারছনা—আর ক'রনা।

মা। করব না?

ঘো। না, আমার ভয় করছে।

মা। তুমি কি মনে করছ আমি তোমাকে প্রতারণা করছি?

ঘো। প্রতারণা! তা যদি বুঝতে পারতুম, যদি জানতে পারতুম তোমার এ আদর শুধু মুখের—অন্তরের নয়, তাহলে আমি সুখী হতুম।

মা। সুখী হতে?

ঘো। পরম সুখী হতুম। শুনে চমকে উঠোনা মা। আজ তুমি পুত্র হারা! পুত্রের শোক বুকে চেপে, দয়াময়ী, তুমি আমাকে মরা ছেলের ওপর যত মমতা, সমস্ত দিতে এসেছ। আজ তোমার আদর পেয়ে, মা যে কি বস্তু তার আভাষ পেয়েছি। কিন্তু ভয়——বড় ভয়—এ রকম আদর পাবার ভাগ্য আমার নয়। তা যদি হ'ত তাহালে শৈশবে আমি মাকে হারাতুম না। আমার ভয় হচ্ছে পাছে আবার তোমাকে হারাই।

মা। (স্বগতঃ) তাইত, এ বলে কি!

ঘো। এই একদিন যে আদর দেখিয়েছ, বাবার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের চেয়েও তার ওজন বেশি। আমি সে ঐশ্বর্য্য আজ অগাধ পেয়েছি, —আর নয়। দোহাই মা, দোহাই দয়াময়ী! ভ্রাতৃশোকে আমি জর্জ্জরিত হয়েছি, তার ওপরে আর মাতৃশোক দিয়োনা। আমি ভাগ্যহীন—সহ্য হবে না—সহ্য হবে না।

মা। তাইত ঘোষক, তুই যে আমাকে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলি বাপ! আমি তোকে—আমি তোকে—ঘোষক! বলব!

ঘো। কি বলতে ইচ্ছা করেছ—বল।

মা। আমি তোকে প্রতারণা করেছি—

ঘো। প্রতারণা! না মা, শুধু তোমার এই কথায় বিশ্বাস করতে পারলুম না। প্রতারণা? মিথ্যা আদর কখন কি মর্ম্মে প্রবেশ করে?

মা। মিথ্যা—মিথ্যা—ঘোষক! আমি তোকে মুখে আদর দেখিয়েছি—অন্তরে নয়।

ঘো। তোমার চোখের কোণে জল যে মিথ্যা একথা বলতে দিচ্ছেনা!

মা। এখন! ঘোষক, বাপ আমার—এখন—আমার ভেতরে কি হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছিনা।

ঘো। ভাল, মিথ্যাই যদি মনে কর, ত মিথ্যার আদরও আমাকে দেখিয়ো না। কাজ কি মা, আমি তোমার কাছে এত কাল যে আদর পেয়েছি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আবার কেন! তারই ঋণ আমি জন্মে জন্মে শুধতে পারব না। তোমার দয়াতেই আমি এত বড় হয়েছি, নইলে মা-হারা ছেলে কোন কালে যে মরে যেতো মা!

মা। তাইত! তুই কি বললি! আমি এ কি শুনছি!—মাতৃ

স্নেহের কাঙাল। আমি এতকাল তোকে যে কেবল কালসাপিনীর গরল দিয়ে এসেছি, তুই তার ভেতর থেকে কেমন করে মাতৃস্নেহের সুধার কণা খুঁজে খুঁজে বার ক'রে পান করেছিস্! বাদবাকী তীব্র-বিষ - আমার গর্ভের সন্তান স্নেহরস মনে করে পান করতে গিয়ে জর্জ্জরিত হয়ে মরে গেছে। কি বললি ঘোষক! আমার স্নেহ দেখে তোর ভয় হচ্ছে? ভয় হচ্ছে আমি মরে যাব? আয় আমার সন্তান, আয় আমার নয়নের মণি—এতদিন তোকে দেখিনি—স্নেহ করিনি। (মস্তকে ও মুখে হস্ত দিয়া) আয় সন্তান! তোকে স্নেহ করি। কষ্ট বাপ, মলুম কষ্ট! সন্তান-সুখ এই যে আমার প্রাণকে পরিপূর্ণ করলে! তবে সে চলে যাচ্ছেনা কেন? আমি এখনও মরছিনা কেন?

ঘো। অমন ক'রনা মা!

মা। ঘোষক ঘোষক! তুমি আর এ বাড়ীতে

ঘো। থাকবো না—চলে যাব আমি থাকলে, তুমি স্নেহ না দেখিয়ে থাকতে পারবে না। এই স্নেহ! এই স্নেহ! মায়ের আদর এত মধুর! না মা আমি চলে যাব। অজ্ঞানে মা হারিয়েছিলুম—মা যে কি বস্তু জানতুম না—মায়ের অভাব বুঝতে পারিনি। নিয়তি দয়া করলি, তাহলে জীবন রক্ষা কর্—জ্ঞান দিয়ে আমাকে আর মা-হারা করিস্‌নি!

মা। তাই, তাই - তুমি অন্যত্র যাও—মায়ের প্রাণে আজ আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি সুখী হও।

ঘো। আমি তোমাদের কৃপায় কোন দিনই অসুখী নই। তবে আজকের সুখের আমার তুলনা নেই—তবু—তবু আমি চলে যাব—

মা। চলে যাও—চলে যাও—আজই তুমি চলে যাও—তবে দেখ বাপ!—

(নেপথ্যে)। কই কোথায় গো!

ঘো। মা! বাবা আসছেন।

মা। আসছে—আসছে—ঠিক আসছে। তবে দেখ বাপ্! ভক্তি তোমাকে শেখাতে হয়নি—শেখাতে হবেও না। তবু বলি. ওই বৃদ্ধকে কখনও অশ্রদ্ধা ক'রনা।

ঘো। আমিত কখন করিনি মা!

মা। করনি—কখন করনি—জানি করবে না—তবু—তবু বলে রাখছি। ভক্তি তোমার অস্ত্র—ভক্তি তোমার বল—সেই তোমাকে সকল বিপদে রক্ষা করবে। তোমার ভক্তির আকর্ষণে সাপিনী ফণা নামিয়েছে। এই ভক্তিই তোমাকে সকল অবস্থায় রক্ষা করবে।

ঘো। মা—বাবার সঙ্গে আর কে আসছে।

মা। আমি যাচ্ছি—(মুখচুম্বন) নাড়ু আমার শত্রু নয়—গুরু। সে নিজের প্রাণ দিয়ে—আমাকে দেবতার মা করে চলে গেছে। আসি বাপ্—(মুখচুম্বন) আমি আসি। আর দেখা হবে কিনা জানিনা—এই দেখাতেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে—আমার বুকের খালি ঘর সন্তান এসে দখল করেছে। (প্রস্থান)

(ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। গিন্নী চলে গেল?

ঘো। আপনার সঙ্গে কে একজন আসছে দেখে চলে গেল।

ভাঁড়ু। যাক্—যাক্—বাপের দেশের লোক চিনতে পারলে না। গিন্নী খুব আদর করছিল বুঝি? থাক্, থাক—বলতে হবেনা। তোমার চোখের জলেই বুঝেছি, তোমার চোখের জল আমি বড় ভালবাসি। সেই এক দিনের ছেলে থেকে তোমায় দেখে আসছি। কিন্তু কোন দিন তোমাকে কাঁদতে দেখিনি। আজ কেঁদেছ—বেশ, বেশ। মাতৃস্নেহ ভারী মজার জিনিষ। এতদিন একটা হতভাগার জন্যে তোমাকে দেখাতে পারেনি। দেখাবে না—আলবৎ

দেখাতে হবে—ক'দিন চেপে থাকবে! সে শুধু নাড়ু, তুমি আমার আনন্দনাড়ু—আমার একমাত্র বংশধর—এই অগাধ সম্পত্তির মালিক—তোমাকে ক'দিন স্নেহ না দেখিয়ে থাকতে পারে? বেশ, বেশ। এস হে ভাই—এস—গিন্নী চলে গেছে—এস

(মহীধরের প্রবেশ)

মহী। এই আপনার পুত্র ঘোষক?

ভাঁড়ু। এই আমার পুত্র—এখন একমাত্র পুত্র—আমার বংশধর—চিনে রাখ মহীধর! চিনে রাখ। ছেলে আমার—অমনি অমনিই সব চিন—এরকম টিকোলো নাক, এরকম চাঁদপানা মুখ, তুমি কোথাও দেখতে পাবেনা। চোক দুটো কাঁদবার জন্যে একটু ভাব ধার দেখাচ্ছে—নইলে প্রফুল্ল থাকলে টলটল্ করতো।

মহী। এতো অতি লক্ষণযুক্ত ছেলে।

ভাঁড়ু। কেমন? বলেছি না! বাধা লক্ষণ—আমার অগাধ সম্পত্তির মালিক। এর ওপরে আবার আমার মামার। দেখছ কি মহীধর, এই যে দুটি ছলছল চোক—এদু'টী দুনিয়ার যেখানে যার সম্পত্তি, সকলের দিকে পিটপিট ক'রে চেয়ে আছে। দেখে নাও—চিনে নাও শেষকালে যেন আর কাউকেও আমার ছেলে মনে করে, গোল বাধিয়ে ব'সনা।

মহী। না, এ গোল বাধবার মূর্ত্তি নয়। তাহ'লে আপনি পাঠিয়ে দিন—আমি আগে গিয়ে আপনার মামাকে খবর দিয়ে রাখি। বলিগে আপনার নাতি আসছে।

ভাঁড়ু। এখনি বলগে—আর দেরি ক'রনা। মাঝখান থেকে কোন্ বেটা ছাতুখোর না জুটে যায়,—আমার ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে, ফাঁক মেরে মামার বিষয়টা না হাত ক'রে নেয়।

মহী। তা ভয় নেই—তিনিত আপনারই মামা।

ভাঁড়ু আমাকে কি বড়ই বুদ্ধিমান ঠাওরালে নাকি হে!

মহী। তাহ'লে আর কি ঠাওরাব?

ভাঁড়ু। গাড়োল—গাড়োল—পয়লা নম্বরের গাড়োল।

মহী। বলেন কি?

ভাঁড়ু। এক বিঘত তফাৎ নয়—বেহদ্দ বোকা—আমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করি—যাক—সে দুঃখের কথা আর বলনা! এখন মামার কথা—মামা অপুত্রক—বিষয় আমার—সেই বিষয় আমার ছেলেকে দেবে। একটা মরে গেছে—একটা আছে—কিন্তু আমার বরাত সে কখন আছে কখন নেই। এইবেলা—বেলা থাকতে থাকতে—ভাইরে, আমার নাড়ুর বদলে আনন্দনাড়ু—আমি ভাঁড়ু—ভাঁড়ুর এই একমাত্র নাড়ু অবশিষ্ট—চিনে নাও—চিনে নাও (বালককে ধরিয়া) এই মুখ, এই নাক, এই—ওরে বাবা, একিরে!

মহী। কি—কি?

ভাঁড়ু। (উল্লাস প্রকাশ) বড় কি কি নয়—দেখ—চোক কাছে এনে দেখ। একবারে বললে বাবা—আর থেমে বললে বা—বা! দেখছ—দেখছ?

মহী। তাইত! বাহুমূলে একি অপূর্ব্ব ত্রিশূল চিহ্ন!

ভাঁড়ু। কেমন আরত চিনতে গোল হবে না? এই চিহ্ন দেখে নাও। দেহে শিবের ত্রিশূল গাড়া—রোগ দেহে প্রবেশ করতে এলেই তাড়া। যম আর সাড়া দিতে পারছে না! কি বল মহীধর—কি বল?

মহী। না শ্রেষ্ঠি-রাজ, আপনার এ ছেলে দীর্ঘজীবী—তাতে আর সন্দেহই নেই। এ অতি অপূর্ব্ব লক্ষণ—এরকম লক্ষণের ছেলে দেখা যায় না।

ভাঁড়ু। যাও, এইবারে মামাকে খবর দাও।

মহী। না, আর দেরী করব না—তিনি নাতিকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। আমি আগে সংবাদ নিয়ে চল্লুম। আপনিও ঘোষককে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। দেরী করবেন না। বেশী লোকজন সঙ্গে দেবেন না। যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তখন লোকজনকে জানিয়ে উল্লাস করা যাবে। আমি চল্লুম—প্রণাম। (প্রস্থান)

ঘো। ওকে বাবা ?

ভাঁড়ু। বুঝতে পারলেনা বোকা! ও তোমাকে নিতে এসেছে—মামার বিষয়ের মালিক করবে—আর সেখানে এক পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে। তোমার বিয়ে আর না দিলে চলেনা বলে, আমি তাকে মেয়ে দেখতে বলেছিলুম। মামা মেয়ের খবর পাঠিয়েছে। এক ব্যাধ একটা প্রকাণ্ড সিংহের মুখ থেকে এক অপ্সরার মত মেয়েকে রক্ষা করেছে। সে যে কার মেয়ে, কোথাথেকে কেমন করে সিংহের মুখে পড়েছে, তা জানবার উপায় নেই। কেননা সে মেয়ে কোনও কথা কয়না। বোবার মত চুপ। কিন্তু তার রূপের তুলনা নেই।

ঘো। বিবাহ ? আমার ? বাবা! একটী দিনের জন্যও আপনার কথা অমান্য করিনি। বাবা! বিবাহে আমাকে আদেশ করবেন না।

ভাঁড়ু! ও বাবা, সে কি কথা! তুমি আমার বংশধর—আর আমার এই অগাধ সম্পত্তি—বিবাহ করতে আদেশ করব না ? বল কি!—আদেশ এই করলুম—আবার করলুম—আবার করলুম। কথা অমান্য করান—করনা—করনা। মেয়ে বোবা বলে ভয় পাচ্ছ ? কিছু নয়—কিছু নয়। তোমাকে যেমন দেখবে—অমনি বোবার মুখ ফুটে যাবে।

ঘো। এই কাল আমার ভাই মারা গেছে।

ভাঁড়ু। গেলেই বা—গেলেই বা—আমার ভাগ্য, তোমার ভাগ্য—ক'নের ভাগ্য। ঘোষক! আমার বংশধরের বংশধর না দেখলে আমার নাড়ুর অভাব পূর্ণ হবে না।

ঘো। দোহাই বাবা! দু'দিন অপেক্ষা করুন।

ভাঁড়ু। না—না—না—একদণ্ড অপেক্ষা নয়। তুমি কখন প্রতিবাদ করনা—আজ করছ কেন? বুঝতে পারছনা, আমার অবস্থা দিন দিন হীন হয়ে আসছে? আমি কখন আছি, কখন নেই। আমার এই অগাধ সম্পত্তি তুমি জান না—অনুমানেও বুঝতে পারবে না কত! আজ আমি এতকাল পরে প্রথমে তোমাকে অনেক কথা বলছি। কেননা, বলবার সময় এসেছে। আমি রাজশ্রেষ্ঠী। আমার যত ধন, পৃথিবীতে এত ধন কারও নেই।—রাজার নেই। সেই ধনের একমাত্র মালিক এখন তুমি। এক ছেলে—বিশ্বাস কি? তাই মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, তোমার বিবাহ দেব। আমি বংশধর নাতিকে দেখে মরব, নইলে মরে সুখ হবে না। তাই তোমাকে বিবাহ করতে হবে। যাও—আজই—এখনই। আর আমার ধৈর্য্য ধরছে না।

ঘো। এখনই?

ভাঁড়ু। কাল বিলম্ব নয়। কিছু জলটল মুখে দিয়েছ?

ঘো। এই সবে মা স্নান করিয়ে দিয়েছে।

ভাঁড়ু। বস্—তবে আর কি! স্নান করেছ—লোমকূপ দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে জল ঢুকেছে—এখনি রওনা হও।

ঘো। তা হলে পথের খরচ কিছু দিন।

ভাঁড়ু। ও বাবা! তা কি দিতে পারি। তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, তোমার হাতে পয়সা দিয়ে তোমাকে আমি পথেই মেরে ফেলব। পথময় ডাকাত—হাতে একটী পয়সা থাকলে তারা তোমাকে খুন

ক'রে ফেলবে। শুধু হাতে, ময়লা কাপড় পরে ভিখিরীর মতন—বুঝেছ—এর অর্থ কি বুঝতে পেরেছ ?

ঘো। বুঝেছি, তা হলে ডাকাত আর আমার কাছে আসবে না।

ভাঁড়ু। এই ঠিক বুঝেছ। তোমাকে কখন বাড়ীর বা'র হ'তে দিইনি। তুমি পথ ঘাট কিছুই চেনোনা। সোজা রাস্তা, আর মামা নামজাদা ব'লে, তাই তোমাকে পাঠাতে সাহস করছি। তবে কিছু খাওয়া চাই। নইলে চলতে পারবে কেন ? আমি তার ব্যবস্থা আগে থাকতেই করেছি। এই দুক্রোশ আড়াইক্রোশ তফাতে—বাড়ীর কাণাচে বল্লেই চলে—শতগ্রামে আমার এক আত্মীয় আছে তার নাম বেণুসেন, সেইখানে গিয়ে বেণুসেনকে এই চিঠিখানি দেখাবে। যেমন দেখাবে, অমনি একেবারে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সে ব্যক্তি কাঁসারির কাজ করে। তোমার বিয়ে—সারা সহরে সামাজিক বিলুতে হবে। এই জন্য এতে আমি বাসনের ফরমাস দিয়ে দিলুম। সেখানে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করতে হয়, খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে একেবারে জনপদ গ্রামে ধর্ম্মঘোষ মামার বাড়ীতে চলে যাবে এই চিঠি নাও—নিয়ে ময়লা কাপড় প'রে খিড়কির পথ দিয়ে এখনি চলে যাও।

(ঘোষকের ভাঁড়ুর পদধূলি গ্রহণ ও প্রস্থান)

যাও বেটা, জন্মের শোধ চলে যাও। এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছি। মামা বেটা—বক্কি বেটা—যতদিন আমার নাড়ু ছিল, ততদিন বেটার নাতির খোঁজ হ'লনা। আর যেই নাড়ু মরেছে, অমনি নাতির জন্যে মমতা উথলে উঠেছে। নাতির বিয়ে দেবে—তাকে সম্পত্তি দেবে—দিয়ে কাশী যাবে। কতদিন আগে নাড়ুর জন্যে পাত্রী খুঁজতে বলেছিলুম। সে বেঁচে থাকতে সারা দেশের ভেতর থেকে একটা সুন্দরী মেয়ে মিললোনা ! আর এখন অপ্‌সরার খবর

নিয়ে এসেছেন। নাতির বিয়ে দেবেন—বিষয় দেবেন। বসে থাক্ বেটা যক্ষি পথ পানে চেয়ে! তোর কাশীর ক'য়ের মুখ আমি শিগ্‌গির হাঁ করিয়ে দিচ্ছি। কতবার বলেছিলুম, আমি যখন উত্তরাধিকারী, তখন তুমি বুড়ো হয়ে সম্পত্তির হিসেব রেখে মর কেন? আমার হাতে ভার দিয়ে নির্জ্জনে বসে শিব নাম কর। র'স বেটা, তোমাকে শুদ্ধ এবারে জব্দ করছি। যেমন ছোঁড়ার মরবার খবর আসবে, অমনি তোমাকে চেপে ধরব—বলব, আমার ছেলেকে, বিয়ে দেবার নাম ক'রে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছো। এখন ছোঁড়াটা ম'লে হয়। যে রকম হাত ফস্‌কে ফস্‌কে যাচ্ছে, তাতেই মনটাতে ভয় হয়। তবে এবার বাপধনের বেচে ফিরে আসবার কোনও উপায় নেই। না খেয়ে আট ক্রোশ রাস্তা চলতেইত বেটার জিব বেড়িয়ে যাবে তখন পেটের জ্বালায় শতগ্রামে বেণুসেনের কাছে যেতেই হবে বস্—বস্—হয়ে গেছে—হয়ে গেছে—এবারে হয়ে গেছে

(মাগন্দীর প্রবেশ)

মা। হাঁগো! ধোবককে ময়লা কাপড় পরিয়ে কোথায় পাঠালে?

ভাঁড়। গেছে—বেরিয়ে গেছে।

মা। গেল বইকি। একখানা ময়লা কাপড় পরে, খিড়কীর দোর দিয়ে ভিখিরীর মতন বেরিয়ে গেল।

ভাঁড়। বস্—বস্ বস্

মা। আমি খেতে দিতে চাইলুম, খেলে না। বললে—বাবা নিষেধ করেছে, খাবনা।

ভাঁড়। বস্—ঠিক হয়েছে।

মা। ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে নাকি?

ভাঁড়। ছেলেটা কি—ছোঁড়াটা বল—মড়াটা বল। ছেলে নাম

তোমার নাড়ুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ হয়ে গেছে। তাড়িয়ে দেব কি! তাড়িয়ে দিলে যদি নিশ্চিন্ত হতুম, তাহ'লে কি ওই কোথাকার কে বেটাকে এতকাল ঘরে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতুম। মাগন্দী! বেটার হাতে ত্রিশূলের চিহ্ন ছিল, তাকি জানতুম! তাই এত চেষ্টা করেও বেটাকে মারতে পারিনি। এবারে বেটার ত্রিশূল আগে ছাই হয়ে যাবে। তার পর বেটা পট্ পট্, চোঁ চোঁ--চাঁই—ফুঃ। ওই ছাই হয়ে উড়ে গেল। আজ সন্ধ্যে বেলায়, মাগন্দী, সূর্য্যিও যেমন ডুববে, আর বেটার ছেলে ছাই হয়ে বেণুসেনের নাকের ভেতর ঢুকে যাবে।

মা। পুড়িয়ে মারবে?

ভাঁ। পুড়িয়ে—ভেজে মারব।

মা। আর কেন?

ভাঁড়ু। আর কেন কি?

মা। আর মেরে ফল কি ফিরিয়ে আনো।

ভাঁড়ু। কি বললি?

মা। বলি, নাড়ুত আর ফিরবে না। আর, এ বয়সে আমাদের সন্তানও হচ্ছেনা।

ভাঁড়ু। তাতে কি?

মা। আমরা ম'লে একজন ত বিষয় ভোগ করবে।

ভাঁড়ু। হাঁ—করবেইত! তাতে কি?

মা। তোমার যে ভাগ্নে, সেটা মানুষ নয়। সেটা হতভাগা পাজী।

ভাঁড়ু। পাজীইত—পাজী কেন, পাজীর পা-ঝাড়া। তাতে কি?

মা। সেইত আমার ছেলেকে নষ্ট করেছিল। জুয়োখেলা শিখিয়েছিল—মদ ধরিয়েছিল।

ভাঁড়ু। তোর মতলবটা কি বল দেখি। তুই কি বলতে চাস্?

মা। বেশত, তোমার ভাগ্নেকে যত ইচ্ছা সম্পত্তি দাও—আর ওকে কিছু দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও—মেরোনা।

ভাঁড়ু। আরে ম'ল! এর মতিচ্ছন্ন হ'ল নাকি—এ বলে কি!

মা। ওগো! অনেক কাল ধ'রে সে আমাকে মা বলেছে, তোমাকে বাপ বলেছে। তাকে মেরোনা।

ভাঁড়ু। ফের বললে, টুটী চেপে মেরে ফেলব।

মা। তা ফেল—তবু বলছি, মেরোনা।

ভাঁড়ু। তবেরে হারামজাদী। (টুটি ধরিয়া) পিশাচী! ছেলে মেরে ফেলে, তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি এল!

মা। (হাত ছাড়াইয়া) তবে শোন্! আমি পিশাচীই বটে—তবে তোর মতন পিশাচের হাতে পড়েই আমি পিশাচী। পিশাচীতেও মমতা এলো, কিন্তু নরাধম তোতে তা এলোনা! এলোনা,—আর আসবেও না তবে তোর মনস্কামনা—শোন্ পিশাচ, আমি কায়মনোবাক্যে বলছি—তোর মনস্কামনা কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। ঘোষককে যম নিজে এলেও অকালে মারতে পারবে না।

ভাঁড়ু। পারবে না পারবে না—পারবে না? (কেশ ধরিয়া ভূমিতে পাতন)

মা। কিছুতেই পারবে না।

ভাঁড়ু। (গলার নিকট পা তুলিয়া) এখনও চুপ কর্, মাগন্দী!

মা। মেরে ফেল্—আমাকে মেরে ফেল্।

ভাঁড়ু। ফের বললেই মেরে ফেলব। কালী বেশ্যাকে এই জন্যেই মেরে ফেলতে গিছলুম। সে বেশ্যা বলেই মরেনি। তুই যদি না মরিস্, তাহ'লে বুঝবো তুইও বেশ্যা।

মা। মরবে না,—মরবে না,—মরবে না।

ভাঁড়। মরবে না! (গলদেশে পদ প্রহার)

মা। হাঃ—হাঃ—পিশাচের নিজের মুখ দিয়ে বেড়িয়েছে—মরবে না—মরবে না—মরবে না—

ভাঁড়। তবে তুমিই মর—তুমিই মর—তুমিই মর।

(গলদেশে পদপেষণ ও মাগন্দীর মৃত্যু)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

ঘোষক।

ঘো। শতগ্রাম কতদূর বাবা কি জানে না! বাড়ীর কাছে শুনে, মুখে একবিন্দু জল না দিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলুম, সন্ধ্যে হয়-হয়, এখনও শতগ্রামে পৌঁছুতে পারলুমনা। ক্রমে পথ লোকশূন্য হয়ে আসছে, আর যে কাউকে শতগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করব, তারও উপায় ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। হাতে একটা কাণা কড়ি নেই,—একটা চাল মুখে দিয়েও যে পেটের জ্বালা নিবৃত্তি করব, সে ক্ষমতাও আমার নেই। চোক ক্রমে যেন অন্ধ হয়ে আসছে। গা ঝিম্ ঝিম্ করছে। আর বুঝি শতগ্রামে পৌঁছুতে পারলুম না। যতক্ষণ সামর্থ্য ছিল, ততক্ষণ বাবার আদেশ পালন করবার চেষ্টা করলুম। আর সামর্থ্য নেই। বাবা—বাবা! (উপবেশন) আমার মনে অভিমান জাগে কেন! যে সময় গৃহস্থ ঘরের কুকুরটাকে পর্য্যন্ত না খেতে দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দেয় না, সেই সময় তুমি আমাকে ঘর ছাড়তে হুকুম করেছ। মুখে একবিন্দু জল দিতে সময় দিলেনা। অথচ যে শতগ্রামের দোহাই দিলে, সে শতগ্রাম কই? বাবা—বাবা! মনে আজ অভিমান জাগছে কেন? তোমাকে আজ আমার বাপ্ বলতে ইচ্ছা করছে না। মা বললে, আর এ বাড়ীতে ফিরোনা—তোমার ব্যবহারে বোধ হচ্ছে বাড়ীতে আমার আর ফিরতে হবে না। মনে হচ্ছে তুমি আমার কেউ নও। শতগ্রাম কতদূর তুমি জান,—প্রাণ থাকতে

আমি শতগ্রামে পৌঁছুতে পারব না তুমি জান। তাই, না খাইয়ে, খাবার সময়ে তুমি আমাকে ঘর থেকে বিদায় করে দিয়েছ। বাপ হ'লে তুমি এ নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারতে না। আমি মরি—ভিখারী—অন্নাভাবে মরি—কে কোথায় দয়াময় আছ, আমাকে রক্ষা কর!—. শয়ন।)

(উদয়নের প্রবেশ)

উদ। কই, কে কোথায় কাতরকণ্ঠে লোকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে? এই যে, কে তুমি? কি আশ্চর্য্য! এ সেই যুবক না?—একি ভাই! তুমি এমন অবস্থায় এ পথের ধারে শুয়ে কেন?

ঘো। কে তুমি?

উদ। তোমার একজন বন্ধুই মনে কর।

ঘো। শতগ্রাম এখান থেকে কতদূর বলতে পার?

উদ। আর বেশী দূর নেই; এক ক্রোশের মধ্যে।

ঘো। বস্—তুমি বাঁচালে ভাই। (উত্থানের চেষ্টা)

উদ। তুমিই কি সাহায্য চাইছিলে?

ঘো। ভুল করিছি।

উদ। কি ভুল করেছ!

ঘো। সাহায্য চাওয়া ভুল করেছি। বাপের স্নেহের উপর সন্দেহ করিছি।

উদ। দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি সারাদিন কিছু আহার করনি।

ঘো। জল পর্য্যন্ত মুখে দিইনি। বাবা বলেছিল, শতগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ী আহার করতে। সেখানে আহার ক'রে আমি আর এক আত্মীয়ের বাড়ী যাব বলে বেরিয়েছিলুম। বাবা জানতো শতগ্রাম আমাদের বাড়ীর কাছে, তাই না খাইয়ে আমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু সেই এক প্রহর বেলা থেকে বেরিয়ে অবিশ্রান্ত পথ চলে আমি

এখনও পর্য্যন্ত শতগ্রামে পৌঁছুতে পারলুম না। তাইতে বাবার স্নেহের উপর সন্দেহ হয়েছিল।

উদ। তুমি মনে করেছিলে, শতগ্রাম যে কতদূর, তা তোমার বাপ জানে।

ঘো। তাই মনে করেছি

উদ। সন্দেহ গেল কিসে?

ঘো। এই যে দিনের শেষে তোমাকে বন্ধু পেলুম।

উদ। না ভাই, সে নরাধম তোমার পিতা নয়। সে পথের মাঝে তোমাকে না খাইয়ে তোমাকে মারবে বলে, শতগ্রাম কতদূর জেনেও তোমাকে অনাহারে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে—

ঘো। না না—ওকথা আর ব'লনা।

উদ। বেশ, তার স্নেহের উপর তোমার যদি এতই বিশ্বাস, তা হ'লে বলব না। তা হ'লে তুমি শতগ্রামে যাবে?

ঘো। যেতেই হবে। সেখানে বেণুসেনের হাতে আমাকে একখানা চিঠি দিতে হবে।

উদ। আমি যদি তোমার হয়ে দিয়ে আসি?

ঘো। নিষেধ নেই তবে—তবে,—

উদ। বেশ, তোমাকে দিতে হ'লেও ত তোমাকে চলবার সামর্থ্য পেতে হবে?

ঘো। তা হবে।

উদ। তা হ'লে ভাই, আমাকে অনুমতি কর, আমি তোমার জন্য কিছু খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ ক'রে আনি।

ঘো। আনো।

(উদয়নের প্রস্থান এবং মুচুকুন্দ ও সহচরগণের প্রবেশ)

১ম সহ। দুয়ো মুচুকুন্দ—দুয়ো—

২য় সহ। ধের্—শালা। পাঁচকড়ার মুরদ নেই, এখানে জুয়া খেলতে এসেছিস্!

মুচু। মুরদ আছে কি না আছে, এখনি দেখাবরে শালা।

১ম সহ। পালিয়েই যদি গেলি ত কখন দেখাবিরে শালা!

মুচু। কোন শালা বলেরে আমি পালিয়ে যাচ্ছি—

সকলে। দুয়ো মুচুকুন্দ—মাকুন্দ দুয়ো! দুয়ো বেঙ্কটের পোলা—দুয়ো। দুয়ো ভাঁড়ুদত্তের ভাগনে দুয়ো।

মুচু। তোরা যদি বাপের বেটা হ'স, তা হ'লে জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবিনি। আমি এখনি ক্রোর টাকা নিয়ে ফিরে আসছি।

১ম সহ। আসবি?

মুচু। আসব কি, এসেছি জেনে রাখ। তোদের গাঁ শুদ্ধ এবারে বাজী জিতে নিয়ে যাব।

১ম সহ। দেখব, তুই কত বড় বাপের বেটা—দেখব

মুচু। তোরা কত বড় বাপের বেটা আমিও দেখব।

সকলে। বেশ—বেশ দেখা যাবে—দেখা যাবে। তা হলে মুচুকুন্দ দুয়ো নয়—মুচুকুন্দ সুয়ো!

(সহচরগণের প্রস্থান)

ঘো। মুচুকুন্দ!—আমাদের মুচুকুন্দ? কে, ভাই তুমি!

মুচু। কে কথা কইলে?

ঘো। এই যে দেখনা ভাই!

মুচু। ঘোষক? তুমি? আর কি, আর আমাকে পায় কে? ঘোষক—ঘোষক—ভাই! আমাকে রক্ষা কর। শালারা আমার সর্ব্বস্ব জুয়ায় জিতে নিয়েছে। আমি আর বাড়ীতে ফিরব না মনে করেছিলুম—মনে করেছিলুম এ প্রাণ আর রাখব না।

ঘো। বল কি!

মুচু। এ রকম অপমান আমার জীবনে কখন হয়নি। ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন। ভাই! আমাকে রক্ষা কর।

ঘো। আমি কি ক'রে রক্ষা করব?

মুচু। তুমিই একমাত্র আমাকে রক্ষা করতে পারবে—আর কেউ পারবে না। তুমি কখন কোন খেলাতে হারোনি, এই জন্য আমরা তোমাকে নিয়ে কখন খেলিনি। আজ তোমাকে খেলতে হবে।

ঘো। কেমন করে খেলবো? হাতে যে একটী কানা কড়িও নেই।

মুচু। আমি দিচ্ছি। আমার হাতে আছে—তবে একটী মাত্র মোহর—শুধু পথ-খরচের জন্য রেখেছিলুম। এই নাও—এই দিয়ে শালাদের সর্ব্বস্ব জিতে নিতে হবে।

ঘো। কিন্তু ভাই, কিছু না খেয়ে যে আমি উঠতে পারব না। অনাহারে আমার চলবার পর্য্যন্ত শক্তি নেই।

মুচু। কি বোকা! দাও ভাই, আমার কাঁধে ভর দাও—আমি এখনি তোমাকে পেট ভরে খাইয়ে দিচ্ছি।

ঘো। একটী পাশের শব্দে যে আমার জন্য আগেই খাবার [illegible] গেছে!

মুচু। দেরী সইছে না—ঘোষজ দেরী সইছে না। শালারা আমার টাকা নিয়ে সরে পড়লে আর পাওয়া যাবে না। অগাধ টাকা হেরেছি—মায়ের সর্ব্বস্ব।

ঘো। বেশ, চল—তবে আর একটী যে কাজ আছে! শতগ্রামে বেণুসেনকে দেবার জন্য বাবা আমার হাতে এক চিঠি দিয়েছে—আজই দিতে হবে।

মুচু। আমি দিয়ে আসছি—দাও আমার হাতে—আমি এখনই দিয়ে আসছি।

ঘো। আমি জিতবো তোমার বিশ্বাস?

মুচু। জিতেছ—জিতেছ—আমি দেখতে পাচ্ছি—আমার সব টাকা ফিরে এসেছে। নাও চল ভাই, চল—শালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব—চলো। (উভয়ের প্রস্থান।

(উদয়নের পুনঃ প্রবেশ)

উদ। যুবক আমাকে চিনতে পারেনি। এ সুবিধা আমি ত্যাগ করব না। এবারে কৌশলে তার পরিচয় জেনে নেব। পরিচয় জানতেই হবে কে পাষণ্ড পিতৃনাম নিয়ে এই নিরীহ যুবকের উপর অবিরাম অত্যাচার করছে, এ আমাকে জানতেই হবে। কই হে বন্ধু কোথায় তুমি? তাইত কোথায় গেল—কোথায় গেল? কোথায় গেলে হে ভাই? যে চলতে একান্ত অসমর্থ, সে দেখতে দেখতে কোথায় মিলিয়ে গেল! দুরাত্মা নিশ্চয়ই তার পিছনে পিছনে লোক রেখেছে। এই দূরে এনে আজ তাকে মেরে ফেলবে। সমগ্র সন্ধ্যা—অনাহারে যুবক চলচ্ছক্তিহীন—বিদেশ—পথঘাট চেনে না—পালিয়েও যে প্রাণ বাঁচাবে তার উপায় নেই! আমার আশ্রয় পেয়েও তাকে দুরাত্মার হাতে প্রাণ দিতে হ'ল। শতগ্রাম—বেণুসেন—বাঁচাতে না পারলে, আমাকে ধিক্!—আমার নামের কোন মূল্য নেই!—

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। মহারাজ—কই মহারাজ?

উদ। কি সংবাদ মাতুল?

বল। মায়ের সংবাদ পেয়েছি।

উদ। বেঁচে আছে—অনুরাধা বেঁচে আছে?

বল। বেঁচে আছে। কিন্তু বাঁচার চেয়ে তার সিংহের উদরে যাওয়া ভাল ছিল।

উদ। মানে কি?

বল। এক কিরাত তাকে সিংহমুখ থেকে রক্ষা করেছে। রক্ষা করে সে অনুরাধার দান-বিক্রয়ের অধিকারী। কিরাত তাকে বিক্রয় করবে। জনপদের শ্রেষ্ঠী রাজশ্রেষ্ঠীর পুত্রের জন্য অনুরাধাকে ক্রয় করতে কিরাত-ভবনে গমন করছে। যদি অবিলম্বে অর্থ দিয়ে রাজকুমারীর উদ্ধার করা না হয়, তা হলে রাজা উদয়নের ভগিনী বৈশ্যের ক্রীতদাসী হবে।

উদ। তাইত। এ সংবাদ দিয়ে আমাকে যে বিষম সঙ্কটে ফেললেন!

বল। সঙ্কট কেন রাজা? রাজকুমারীকে উদ্ধার করতে কি আপনার ইচ্ছা নেই!

উদ। ইচ্ছা নেই! এখনি উদ্ধার করতে পারলে পরদণ্ডের বিলম্ব করি না। ভগিনী ক্রীতদাসী হলে তার মৃত্যুর চেয়ে আমার যন্ত্রণার কারণ হবে। আপনি এখনি রাজধানীতে যান, গিয়ে রাজকোষ শূন্য করলেও যদি ভগিনীর উদ্ধার হয়, তাই করুন।

বল। একাজের জন্য আপনার আদেশের অপেক্ষা করতুম না; কিন্তু রাজধানী যাবার বিলম্ব সইবে না।

উদ। বলেন কি!

বল। যদি ভগিনীর উদ্ধার করতে চাও, যদি বংশে মর্য্যাদা রক্ষা করতে চাও, তা হলে আর এক লহমাও দেরী কর না।

উদ। তাইত! এক দিকে না গেলে নরক, অন্য দিকে না গেলে মর্য্যাদা-নাশ—মাতুল! বলুন—শীঘ্র বলুন—কোন দিকে যাই।

বল। নরক কি?

উদ। নরক—নরক—আমার আশ্রিত যুবক আজ মরণাত্মক দস্যুর হাতে পড়েছে। এতক্ষণ বুঝি তাকে মেরে ফেললে।

আপনি যা পারেন তাই করুন—আমি পারলুম না—আমি পারলুম না! (প্রস্থান)

বল। ব্যাপারখানা কি, কিছু যে বুঝতে পারলুম না! (উচ্চস্বরে) যদি আপনার সন্ধান করতে হয়, কোথায় করব—বলে যান—কোথায় সন্ধান করব?—যা—বিদ্যুৎ বেগে রাজা ছুটে গেল! তাইত। এ বিষম ভার মাথায় নিয়ে আমি কি করি?

(কালীর প্রবেশ)

কালী। ওগো, তুমি কেগো? এই পথ দিয়ে একটি ছেলেকে চলতে দেখেছ?

বল। কে?—কালী?

কালী। বা—বা! রাও? তুমি এখানে? আমার ছেলে এই পথে এসেছে? তুমি দেখেছ?

বল। তোমারই ছেলে?

কালী। দেখেছ—দেখেছ রাও?

বল। রাজা কি তাকেই রক্ষা করতে ছুটে গেলেন?

কালী। রাজা—রাজা? তা'হলেই ঠিক হয়েছে। রাজা রক্ষা করতে ছুটেছে? ঠিক জান?

বল। রাজা বললেন—আমার এক আশ্রিত যুবক নরঘাতক দস্যুর হাতে পড়েছে,—আমি তাকে রক্ষা করতে চললুম।

কালী। তা'হলেই ঠিক হয়েছে।—পাপিষ্ঠ আমার ছেলেকে এক ময়লা কাপড় পরিয়ে, দুপুর বেলায় এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত খেতে না দিয়ে, বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে। দূরদেশে মরতে পাঠিয়ে দিয়েছে। না খেয়ে যদি না মরে, তবে ডাকাত দিয়ে তাকে মেরে ফেলবে।

বল। কে সে পাপিষ্ঠ কালী?

কালী। এখন বলব না রাও—আগে রাজাকে ফিরতে অবসর দাও।

বল। রাজা এমন ব্যাকুল হয়ে ছুটেছেন যে, তাঁর যে কি বিষম বিপদ, তা তিনি ভাববার কথা দূরে থাক্—ভাল করে শোনবার পর্য্যন্ত অবকাশ পেলেন না!

কালী। রাজার আবার কি বিপদ?

বল। তুমিই ঘটিয়েছ—জাননা?

কালী। আমি ঘটিয়েছি!

বল। তোমার কথাতেই তিনি রাজকুমারীর সন্ধানে বেরিয়েছেন।

কালী। সন্ধান পাওনি?

বল। পেয়েছি।

কালী। পেয়েছ—তবে আবার কি? ওদিকে আমার ছেলেকে আনতে রাজা ছুটলো, এদিকে রাজকুমারীকে পাওয়া গেল—তবে আবার কি?

বল। কিন্তু পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া ছিল ভাল।—এখন যদি লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা না পাওয়া যায়, তাহ'লে রাজা উদয়নের ভগিনী তাঁরই এক চাকরের ক্রীতদাসী হবে।

কালী। এখনি?

বল। এখনি। রাজধানীতে ফিরে টাকা আনবার দেরী সইবে না।

কালী। দেখ দেখি রাও—এ কাগজখানা কি! আমি মেয়েমানুষ পড়তে জানি না। এতে দেখত কি লেখা আছে? (কাগজ প্রদান,

বল। (পড়িয়া) এ কি! এযে রাজার পাঞ্জাসই হুণ্ডী—লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা! কালী—কালী!

কালী। আর কালী কালী কেন?—যাও—যাও—দুর্গা-দুর্গা বলে চলে যাও।

বল। কালী—কালী! ফিরে এসে কৃতজ্ঞতা জানাবো—কি করলি বুঝিয়ে দেব। (প্রস্থান।

কালী। যাও—যাও। নিয়তি জাল গুটিয়ে আনছে—যেখানে যাকে নিয়ে কাহিনী সব এক সঙ্গে জড় হ'ল। তবে আমার ছেলের প্রাণ রাজা রাখবে—না নিয়তি তুমি রাখবে? শেষকালে কে জয়-পতাকা হাতে করবে,—রাজা, না তুমি? আমাকে দেখতে হ'ল—দেখতে হ'ল। প্রাণপণে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেও মমতাহীন বারাঙ্গনা যাকে মারতে পারেনি, আজ কে কোথায় যমকিঙ্কর আমার সেই ছেলেকে মারতে এসেছে!—যার হাত থেকে উদ্ধার করতে রাজার সাহায্যের প্রয়োজন হল! আমাকে দেখতে হ'ল—দেখতে হ'ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম-প্রান্ত।

বেঙ্কট।

বে। নিঝুম—নিঝুম—নিঝুম! এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। ভাঁড়ুদত্তের কণ্টক এতদিন পরে পুরে ছাই হয়ে গেল। আমার মুচুকুন্দ একা—একা—একা। নাড়ু গেছে, পুত্রশোকে বুড়ী মরেছে, ঘোষক পুড়ে ছাই! কি মজা—কি মজা! দেখতে দেখতে আমার মুচুকুন্দ অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক—পৃথিবীতে সবার বড় শ্রেষ্ঠী—কি মজা—কি মজা—কি মজা! মরেছে—এতক্ষণে নিশ্চয় মরেছে—তবু একবার নিজের চোখে না দেখলে মনস্থির হচ্ছে না।

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। এখনও ত ফিরল না! আর কতক্ষণ আমি তার জন্য অপেক্ষা করব? কতক্ষণ তার টাকা আগলে বসে থাকব? জনপদ গ্রামে যাবার সঙ্গী পেয়েছি, সে আর এক দণ্ড অপেক্ষা করতে পারবে না। আমি এদেশের পথ-ঘাট কিছু চিনিনা। জনপদ যাবার এমন সুবিধা আর পাব না। তাইত মুচুকুন্দ করলে কি! চিঠি দিয়ে চলে আসবে—তবে এত দেরী করছে কেন?

বে। কি রকমটা হ'ল! একি স্বপ্ন দেখছি নাকি! (চক্ষু মুছিয়া) না, স্বপ্নত নয়! সেই হতভাগাটাইত বটে! আরে ম'ল! এ এখনও এখানে ঘুরছে! চিঠির মর্ম্ম জানতে পেরেছে নাকি! না পথ চিনতে পারেনি বলে যায় নি!

ঘো। কিন্তু বুড়ো আমাকে দেখে অত কাঁদলে কেন? আমার মাথায় হাত দিলে, মুখে চুমো খেলে! তাকে দেখে আমার প্রাণটাও কেমন উথলে উঠলো!

বে। না না—মুখ্খু—চিঠি পড়তে জানে না। কাউকে দিয়ে যে পড়াবে সে বুদ্ধিও তার নেই। বোধ হয়, বেণুসেনের বাড়ী চিনতে পারেনি।

ঘো। আজ আমার কি আনন্দের দিন! সকালে সর্ব্বপ্রথম মায়ের মমতা পেলুম, সন্ধ্যেবেলায় বন্ধু পেলুম, আর এখন—জীবনের সর্ব্বপ্রথম এক অজানা বুড়োর কাছে এমন মমতা পেয়েছি যে, বাপের কাছেও ইহজন্মে তা পাই নি। তাইত! এমনটা হল কেন? এমন ভালবাসা সে আমাকে কেন বাসলে? জনপদ গ্রামে যাচ্ছিল— আমার কথা শুনে, আমাকে দেখে দাঁড়ালো। এখন আবার আমার টাকা আগলে বসে আছে! তাইত! মিছামিছি তাকে আটকে রেখেছি! মুচুকুন্দ করলে কি! এখনও এলো না!

বে। ঘোষক!

ঘো। কে—মামা?—ঠিক হয়েছে। মামা! শীগগির এসো মুচুকুন্দ জুয়াখেলায় হেরে গিয়েছিল। আমি সেই সমস্ত টাকা উদ্ধার করেছি। এসো, শীগ্‌গির এসে নিয়ে যাও।

বে। মুচুকুন্দ! সে এখানে? সে এখানে? না—না সে বাড়ীতে বাড়ীতে—বাড়ীতে

ঘো। না—বাড়ীতে না। তুমি জাননা সে এখানে পাশা খেলতে এসেছিল। পাশায় হেরে মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। পথে আমার সঙ্গে দেখা।

বে। সে হতভাগা কোথায়?

ঘো। সে আমাকে খেলতে বসিয়ে আমার চিঠি নিয়ে—

বে। য়্যাঁ—

ঘো। শতগ্রামে

বে। য়্যাঁ!—

ঘো। বেণুসেনের বাড়ী—

বে। য়্যাঁ!—

ঘো। ওকি মামা য়্যাঁ-য়্যাঁ করছ কেন? সে যাব আর আসব বলে চলে গেছে।

বে। ওরে বাবারে—ওরে বাবারে—

ঘো। ওকি মামা? কি হয়েছে—কি হয়েছে! বেণুসেনের বাড়ী গেছে—তাতে কি হয়েছে!

বে। ওরে বাবারে—ওরে বাবারে!—(প্রস্থান)

ঘো। ও মামা! টাকা নিয়ে যাও——টাকা নিয়ে যাও।

(নেপথ্যে বে।) ওরে বাবারে—ওরে বাবারে—

(বেগে কালীর প্রবেশ ও ঘোষককে ধারণ)

কালী। থাক্—থাক্—কোথা যাও বাপ আমার ?

ঘো। একি মা, তুমিও এখানে এসেছ ? এ সব ব্যাপার কি মা।

কালী। বোঝবার সময় হ'লে আপনি বুঝবে। আর দাঁড়িয়ো না—চলে এস। টাকার কিনারা আপনি হবে। এক বৃদ্ধ বিশ বৎসরের হারাণো ছেলে খুঁজে পেয়েছে। বিশবৎসর আগে এক সদ্যোজাত শিশুকে মরে গেছে মনে করে, সে পথের পাশে নিক্ষেপ করেছিল ; নিয়তির খেলায়—পথের হাওয়া খেয়ে সেই ছেলে বেচে উঠেছিল বিশবৎসর পরে সেই আবার পথেই কুড়িয়ে ছেলেকে পেয়েছে। আনন্দে বৃদ্ধ পাগলের মত হয়েছে। জনপদগ্রামে তার সেই ছেলের আজ বিয়ে। তোমার অপেক্ষায় সে সমস্ত আনন্দ আগলে বসে আছে দেরি ক'রে তার পূর্ণ সুখে হন্তারক হয়ো না চলে এস—চলে এস।

ঘো। এত বড় আশ্চর্য্যের কথা মা।

কালী। বড় আশ্চর্য্য—বড় আশ্চর্য্য ! সেই ছেলের আজ বিয়ে বৃদ্ধ সেই বিয়ে দেখতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমি আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সেই বিয়ে দেখতে যাব। সেখানে গিয়ে দেখব, তার ছেলে কি আমার ছেলে ক'নেকে জয় করে ঘরে নিয়ে আস।—চলে এস – চলে এস।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারখানা।

বেণুসেন ও সহচরদ্বয়।

১ম স। কি হ'ল কর্ত্তা, দুপুরও যে যায় যায়! শীকার ভাগলো নাকি?

বেণু। ভাগবে কিরে শালা—ভাগবে কি! ভাঁড়ু দত্তের টাকা আমার ঘরে ঢুকেছে—যা কথন হবার নয়, তাই হয়েছে। ফস্‌কাবে বললেই হল। আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আসছে—সুড় সুড় করে আসছে। ধুনি জ্বালিয়ে রেখেছি। ধুনির আগুন মানুষের রক্তপান করবার জন্য জিব লক্‌লক্ করছে। ঘুটঘুটে আঁধার দেখতে পাচ্ছিস্ না! তাই আস্তে আস্তে—ত্রস্তে ত্রস্তে—হামাগুড়ি দিয়ে ধুনির খোরাক আসছে।

নেপথ্যে। কে আছ?

ওই! ওই! (সকলের নীরবে আগ্রহ প্রদর্শন) তইরি হয়ে বসে থাক্—চুপ্-চুপ্—হুঁসিয়ার! যেন নিশ্বাসের শব্দ না হয়।

১ম স। ওই-ওই—চলে আয়—চলে আয়—চুপে চুপে—পা টিপে ওই—ওই!

(সকলের প্রস্থান,—মুচুকুন্দকে, লইয়া বেণুসেনের প্রবেশ)

মুচু। এইবারে আমি যাই।

বেণু। যাবে—ঠিক যাবে। একটু—একটু—অপেক্ষা—(পত্র পাঠ) অপেক্ষা—অপেক্ষা।

মুচু। আর অপেক্ষা কেন, আমি দাঁড়াতে পারব না—আমার অনেক কাজ।

বেণু। একটু—একটু! হাঁ হাঁ! তুমি রাজশ্রেষ্ঠীর কে?

মুচু। (স্বগতঃ) বেটার কাছে খাট হ'তে যাব কেন? (প্রকাশ্যে) আমি তাঁর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

বেণু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—ঠিক হয়েছে!

মুচু। ওকি! অমন ক'রে হাসছ কেন?

বেণু। হিঃ হিঃ-হিঃ-হিঃ—উত্তরাধিকারী—ঠিক হয়েছে—উত্তরাধিকারী।

মুচু। ওকি! আলো নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে দাও।

বেণু। এই যে, লম্বা সোজা দেখিয়ে দিচ্ছি বাপধন! ব্যস্ত কেন? উত্তরাধিকারী—উত্তরাধিকারী।

মুচু। তবে দেরি করছ কেন—কি পথ দে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এলে—আলো না হ'লে আমি যে যেতেই পারব না। পথ দেখিয়ে দাও—পথ দেখিয়ে দাও!

বেণু। হুঃ-হুঃ-হুঃ-হুঃ!—এই যে তোমাকে একেবারে লম্বা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি! ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমি যে উত্তরাধিকারী! তোমারই অপেক্ষায় এই রাত দুপুর পর্য্যন্ত আমরা ব্যাকুল হয়ে বসে আছি।

মুচু। ওকি আলো নিবিয়ে দিলে কেন? পথ দেখিয়ে দাও,—পথ দেখিয়ে দাও—ওগো! আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। (পলায়নোদ্যোগ)

বেণু। হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ (মুচুকুন্দকে ধারণ) দাও—উত্তরাধীকারীকে পথ দেখিয়ে দাও।

মুচু। দোহাই ভুল হয়েছে—আমি নই—তাঁড়ুদত্তের আমি কেউ নই—ছাড়—ছাড়—দোহাই ছাড়—

(সহচরদ্বয়ের প্রবেশ)

সকলে। হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ—(মুচুকুন্দকে ধারণ)

মুচু। মেরোনা-মেরোনা—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—পায়ে পড়ি—ছেড়ে দাও। মা—মা—বাবা—বাবা—আ-ওঁ-ওঁ-ওঁ।

(মুচুকুন্দকে হস্ত-পদ-মুখ-বদ্ধ করিয়া সকলের লইয়া প্রস্থান]

পটপরিবর্ত্তন।

অগ্নিকটাহ।

বেণু! সোঁ-সোঁ—সোঁ—আর কেন! ভাঁড়ুদত্তের কণ্টক পুড়ে ছাই হল। ধুনির ক্ষিধে মিটে গেল। এবারে তেষ্টা মিটিয়েছে। ঢাল্ জল। আর্ত্তনাদ থেমে যাক্, চিহ্ন ধুয়ে যাক্—ঢাল্ জল—ঢাল্ জল।

(বেঙ্কটের বেগে প্রবেশ)

বে। সেন—সেন! আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও।

বেণু। কি হয়েছে কে তুমি? বন্ধু? গোল কর'না—গোল কর'না। তোমার কার্য্য শেষ করেছি।

বে। ভুল হয়েছে—ভুল হয়েছে—আমার ছেলে—আমার ছেলে

বেণু। তোমার ছেলে।

বে। সে আসেনি—তার বদলে আমার ছেলে এসেছে। বাঁচাও সেন—আমাকে বাঁচাও।

বেণু। (হাস্য) আর কে বাঁচাবে বন্ধু! শুনছনা—গোঁ গোঁ—আগুনের শিখায় আবার আর্ত্তনাদ ভেসে উঠেছে। হাঃ-হাঃ হাঃ-হাঃ কে বাঁচাবে? কে বাঁচাবে?

বে। মুচুকুন্দ—মুচুকুন্দ—বাপ্ আমার—(মূর্চ্ছা)।

বেণু। কি বুঝছ—কি বুঝছ! এখন যদি নিজেরা বাঁচতে চাও, তাহ'লে একেও মারো। দেরী করনা—এইবেলা—এইবেলা—

১ম স। তবে আর কেন রে ভাই!

সকল। ধরো-ধরো-ধরো—ধুনির ক্ষিধে মেটেনি—ধরো-ধরো—

(বেঙ্কটকে ধরিয়া সকলের অগ্নিকটাহে নিক্ষেপের উদ্যোগ।—
সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে উদয়নের প্রবেশ এবং সকলকে
ধৃত করণ ও বন্ধন)

উদ। (নেপথ্যাভিমুখে) চারিদিক থেকে ঘেরাও কর্, যেন একবেটা পাষণ্ডও না পালাতে পারে। যদি আমার বন্ধু জীবিত থাকে, তবেই এদের রক্ষা—নইলে পাপের শাস্তি স্বরূপ এদের বংশ একেবারে নির্মূল করে দেব। বল্ নরপিশাচ! এ কাকে তোরা হত্যা করছিলি?

বেণু। এ ব্যক্তি কৌশাম্বীর একজন শ্রেষ্ঠী।

উদ। একে মারছিস কেন?

বেণু। ওর ছেলেকে আমরা পুড়িয়ে মেরেছি। ও মরা ছেলের জন্য শোক করছিল, তাইতে ওকেও আমরা পুড়িয়ে মারছিলুম।

উদ। দে—এই [illegible] আগুনে ফেলে দে।

(বেগে কালীর প্রবেশ)

কালী। ক্ষান্ত দাও—রাজা ক্ষান্ত দাও। আমার ছেলে বেঁচে আছে।

উদ। সত্য? সত্য? সত্য?

কালী। সত্য—রাজা সত্য? ছেলে বেঁচেছে। আমি তার বিবাহে তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

বেণু। রাজা? মহারাজ! আমরা যাকে মারবো বলে আগুন জ্বেলে বসেছিলুম, তাকে মারতে পারিনি। যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে

আছে, এ ব্যক্তিও আমাদের ষড়যন্ত্রের ভেতর লিপ্ত ছিল। কিন্তু ভুল ক্রমে আমরা এরই ছেলেকে মেরে ফেলেছি।

কালী। ছেড়ে দাও নিয়তির হুকুমে ওরা আপনারাই আপনাদের শাস্তি দিয়েছে। রাজা, আমার পুত্রের আশ্রয়দাতা মানুষ নয়—নিয়তি—নিয়তি—নিয়তি

উদ। যা নরাধম—বেঁচে গেলি! মা! বারংবার তুমি আমাকে পরাস্ত করলে। আমার সমস্ত দম্ভ চূর্ণ হ'ল। আমার শক্তি-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে আসছে—মাথা ঘুরছে! দুরাত্মাদের মুক্ত কর। এ পাপাত্মার মূর্চ্ছাভঙ্গ কর। জাগিয়ে দাও—সময়কে ফাঁকি দিতে ও যে মধুর মোহে ডুবে থাকবে, তা হবেনা। জাগিয়ে দাও—জাগিয়ে দাও।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ

ভাঁড়ূদত্ত

ভাঁড়ূ। একি হ'ল! বেঙ্কট করলে কি! সারারাত্রি জেগে ঘোষকের মৃত্যু সংবাদ প্রতীক্ষা করছি, কিন্তু কই! বেঙ্কট ত এখনও ফিরল না! সে কাজ নিষ্পত্তি করতে পারলে না নাকি! তা হ'লেইত সর্ব্বনাশ! যে বেটার জন্য স্ত্রী পুত্রহত্যা করলে, আমি স্ত্রীহত্যা করলুম, সে বেটা বেঁচে রইল! না, না তা হ'তেই পারে না। সে মরেছে—মরেছে—মরেছে।

(ভানুমতীর প্রবেশ)

এইযে—এইযে ভানু,—ভানু খবর কি? বেঙ্কট এসেছে?

ভানু। দাদা!

ভাঁড়ু। কি কি—শিগ্‌গির বল্—দাদা বলে চুপ করলি কেন? বেঙ্কট এসেছে? আরে মল! মুখ অমন ক'রে রইলি কেন? কাপর দিচ্ছিস কেন? শিগ্‌গির বল্—বেঙ্কট এসেছে?

ভানু। এসেছে।

ভাঁড়ু। তারপর কি বল্? বল্ শুধু এসেছে—না খবর নিয়ে এসেছে?

ভানু। সে মরে এসেছে—খবর আর কি দেবে দাদা!

ভাঁড়ু। তবু খবর দেবে—বল শিগ্‌গির বল।

ভানু। দাদা! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার বাছা নেই

(উপবেশন)

ভাঁড়ু। নেই কিরে! ওঠ—ওঠ ব্যাপার কি আমাকে বুঝিয়ে বল্? মুচুকুন্দ নেই কি? সে কি কোথাও চলে গেছে?

ভানু। আমাকে জন্মের মতন কাঁদিয়ে চলে গেছে

ভাঁড়ু। মারা গেছে?

ভানু। দাদা! মুচুকুন্দ বিহনে আমি কেমন ক'রে থাকব?

ভাঁড়ু। হুঁ! মারা গেছে। ভাঁড়ুদত্তের পুত্র গেল, স্ত্রী গেল, ভাগনে অবশিষ্ট ছিল,—সেও গেল। কি করে—না থাক—এর পরে জিজ্ঞাসা করব। শোক করবার ঢের সময় আছে ভানু! এর পর ভাই-ভগিনীতে একত্র বসে যাদের যাদের হারিয়েছি, তাদের জন্ত শোক করব। আর শোক—তাই বা কেন? কিসের শোক? আমার অগাধ সম্পত্তি ভোগ করতে অবশিষ্ট রইলি একমাত্র তুই। যার টাকা আছে তার ছেলেপুলে সব আছে। তার আবার শোক কি? যার ভোগ আছে সে থাকবে, যার ফুরিয়েছে সে চলে যাবে। এই যে আমি স্ত্রী-পুত্রবিয়োগে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। শোক আবার কি। মুচুকুন্দ মরে গেছে—যাক—টাকা হাতে পড়লে দুনিয়ার

হাহরে মা ব'লে তোর কাছে ছুটে আসবে। একটা ছেলে মরেছে, তার বদলে হাজার ছেলে পাবি। হাজার পুষ্যিপুত্তুর দশহাজার বৎসর দু'হাতে খরচ কয়লেও তোর টাকা ফুরতে পারবে না। নে বল্– সে ছোঁড়াটার কি হ'ল, শিগ্‌গির বল্।

ভানু। দাদা তুমি কি নিষ্ঠুর!

ভাঁড়ু। তুইও নিষ্ঠুর হবি। আমার একশো ক্রোর মোহরের সম্পত্তি। সোণার পাহাড়, জহরের গাছ, গজমুক্তোর লতা, চুণীর ফুল, হীরের ফল—ভানুমতি! আমার তালা-বন্ধকরা ঘরে চাঁদ সূর্য্যি গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ভানু। তোমার এত ঐশ্বর্য্য!

ভাঁড়ু। হাঁ ওরে! আমার ঐশ্বর্য্য দেখলে কুবেরের ঈর্ষা জেগে উঠবে। ধনীর আবার পুত্রকন্যা কেরে? তার মায়া-মমতার লোক নেই—মরে গেলে কারও শোক নেই। দুনিয়া বসে বসে তার মরণ ডাকছে। মরতে দেরি দেখলে, ছেলে পুলেরাই তাকে মেরে ফেলে। এই ঐশ্বর্য্যের যদি মালিক হ'তে চাস্—

ভানু। আমি এই ঐশ্বর্য্যের মালিক হব?

ভাঁড়ু। তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে ভানুমতি?

ভানু। ঘোষক যে রয়েছে দাদা!

ভাঁড়ু। চোপ্! সে থাকবে কি?—তার জন্য আমার স্ত্রী গেছে, পুত্র গেছে, আগুনে গেছে, সে বেঁচে থাকবে! সে মরেছে—মরেছে—মরেছে

ভানু। দাদা! ঘোষক মরেনি।

ভাঁড়ু। চোপ্।

ভানু। না দাদা, সে মরেনি: তাকে মারতে গিয়ে আমার মুচুকুন্দ—

ভাঁড়ু। চোপ্—চোপ্—চোপ্।

ভানু। ওগো কড়ায় পুড়ে মরেছে গো!

ভাঁড়ু। খুন করব—ফের বললে খুন করব।

ভানু। দোহাই দাদা, তুমি গুরুজন—তোমাকে মিথ্যা কথা কইনি।

ভাঁড়ু। (দন্তে দন্তপেষণ ও ভানুমতীকে লগুড় প্রহার) মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা।

ভানু। ওগো কে আছ—রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(দাস-দাসীগণের প্রবেশ)

সকলে। কি কর প্রভু, কি কর ?

ভাঁড়ু। হতভাগী, জুয়াচুরী করবার আর জায়গা পাওনি। বল্ মরেছে—বল্ মরেছে।

ভানু। তুমি মর—তুমি মর—তোমার টাকায় আমার শোক যেতো না,—তোমার মারে আমার শোকদুঃখ সব গেল। আমি মরেছি—এইবারে তুমি মর। তোমার সম্পত্তি ঘোষক এসে ভোগ করুক।

ভাঁড়ু। ঘোষক ভোগ করবে—ঘোষক ভোগ করবে!—(পুনঃ প্রহার)

সকলে। কি কর—কি কর প্রভু! মরে গেল—মরে গেল।

ভানু। মারো—যত মারতে পারো মারো—ঘোষক ভোগ করবে—করবে কি করেছে।

(ভাঁড়ুর পুনঃ প্রহারোদ্যোগ, সকলের ধারণ।—বেঙ্কটের প্রবেশ।)

বে। কি—কি ব্যাপার কি! ওরে শালা, তুমি স্ত্রীকে মেরেছ, আবার ভগিনীকে মেরে ফেলছ!

ভাঁড়ু। জুয়াচোর! বাটপাড়! ঠকিয়ে নেবার আর জায়গা পাওনি!

বে। ভানুমতি!—ভানুমতি!

ভানু। ওগো, আমাকে ধর আমাকে মেরে ফেলেছে—মেরে ফেলেছে।

ভাঁড়ু। ফেলবে না—তোর এই চোর স্বামী 'বেণুসেনকে দেব' বলে, আমার কাছে দশ দশ হাজার মোহর নিয়ে গিয়েছে। বাটপাড়! টাকাগুলি লোপাট করে, ছেলে মরেছে বলে দমবাজী দিতে আমার বোনকে পাঠিয়ে দিয়েছ। দে চোর, আমার টাকা ফিরিয়ে দে।

বে। তবেরে শালা, খুনে, ডাকাত! তুমি স্ত্রীকে মেরে ফেলেছ, আবার ভগিনীকেও মেরে ফেললে! (ভাঁড়ুর পেটে পদাঘাত) (পেটে হস্ত দিয়া, গভীর বেদনাব্যঞ্জক শব্দ করিয়া ভাঁড়ুদত্তের উপবেশন।)

সকলে। ওগো কি হ'লো—কি হ'লো! কি করলে পিসে—কি করলে?

বে। শালা, তোমার বুদ্ধিতে এক নির্দ্দোষ ছেলের অনিষ্ট করতে গিয়ে, নিজের ছেলেকে হারিয়েছি। পুত্রশোকে অধীর হয়ে আমার স্ত্রী তোমার কাছে সান্ত্বনা পেতে এলো—তুমি কিনা তাকে মেরে ফেললে! পাজী, তোর টাকাতে লাথী মেরে, তোর মুখে লাথী মেরে এই আমি সম্পর্ক শেষ করে চললুম।

(ভানুমতীকে লইয়া প্রস্থান)

ভাঁড়ু। দেওয়ানকে ডেকে দে—দেওয়ানকে ডেকে দে। উঁ—আঁ—ডেকে দে—সব গেল—ডেকে দে

(দেওয়ানের প্রবেশ)

দে কি—ব্যাপার কি ! একি প্রভু ! আপনি মাটিতে পড়ে কেন ? এরকম করছেন কেন ?

ভাঁড়ু। মরছি—দেওয়ান মরছি—শিগ্‌গির তুমি রাজাকে খবর দাও ! যাও—বিলম্ব করনা আমি রাজার সুমুখে বিষয়ের ব্যবস্থা করব।

দে। না, না—ওকথা মুখেও আনবেন না।

ভাঁড়ু। যা বললুম শিগ্‌গির কর—আমি বেশিক্ষণ বাঁচব না বিষয়ের—ব্যবস্থা—উ—যাও—আঁ—যাও।

(দেওয়ানের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

অট্টালিকার সম্মুখ

কিরাত ও জনপদ শ্রেষ্ঠী।

শ্রেষ্ঠী। মেয়েকে দেখা, তবে ত দর।

কিরাত। আগে টাকা দিবি তবে বিটীকে দেখবি।

শ্রেষ্ঠী। তারপর তোর মেয়ে যদি পছন্দ না হয় ?

কিরাত। টাকা রেখে চলে যাবি।

শ্রেষ্ঠী। দশ দশ হাজার মোহর অমনি অমনি দিয়ে যাব ?

কিরাত। বুঝবি, বুঝে দিবি না বুঝিস, দিবি কেন ?

শ্রেষ্ঠী। আরে মল ! এত বিষম বিপদে পড়লুম। বেশ, এক

হাজার মোহর অগ্রিম নে। যদি পছন্দ না হয়, ওই এক হাজারই আমার যাবে।

কিরাত। দশ হাজার মোহরের এক পয়সা কম লিবোনি।

(মহীধরের প্রবেশ)

শ্রেষ্ঠী। ও মহীধর! এযে বিষম বিপদ হে।

মহী! বিপদ কি, প্রভু!

শ্রেষ্ঠী। ও বলে দশ হাজার মোহর আগে রাখ, তারপর মেয়ে দেখ।

মহী। বেশত রেখেই দেখুন না।

শ্রেষ্ঠী। পছন্দ না হলে টাকা ফেরত পাব না।

মহী। সেকি! এরকম কথাত কখন শুনিনি!

শ্রেষ্ঠী। এক হাজার দিতে চাচ্চি, বলছি যদি পছন্দ না হয়, তাহলে ওই এক হাজার দিয়ে যাব। তাও অন্যায়, তবু আমি রাজি হচ্ছি। কিন্তু ওবেটা রাজি হচ্ছেনা।

কিরাত। হামি বেশী বাৎ কইতে পারবো না। দশ হাজার মোহর রাখবি, তবে বিটীকে দেখবি। না পারিস্ বল্—হামি বিটী লিয়ে চলিয়ে যাই।

মহী। এমন বোকা কে আছে?

কিরাত। দেখেই লারে—কে আছেক, তাতো বোঝাই যাবেক বটেরে।

শ্রেষ্ঠী। কর্ত্তব্য কি মহীধর?

মহী। না প্রভু, আমি এমন পণে আপনাকে কন্যা নিতে বলতে পারিনা।

শ্রেষ্ঠী। না কিরাত,—আমি এরূপ পণে তোর বেটীকে নিতে পারবো না।

কি। ওরে! বিটীকে লিয়ে বয়কে চল্। (প্রস্থানোদ্যত)

শ্রেষ্ঠী। তাইত হে! যদিই মেয়েটা পরমাসুন্দরী হয়, তাহলে কি হবে!

মন্ত্রী। তা বটে! তাহলে বড়ই দুঃখের কথা।

শ্রে। অমন সোণার চাঁদ নাতি পেলুম, তাকে একটা মনোমত সওগাত দিয়েই যদি মুখ না দেখলুম, তাহ'লে কিহ'ল!

মন্ত্রী। সেটা আপনি বুঝুন। দেশের মধ্যে রাষ্ট্র যে,—এমন সুন্দরী কন্যা কেউ কখন দেখেনি

শ্রে। তা বটে। কিন্তু কেউত দেখেনি—সকলেই শুনেছে!

মন্ত্রী। তা ঠিক তবে কিনা যে কথার প্রচার হয়, তার কতক না কতক সত্যি আছেই। বিশেষতঃ বুনোজাত প্রতারণা জানে না। তবে এরকম পণ যে কেন করেছে, সেটা বুঝতে পারছিনা।

শ্রে। ওরে কিরাত, শোন্।

কি। আবার কি বলছিস্‌রে?

শ্রে। বেশ, এক কাজ কর্। তোর বেটীকে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে এইখানে নিয়ে আয়। তাতে কি তোর আপত্তি আছে?

কি। আচ্ছা, তুই যখন বলছিস্, তখন আনছি। ওরে বিটীকে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে নিয়ে আয় ত!

(বস্ত্রাবৃত অনুরাধাকে লইয়া কিরাত-কন্যাগণের প্রবেশ)

(গীত)

কোথা ছিলি—কোথা ছিলি এতকাল ভুলে!
এলে যদি কেন রাণী দেরী করে এলে।
লতা থেকে তোলা ফুল বন থেকে লতা
জল থেকে কড়ি তোলা গাছ থেকে পাতা।

এইত গহণা আছে আর কোথা পাব
তোমার সোণার অঙ্গ কি দিয়ে সাজাব!
ভারা ভারা জল পোরা আছে নয়নে
এস রাণী ধুয়ে দিই রাঙ্গা চরণে।

শ্রে। কি বুঝছ?

মহী। গঠন দেখে সুন্দরী ব'লেইত বোধ হচ্ছে।

শ্রে। আমারও তাই বোধ হচ্ছে। মহীধর গঠন অপূর্ব্ব! কিন্তু মুখ যদি ভাল না হয়, তা হ'লে গঠনের ত কোন মূল্য নেই।

মহী। সে কথা ঠিক—কিন্তু মুখও বোধ হয় গঠনের অনুরূপ?

কি। দেখলিরে?

শ্রে। হাঁ মা! মুখ না দেখাও একটা আধটা কথা কইতেও কি দোষ আছে?

অমু। কি বল্‌ছিস্‌রে!

মহী। আরে মল! এ বেটী বেদেনী।

শ্রে। জুয়াচোর বেটা—লোক ঠকাবার আর জায়গা পাওনি! বেরো বেটা—বেরো।

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। কই কিরাত, কোথায় তুমি?

কি। কিরে! তুইও কি খেদাইতে এলি নাকিরে?

বল। কি হয়েছে?

কি। হবেক কি? বিটী বেচতে আইছি—বিটীরে বেদিনী বইলে খেদাই দিইছে—বেদের বিটী কি রাজনন্দিনী হয় নাকিরে!

বল। আমি কিনব।

কি। না দেখে কিনবি?

বল্। না দেখেই কিনব।

কি। দশ হাজার মোহর দিবি?

বল। দশ হাজারই দেব।

মন্ত্রী। প্রভু! বুঝতে পারছেন?

শ্রে। তাইত! তাহ'লে সুন্দরীই বটে। আমরা দর করছি, মাঝখান থেকে তুমি এসে দর কর—কে তুমি হে?

বল। তুমি কে? হাঁ মা! আমি তোমাকে ক্রয় করলে, কোনও আপত্তি নেই।

অনু। হাঁমাকে না দেখে যে লিবে, আমি তার ঘরে দাসী হব নইলে টাকা জলে ঢালবি।

বল। আমি না দেখেই তোমাকে গ্রহণ করব।

শ্রে। আমিও করব। কিরাত! আমি পোনেরো হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেব।

বল। আমি বিশ হাজার।

শ্রে। আমি পঞ্চাশ। এস কর্ত্তা, ক্ষমতা থাকে ডেকে নাও।

বল। তাইত! এ যে রকম ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে পেরে উঠবোনা দেখছি যে।

শ্রে। কি কর্ত্তা, থামলে কেন? কত পয়সার মালিক তুমি? ভাঁড়ু দত্তের মামার সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছ?

বল। পঁচাত্তো হাজার—

শ্রে। লাখ—

বল্। পরাস্ত হলুম শ্রেষ্ঠী! আমার এই পর্য্যন্ত সম্বল—আর নেই। (উপবেশন)

শ্রে। যা কিরাত, এর সঙ্গে যা—টাকা নিয়ে আয়। দশ হাজার

দিচ্ছিলুম না, মর্য্যাদা রাখতে তোকে লাখ দিলুম। নে, এইবারে মেয়ের মুখ দেখা।

অনু। হা অদৃষ্ট! সিংহমুখ থেকে বেঁচে আমি বৈশ্যের ক্রীতদাসী হলুম!

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। পিতামহ!

শ্রে। এস ভাই, তোমার জন্য এক কথায় আমি লাখ মোহর খরচ ক'রে ফেললুম। এখন অপ্‌সরীই হো'ক কি বাঁদরীই হোক— তোমার অদৃষ্ট।

ঘো। আমিত পিতামহ! ক'নেকে নিজের চোখে না দেখে বিবাহ করবনা।

শ্রে। সে কি! যদি পছন্দ না হয়, তা হ'লে কি আক্ষ্'র টাকা বরবাদ যাবে।

ঘো। তা কি করব? আমার প্রতিজ্ঞা।

শ্রে। ও কর্ত্তা, তা হ'লে তুমিই নাও।

(কালীর প্রবেশ)

কালী। না, না—কর্ত্তা আর নেবেনা, তুমিই নাও

(বেগে জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। জনপদ শ্রেষ্ঠী কিনি?

শ্রে। কেন?

দূত। আপনি?

শ্রে। আমি।—কি দরকার?

দূত। আপনার ভাগিনেয় মৃত্যুমুখে—তিনি আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

শ্রে। (পত্রপাঠ) তাই ত রে! এ কেরে? এ যে ভাঁড়ু দত্তের কেউ নয়? ও মহীধর! মহীধর!

মহী। কি—কি প্রভু?

শ্রে। কাকে নাতি বলে নিয়ে এলিরে!

মহী। নাতি নয় ত কি?

শ্রে। এই পত্র দেখ—সর্ব্বনাশ কি করেছিলুম। দে কিরাত, দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে আমাকে রেহাই দে।

কি। তা লিবনি! তোকে বিটী লিতিই হবে।

অনু। (অগ্রগমন) তা শুনবনি, তুই যখন কিনেছিস্, তোকে লিতেই হবে

সকলে। তোকে লিতেই হবে।

শ্রে। এই—এই—সরে যা—সরে যা।

মহী। থামো—থামো—আপনার ভাগিনেয় মৃত্যুকালে পাগল হয়েছে। আমাকে যত্ন করে ছেলেকে দেখিয়েছে—যাতে না ভুলি, তাই যুবকের বাহুমূলের ত্রিশূল চিহ্ন দেখিয়েছে।

বল। ত্রিশূল চিহ্ন! ত্রিশূল চিহ্ন!—কই—কই—কোথায়?

মহী। এই-ই আপনার ভাগিনেয়-পুত্র।

বল। না, না—আমার পুত্র—আমার পুত্র।—ঘোষক—ঘোষক তুমিই আমার হারানিধি।

অনু। আর তুমিই আমার স্বামী। হে দেবতা, একবার দেখে চরণে সর্ব্বস্ব বিকিয়েছি, এ দাসীকে চরণে আশ্রয় দাও

শ্রে। এ সব ব্যাপার কি? কে তুমি বৃদ্ধ?

বল। চিনবে কি শ্রেষ্ঠী! বাল্যে দু'জনে সখা ছিলুম।

শ্রে। বলভদ্ররাও! একি—একি!—নে কিরাত, আর এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা উপহার নে। এ তোমারই পুত্র?

ঘো। আমি বুঝতে পারছি না—আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। হাঁ মা! এ সব কি সত্য?

কালী। সমস্ত সত্য। তুমি বৈশ্যপুত্র নও—ক্ষত্রিয়। ইনিই তোমার পিতা। পরে সময়ান্তরে তোমাকে কাহিনী বলব।

বল। আর তুমি যাকে পেলে, আনন্দের সহিত আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করি, ইনি তোমারই মতন আমার স্নেহের পাত্রী—রাজা উদয়নের একমাত্র ভগিনী অনুরাধা। এখন চল—পিতার অনুগমন কর।

শ্রে। কোথায় যাবে? আমার সম্বন্ধ-বন্ধন আরও দৃঢ় হ'ল। সখার পুত্র! এখন তোমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার।—আমার সর্ব্বস্ব তোমার।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

পর্য্যঙ্কোপরি ভাঁড়ুদত্ত।

ভাঁড়ু। (মৃদু আর্ত্তনাদ) ছেলে মরেছে, স্ত্রী মরেছে, ভাগ্‌নে মরেছে, ভগিনীও বুঝি এতক্ষণ ম'ল—আমিও মরতে চলেছি। কেউ রইল না। আপনার বলতে কেউ রইল না। কেবল রইল—উঃ। যে আমার কেউ নয়—সে—সে একমাত্র সে। আমার অগাধ সম্পত্তি নিতে ওই সে হাত বাড়াচ্ছে—ওই নিলে— ওই নিলে— রাখতে পারলুম না। না—না—রাখব—তোকে দেবনা—দেবনা—সরিয়ে নে, ডাকাত! হাত সরিয়ে নে—আমার ধনে তুই হাত দিতে পাবিনি। কে আছিস্—দুরাত্মার হাত সরিয়ে দে। কেউ নেই এত

ঐশ্বর্য্যের রাজা আমি, মৃত্যুকালে আমার শয্যাপার্শ্বে কেউ নেই! ওই—ওই—আবার হাত বাড়াচ্ছে!—কে আছিস্—হাত সরিয়ে দে—কে আছিস্!

(কালীর প্রবেশ)

কালী। কি বলছ—শেঠজী?

ভাঁড়ু। কে তুই?

কালী। চিনতে পারবে কি শেঠ?

ভাঁড়ু। স্বরে চিনেছি—কিন্তু—দেখে—

কালী। চিনতে পারবে না। দেহ থেকে তোমার দত্ত পাপান্নের রস বেরিয়ে গেছে। এখন আমি দেবতার মা হয়ে পাপ মুক্ত হয়েছি। তুমি আর আমায় দেখে চিনতে পারবে না। কি বলতে চাচ্ছিলে?

ভাঁড়ু। কিছু বলতে চাইনি, তুই চলে যা!

কালী। কে আছিস বলে লোক ডাকছিলে—কেউ তোমার কাছে নেই দেখে এসেছি। হে ধনবান! এখন দেখছি, তোমার মতন দুঃখী জগতে আর নেই। পথে পড়ে যে মরে, তার জন্যও দুঃখ করবার পথিক আছে, কিন্তু তোমার মরণকালে শোক করবার কেউ নেই। সকলেই দূরে দাঁড়িয়ে তোমারি মরণ প্রতীক্ষা করছে। আর পয়সা নেবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে। অনেক দিন তোমার খেয়েছি, অকৃতজ্ঞ হ'তে পারলুম না বলে তোমার সেবা করতে এসেছি। সেবা নেবে কি?

ভাঁড়ু। না-না—তোর সেবা নেবো না। তুই চলে যা।

কালী। তা কি হয়? আমার মন বুঝবে কেন, আমি তোমার সেবা করব।

ভাঁড়ু। আমি তোর সেবা চাইনা।

কালী। বেশ, তবে তোমার কাছে যা পেয়েছি,—তোমাকে তা

ফিরিয়ে দিয়ে যাই, তুমি নাও। তোমার সঙ্গে বিশ বৎসরের প্রেম ব্যবসায়ের উপার্জ্জন—শেঠ! আজ তোমাকে সব ফিরিয়ে দেব।

ভাঁড়ু। দেওয়ান আছে—তাকে হিসেব করে দিগে যা।

কালী। ও বাবা! সে বেটা তোমারই দেওয়ান। আমি তাকে বোঝাতে পারব না, তুমি বুঝে নাও।

ভাঁড়ু। দোহাই কালী, আমাকে কথা কইয়ে মেরে ফেলিস্‌নি।

কালী। সে কি শেঠ—বারাঙ্গনাই হই, আর যাই হই—তোমার আশ্রিতা ত বটে! তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলে—ছেলেকে কাটতে গিয়েছিলে—

ভাঁড়ু। দোহাই, রক্ষা কর্‌।

কালী। স্ত্রীর গলা টিপে মেরে ফেলেছ—ভগিনীকে লাঠি মেরে মৃত্যু শয্যায় শুইয়েছ—আর একটু কথার আঘাত সহ্য করতে পারবে না! এই নাও যা-যা আমাকে দিয়েছিলে—সব নাও।

ভাঁড়ু। ওরে মেরে ফেললে রে!

কালী। এই নাও, তোমার সাধের পচাহীরের আংটী—তোমারই হাতে আবার পরিয়ে দি।

ভাঁড়ু। দোহাই কালী, দোহাই—

কালী। দোহাই কি—যে পথে চলেছো, সে পথে আত্মীয়বান্ধব যাবে, আর তোমার এই অগাধ ঐশ্বর্য্য সঙ্গে যাবে না—নিরালম্ব নিরাশ্রয়—এই পর—

ভাঁড়ু। আমাকে কালী—মেরে ফেললে।

কালী। (স্বগতঃ) আর নয়, এই উপযুক্ত সময় হয়েছে। কথা এড়িয়ে এসেছে আর নয়। কালী তোমাকে মেরে ফেলেনি—তোমাকে বাঁচালে। অনেককাল তোমার অন্ন খেয়েছি বলে, তোমাকে শেষ দিনে রক্ষা করতে এসেছি। নরাধম শেঠ! ঘোষককে বিষয়

থেকে বঞ্চিত করবে বলে, তুমি রাজাকে নিমন্ত্রণ করে আনছ। বিষয় দেব না বলবার জন্য তুমি মরা দেহে জোর করে প্রাণকে ধ'রে রেখেছ, তাই আমি তোমার অর্দ্ধেক কথা পেট থেকে বা'র করে দিয়ে চলে গেলুম। রাজার কাছে তোমার কথা শেষ হ'তে না হ'তে তোমার শেষ আগে হয়ে যাবে। নরাধম! এখন বুঝতে পারবিনি—দেবতার হাতে তোর মতন পিশাচের সম্পত্তি দিয়ে তোর যে কি মঙ্গল সাধন করলুম, তা এখন বুঝতে পারবিনি—মৃত্যুর পরে বুঝবি—যমদূতে যখন দণ্ড নিয়ে পীড়ন করতে আসবে, যখন সে জগতের কোনও স্থানে তুই সাহায্য পাবিনি—তখন বুঝবি—ঘোষকের দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, বিশ্বাস—তারা বাহু হয়ে তোকে বেষ্টন করে রেখেছে। যা—আমার বক্তব্য বলে চললুম—এইবারে তোর যা কর্ত্তব্য তাই কর্।

(প্রস্থান)

ভাঁড়ু। উঁ—আঁ!—রাজা—রাজা ওরে কে আছিস্, রাজাকে ডেকে দে—আমি মরি—মরি—বেটী আমায় বকিয়ে বকিয়ে মেরে গেল। মরি—মরি—উঃ—যাই—যাই

(উদয়ন, দেওয়ান, দাসদাসীগণ ও প্রতিবাসিগণের প্রবেশ)

উদ। রাজশ্রেষ্ঠী! আমি এসেছি।

ভাড়ু। (হাত তুলিয়া প্রণাম করণ) আসন—আসন (দেওয়ান কর্ত্তৃক রাজাকে আসন দান)

উদ। আসনের জন্য ব্যস্ত হতে হবেনা। হঠাৎ তোমার কি ব্যাধি হ'ল রাজশ্রেষ্ঠী?

ভাঁড়ু। বলছি পরে—পরে। আমি বেশী কথা কইতে পারবো না। আপনার সম্মুখে আমি সমস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা করব।

উদ। বেশ বল—শুধু আমি নই—প্রতিবাসী বিজ্ঞ বান্ধবেরাও

এখানে উপস্থিত। ভবিষ্যতে যাতে কোন গোলযোগ না হয় এই জন্য আমি এদের সঙ্গে করে এনেছি।

ভাঁড়ু। উঃ—ভালই করেছেন।

উদ। কেবলমাত্র তোমার পুত্র এখানে উপস্থিত নেই।

ভাঁড়ু। রাজা। আমার একমাত্র পুত্র—সে মরে গেছে।

উদ। ঘোষক মরে গেছে ?

ভাঁড়ু। ঘোষক আমার পুত্র নয়।

উদ। তোমরা সব শুনলে—ঘোষক রাজশ্রেষ্ঠীর পুত্র নয়।

সকলে। শুনলুম মহারাজ

উদ। তাহ'লে ঘোষক তোমার কে ?

ভাঁড়ু। কেউ নয়।

উদ। সত্য বল রাজশ্রেষ্ঠী ! তোমার বান্ধবেরা জানে সে তোমার পুত্র।

সকলে। আমরা ত তাই জানতুম মহারাজ ! আমরা এ কথা এখন শুনে বিস্মিত হচ্ছি।

ভাঁড়ু। আমি তাকে—পথথেকে—কুড়িয়ে—মানুষ করেছি।

উদ। তাহ'লে সে তোমার পালনপুত্র ?

ভাঁড়ু। উঁ—আঁ।

উদ। উঁ—আঁ রাখ, আমার কথার উত্তর দাও

ভাঁড়ু। পুত্র নয়—

উদ। পালন পুত্র ?

ভাঁড়ু। উঁ—আঁ।

উদ। তোমার মৃত্যু সন্নিকট—শিগ্‌গির বল। না ব'লে মরলে—আমি ঘোষককে সমস্ত সম্পত্তি দান করব।

ভাঁড়ু। নয়।

উদ। পালনপুত্রও নয়?

ভাঁড়ু। কিছু নয়।

উদ। কিন্তু তুমি আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলের কাছে বলেছ সে তোমার পুত্র। কেমন তোমরা কি জানতে?

প্র। আমরা জানতুম পুত্র।

উদ। তোমরা কি জানতে?

দাসদাসীগণ। আমারাও জানতুম পুত্র

উদ। শুনছ রাজশ্রেষ্ঠী?

ভাঁড়ু। উঁ—আঁ! আমি অত কথা কইতে পারব না!

উদ। যদি পুত্র নয়—কিছু নয় তবে তুমি তাহাকে ঘরে রেখেছিলে কেন?

ভাঁড়ু। দয়া—দয়া।

উদ। তুমি কি তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছ

ভাঁড়ু। কেবল—কেবল।

উদ। তোমরা কি বল?

দাসদাসীগণ। এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কখন দেখিনি।

উদ। শুনছ?

ভাঁড়ু। উঁ—আঁ!—ওরা চোর—চোর

উদ। তোমার প্রতিবাসীরাও বলছে।

ভাঁড়ু। ডাকাত—ডাকাত।

উদ। কালী বলেছে

ভাঁড়ু। ডা'ন—ডা'ন।

উদ। আমি বলছি।

ভাঁড়ু। আঁ—ই—উ—ওঁ!

উদ। শোন শ্রেষ্ঠী. আমি তোমায় নিষ্ঠুরাচরণের সাক্ষী

আমি সাধারণ্যে বিচার ক'রে, তোমাকে শূলে দেব মনে করেছিলুম। ঘোষককে নাশ করবার তুমি নানা উপায় অবলম্বন করেছ। তাকে মারতে পুত্রকে মেরেছ, তার জন্য স্ত্রীকে মেরেছ, ভাগি-নেয়কে—ভগিনীকে—সমস্তকে মেরেছ—নিজের কুল নির্ম্মূল করেছ। আমার কুলে কলঙ্ক দেবার চেষ্টা করেছ—ঘোষককে আমার অন্তঃপুরের বাগানে প্রবেশ করিয়েছ—তোমারই জন্য আমি ভগিনীকে নির্ব্বাসিত করেছি—প্রজার বিরাগভাজন হয়েছি। তোমাকে আমি শূলে দিতুম—কিন্তু তোমার সৌভাগ্য—তুমি মৃত্যুমুখে। আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম। ঘোষক তোমার পুত্র নয়—যাঁর পুত্র, তিনি তোমার সম্মুখে এই উপস্থিত হয়েছেন। (বলভদ্রের প্রবেশ) ইনি রাণীর মাতুল।

ভাঁড়ু। আঁ—ইঁ—

বল। শ্রেষ্ঠী! বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার পত্নী এক পুত্র প্রসব করেই দেহত্যাগ করেছিলেন। পুত্রও মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আমি তাকে এক সাধুর আদেশে পথে নিক্ষেপ করেছিলুম। শ্রেষ্ঠী! তুমি তাকে কুড়িয়ে তার জীবনদান করেছ, পুত্রস্নেহে পালন করেছ। তোমারই কৃপায় বিশ বৎসর পরে আমি বংশধর পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছি। তুমি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

উদ। আরও শোন। তোমার ইচ্ছামত সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে আমি তোমাকে অনুমতি দিলুম। জানি—তুমি ঘোষককে বঞ্চিত করবার জন্যই আমাকে আনিয়েছ, তবু তোমাকে সানন্দে অনুমতি দিলুম।

ভাঁড়ু। উঁ—ওঁ—দেওয়ান।

সকলে। ধন্য মহারাজ! আপনার করুণা।

উদ। আমি দেখব, এবং এই সমস্ত সাধুদের দেখাব, যাকে

তুমি একদিনের শিশুথেকে মারবার নানা চেষ্টা করে আজও পর্য্যন্ত মারতে পারনি, অদৃষ্ট তোমার বিষয় নেবার জন্য, যাকে তোমাকে দিয়েই আনিয়েছে, তাকে তুমি কেমন ক'রে বিষয় থেকে বঞ্চিত কর।

ভাঁড়ু। দেওয়ান! হিসেব—

দেও। ভূমি সম্পত্তি আদিতে চল্লিশ কোটী সুবর্ণমুদ্রা—নগদ চল্লিশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা।

সকলে। ওরে বাবা! একি লোকে শুনলে বিশ্বাস করবে?

উদ। এখনও করবে। তবে মহারাজ চক্রবর্ত্তী অশোক চলে গেছেন—মগধ শ্রীহীন হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও দীন সংক্ষেপ হয়ে আসছে। আমি ভাগ্যবান, আমার রাজ্যে এখনও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী শ্রেষ্ঠীর বাস। এর পরে এদেশের লোক একে উপাখ্যান মনে করবে। মস্তের কথা বলে হেসে উড়িয়ে দেবে। নাও শ্রেষ্ঠী, এ সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করবে বল।

ভাঁড়ু। এছাড়া—মণিরত্ন—আমার গুপ্তঘরে আরও—জল—জল—

উদ। জল দাও—

ভাঁড়ু। আরও বিশ কোটী।

সকলে। ওরে বাবা! আরও! একি প্রলাপ বকছে নাকি?

ভাঁড়ু। এই সমস্ত সম্পত্তি—আমি—জল (মুখে জলদান) ঘোষককে—উ—জল (দীর্ঘ আর্ত্তনাদ)—

উদ। ঘোষককে কি বল—

ভাঁড়ু। জল—জল—গলা চেপে কে ধরেছে—জল—জল—

উদ। বল—বল শিগ্‌গির—

ভাঁড়ু। ঘোষককে—দে—বো—উঁ—ওঁ—(মৃত্যু)

উদ। তোমরা সকলে কি শুনলে?

সকলে। দেবো পর্য্যন্ত শুনিছি মহারাজ!

উদ। সকলে?

সকলে। দেবো শুনিছি মহারাজ!

১ম প্র। না দেবার একান্ত ইচ্ছা থাকতেও নিয়তি 'না' বলতে দিলে না।

উদ। একথা আমি সাধারণ্যে প্রচার করতে পারি?

সকলে। প্রচার করুন মহারাজ, প্রচার করুন। (নেপথ্যে বাদ্য)

উদ। তা হ'লে এস—এ মৃত্যুগৃহে আর উৎসব নয়। দ্বার বন্ধ কর (দ্বারবন্ধ)।—ধর্ম্মতঃ কার্য্যতঃ আমি এখন ঘোষকের অভিভাবক। দেওয়ান! রাজশ্রেষ্ঠীর অবস্থানুরূপ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যবস্থা কর। তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।

সপ্তম দৃশ্য।

সুসজ্জিত উদ্যান।

(অনুরাধাকে লইয়া শ্যামাবতী ও ঘোষককে লইয়া উদয়নের প্রবেশ)

উদ। ভগিনী! বহু অপরাধ করেছি।

অনু। করুণাময় আর্য্য! আপনার কৃপাতেই আমি দেবতার আশ্রয় পেয়েছি।

শ্যামা। আপনি স্নেহবশে কর্ত্তব্যের ত্রুটী করলে, প্রজা আজ এত সুখী হ'ত না। চারিদিকে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মরাজ বলে আপনার যশোগান করছে।

উদ। ঘোষক! তুমিই রাজশ্রেষ্ঠীর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী।

শ্যামা। উৎসব—উৎসব— এস সকলে মিলে উৎসব করি।

পট পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বলদৃশ্য।

বন্দিনীগণ।

গীত।

উৎসব উৎসব মাতল নাগরী সব
পথে পথে বাজে বেণু
উৎসব উৎসব কুঞ্জে পিকরব
ফুলে ফুলে ঝরে রেণু ॥
উৎসব উৎসব ঋতুরাজ গৌরব
পূর্ণশশী নিশি ভালে।
উৎসব উৎসব দম্পতি বান্ধব
মাতল মলয় তমালে ॥
ভুলে নে ভুলে নে হিয়া হিয়া বাঁধনে
ফুল্ল ফুল্ল ফুলহারে।
উৎসব উৎসব রতিরণে মনোভব
এখনি চলিবে অভিসারে ॥

যবনিকা পতন।